# বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস


বর্ষ-২৮ সংখ্যা-০৬ জুন - ২০২৫

A group of daily construction workers head to their work site after getting hired. Every day, Mirpur-1 street becomes a bustling labour market with hundreds bricklayers, carpenters, and of various other skills waiting for work along the Mazar Road in Mirpur. The photo was taken on Monday in Mirpur-1. of workers


## বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

| সূচী : | ৫১ |
| --- | --- |
| শোভন কাজ | ০৩ - ৪২ |
| শ্রম বাজার | ৪৩ - ৫২ |
| কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা | ৫৩ - ৬৯ |
| কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন | ৭০ - ৭৩ |
| আন্দোলন ও ধর্মঘট | ৭৪ - ৭৯ |
| সংবাদপত্রে বিল্‌স | ৮০ -৮২ |
| | |

শোভন কাজ

রোববার, জুন ১, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ১৮, ১৪৩২ বণিক বার্তা

# শিল্প এলাকার ৬৭% কারখানায় ঈদ বোনাস পরিশোধ হয়নি

### ঈদুল আজহার বোনাসসংক্রান্ত পরিসংখ্যান

*(৩১ মে বিকাল ৪টা পর্যন্ত)

| | |
|---|---|
| মোট কারখানা | ৯,৬৮৩টি |
| বোনাস পরিশোধ | ৩,২১২টি |
| অপরিশোধ | ৬,৪৭১ |
| পরিশোধের হার | ৩৩.১৭% |
| অপরিশোধের হার | ৬৬.৮৩% |

সূত্র: শিল্প পুলিশ

» গতকাল বিকাল ৪টা পর্যন্ত মে মাসের বেতন পরিশোধ করেছে মাত্র ৭৮৬টি কারখানা। এ হিসেবে বেতন পরিশোধ করেছে মাত্র ৮ দশমিক ১১ শতাংশ কারখানা। বেতন পরিশোধ করেনি ৮ হাজার ৮৯৭ বা ৯১ দশমিক ৮৯ শতাংশ কারখানা

» যেসব কারখানা, প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবে সেসব কারখানা/প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে

» শিল্প পুলিশের অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল গাজী জসীম উদ্দিন জানিয়েছেন, এখন যেসব সমস্যা আছে সেগুলো নিয়ে বড় কোনো ঝামেলা হবে না বলে আশা করা যাচ্ছে। ছোটখাটো কিছু ঘটনা ঘটছে। এসব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বুঝিয়ে ফেরানো সম্ভব হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রতি বছর ঈদের আগে শিল্প অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় শ্রম অসন্তোষ দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এসব এলাকার কারখানাগুলোকে নিবিড় পর্যালোচনায় রেখেছে শিল্প পুলিশ। এর ধারাবাহিকতায় ঈদুল আজহার আগে বেতন-বোনাস পরিশোধ পরিস্থিতিও নজরদারিতে রেখেছে সংস্থাটি। তাদের হিসাবে, দেশের আট শিল্প এলাকায় গতকাল বিকাল ৪টা পর্যন্ত প্রায় ৬৭ শতাংশ কারখানায় বোনাস পরিশোধ হয়নি।

দেশে শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকা—আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটে মোট কারখানার সংখ্যা ৯ হাজার ৬৮৩। ঈদ সামনে রেখে পোশাক শ্রমিকদের বোনাস গতকালের মধ্যে পরিশোধের কথা। তবে এখনো ঈদুল আজহার বোনাস পরিশোধ করতে পারেনি ৬ হাজার ৪৭১টি বা ৬৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ কারখানা। বোনাস পরিশোধ করেছে ৩ হাজার ২১২টি কারখানা (৩৩ দশমিক ১৭ শতাংশ)।

অন্যদিকে মে মাসের বেতন পরিশোধের কথা ৩ জুনের মধ্যে। শিল্প পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল বিকাল ৪টা পর্যন্ত বেতন পরিশোধ করেছে মাত্র ৭৮৬টি কারখানা। এ হিসেবে বেতন পরিশোধ করেছে মাত্র ৮ দশমিক ১২ শতাংশ কারখানা। বেতন পরিশোধ করেনি ৮ হাজার ৮৯৭ বা ৯৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ কারখানা।

জানতে চাইলে শিল্প পুলিশের অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল গাজী জসীম উদ্দিন *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'এখন পর্যন্ত বড় দুটি সমস্যা ছিল, সেগুলো আমরা নিষ্পত্তি করতে পেরেছি। একটি টিএনজেড গ্রুপ। এটির মালিক দেশের বাইরে চলে গেছে। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ গ্রুপের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া মাহমুদ ফ্যাশনের সমস্যা ছিল, সেটাও সমাধান করা গেছে। এখন যেসব ঝামেলা আছে সেগুলো নিয়ে বড় কোনো সমস্যা হবে না বলে আশা করা যাচ্ছে। ছোটখাটো কিছু ঘটনা ঘটছে। এসব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বুঝিয়ে ফেরানো সম্ভব হয়েছে। গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।'

শিল্প পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল কালিয়াকৈর থানাধীন সূত্রাপুর এলাকায় জিএমএস টেক্সটাইল লিমিটেড ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের সঙ্গে শিল্প পুলিশ আলোচনা করে সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করলে শ্রমিকরা পুলিশের ওপর আক্রমণ করেন। ইটপাটকেল ও লাঠিসোঁটা নিক্ষেপ করতে থাকলে শিল্প পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। সকাল সাড়ে ৮টায় মহাসড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গত ২৮ মে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি) এবং আরএমজি-বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (আরএমজি-বিষয়ক টিসিসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) আওতাধীন

## শিল্প এলাকার ৬৭%

শেষ পৃষ্ঠার পর

কারখানা/শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং চামড়া প্রক্রিয়াকরণ ট্যানারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের আসন্ন ঈদে ছুটির বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও বোনাস ৩১ মের মধ্যে এবং মে মাসের বেতন ৩ জুনের মধ্যে পরিশোধের বিষয়েও আলোচনা হয়। শ্রমিকদের মাসিক বেতন, ঈদ বোনাস পরিশোধে ব্যর্থ হতে পারে এমন কারখানার তালিকা উপস্থাপন করে শিল্প পুলিশ। তালিকা অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তালিকার ছায়ালিপি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিইএফ বরাবর পাঠানোর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

জানা গেছে, বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যর্থ হতে পারে এমন কারখানার মধ্যে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএসহ বিভিন্ন খাতের কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য কারখানা সংখ্যা ৬৯। বিকেএমইএর সদস্য কারখানা সংখ্যা ২২। সুতা-কাপড় উৎপাদনকারী বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর কারখানা সংখ্যা ২৪। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজার) আওতাভুক্ত কারখানা সংখ্যা ১২ এবং কোনো সংগঠনের সদস্য নয় এমন অন্যান্য কারখানা সংখ্যা ৭১। সব মিলিয়ে ব্যর্থ হতে পারে শিল্প পুলিশের চিহ্নিত এমন কারখানা সংখ্যা ১৯৮। সূত্র জানিয়েছে, এর মধ্যে কিছুসংখ্যক কারখানা বেতন-বোনাস পরিশোধ করতে পারবে। ফলে ব্যর্থ হতে পারে এমন কারখানা ১৯৮টি থেকে কমে এসেছে।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যেসব কারখানা, প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবে সেসব কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গত ১৯ মে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঈদুল আজহা উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত কমিটির সভা শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ৩ জুনের মধ্যে গার্মেন্টস কর্মীদের মে মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস দিতে হবে। তবে শ্রমিকরা অযৌক্তিক কোনো দাবি নিয়ে রাস্তায় নামলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যবস্থা নেবে। পরে ২১ মে সচিবালয়ে এক সভা শেষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বলেন, 'গার্মেন্টস শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা ২৮ মের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। না হলে গার্মেন্টস মালিকদের জেলে যেতে হবে। এরই মধ্যে পাঁচ গার্মেন্টস মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তারা দেশের বাইরে তো দূরে থাক, ঢাকার বাইরেও যেতে পারবেন না।'

যুগান্তর | রোববার ১ জুন ২০২৫
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

## চাকরিচ্যুত ৯৮৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী ফিরছেন স্বপদে

যুগান্তর প্রতিবেদন

উচ্চ আদালতের নির্দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিচ্যুত ৯৮৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিতে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাদের আজ রোববার থেকে নিজ নিজ পদে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শনিবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এএসএম আমানুল্লাহ বলেন, ৯৮৮ জনকেই চাকরিতে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারা নিজ নিজ পদে ফিরবেন। ১ জুন থেকে তারা কাজে যোগ দেবেন। এর আগে ৯৮৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতার সুযোগ-সুবিধাসহ চাকরি পুনর্বহালের নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ রায় এ ঘোষণা করেন।

এর আগে জাতীয় বিশ্বিবদ্যালয়ের বিপক্ষে রায় গেলে রিভিউ থেকে আপিল শুনানি হয়। ২০১১ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৮৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উচ্চ আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুত করা হয়। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর চাকরিচ্যুত এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। তাদের ফিরিয়ে আনতে পাশে দাঁড়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও।

চাকরিচ্যুত এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবি জানান। তারা আন্দোলনেও নামেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৯ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেটের সভায় ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিতে পুনর্বহালের বিষয়ে রিভিউ পিটিশনের সিদ্ধান্ত নেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিবিধি যথাযথ অনুসরণ করে ২০০৩ ও ২০০৪ সালে বিভিন্ন স্মারকে ওইসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ৯ বছর পর ২০১১ সালে কিছু অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ভিত্তিহীন অসত্য তথ্য উপস্থাপন করে আদালতকে বিভ্রান্ত করলে তাদের নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় ২০১১ সালে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়, যা ছিল চাকরিবিধি বহির্ভূত-অনিয়মতান্ত্রিক ও অনৈতিক। এর আগে এসব কর্মকর্তা-

## চাকরিচ্যুত ৯৮৮ কর্মকর্তা কর্মচারী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কর্মচারীর নিয়োগ অবৈধ ঘোষণার আবেদন জানিয়ে সাবেক এমপি ফজলে রাব্বী মিয়া হাইকোর্টে ২০০৪ সালের ৩১ আগস্ট রিট করেন। ২০০৬ সালের ২২ আগস্ট হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রিটটি খারিজ করে দেন। পরে গাজীপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ-সদস্য আকম মোজাম্মেল হক (ওই রায়ের বিপরীতে) ২০১০ সালের ১৫ ডিসেম্বর রিভিউ মামলা করলে আদালত কর্মচারীদের চাকরি থেকে অপসারণের রায় দেন।

সংবাদ | সোমবার ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Monday 2 June 2025

## পোশাক খাত: এখনও বোনাস পরিশোধ করেনি ৭৩ শতাংশ কারখানা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

আগামী ৭ জুন পবিত্র ঈদুল আজহা। ঈদকে সামনে রেখে পোশাকশ্রমিকদের বোনাস মে মাসের মধ্যে এবং মে মাসের বেতন ১ থেকে ৩ জুনের মধ্যে পরিশোধ করার কথা রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত দেশের মোট ৯ হাজার ৬৮৩ টি কারখানার মধ্যে মে মাসের বেতন পরিশোধ করেছে ৮ দশমিক শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ বা ৭৮১টি কারখানা। ৯১ দশমিক ৯৩ শতাংশ বা ৮ হাজার ৯০২ টি প্রতিষ্ঠান বেতন পরিশোধ করতে পারেনি। গত শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে শিল্প পুলিশ।

অন্যদিকে, এখনো ঈদুল আজহার বোনাসও পরিশোধ করতে পারেনি ৭৩ শতাংশ কারখানা। মাত্র দুই হাজার ৫৭৮ টি বা (২৬ দশমিক ৬২ শতাংশ) কারখানা বোনাস পরিশোধ করেছে। বোনাস পরিশোধ করতে পারেনি ৭ হাজার ১০৫টি কারখানা বা ৭৩ দশমিক ৩৮ শতাংশ কারখানা।

গ্যাস সংকট, এনবিআরে কলমবিরতসহ নানান সংকটে ঈদুল আজহা সামনে রেখে তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দেওয়ার চাপ বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। গত ২২ মে হুঁশিয়ারি দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, '২৮ মে'র মধ্যে বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ না করলে সংশ্লিষ্ট কারখানা মালিকদের জেলেও যেতে হতে পারে।'

দেশ রূপান্তর | মঙ্গলবার, ৩ জুন ২০২৫

## গৃহিণীদের অবৈতনিক শ্রমের স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদক

অন্তর্বর্তী সরকার গৃহিণীদের অবৈতনিক শ্রমের অবদানকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার জানিয়েছে, গৃহিণীদের অবৈতনিক শ্রম জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং এটি স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। গতকাল সোমবার অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় বলেন, ভবিষ্যতে গৃহিণীদের অর্থনৈতিক অবদানকে জাতীয় জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার উপায় খুঁজে বের করতে সরকার পরিকল্পনা করছে।

এদিকে সরকারের এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) অর্থ উপদেষ্টাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। এমজেএফের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম এক বিবৃতিতে বলেন, 'অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য নারীর গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিরাচরিত অর্থনৈতিক সূচকগুলোর কারণে নারীর অবৈতনিক শ্রমের অবদান প্রায়ই অদৃশ্য থেকে যায়, যা দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।' বাজেটে আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটাতে দক্ষ 'কেয়ার গিভার' তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করতে এবং রেমিট্যান্স বাড়াতে 'কেয়ার গিভার'-দের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হবে। এ লক্ষ্যে নার্সিং খাতে পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা জেন্ডার সমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখবে। এমজেএফ আরও জানায়, বাংলাদেশে নারীরা গৃহস্থালি কাজে দৈনিক গড়ে ৬-৮ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন, যা জিডিপিতে সরাসরি হিসাব করা হয় না। এই অবৈতনিক শ্রমের অর্থনৈতিক মূল্য প্রায় ১০-১৫ শতাংশ জিডিপির সমান হতে পারে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। এই স্বীকৃতি নারীদের অর্থনৈতিক অবদানকে মূলধারায় নিয়ে আসবে এবং নীতিনির্ধারণে তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেবে।

শোভন কাজ

বণিক বার্তা সোমবার, জুন ২, ২০২৫

## ডেমোক্রেটিক বাজেট মুভমেন্টের প্রতিবেদন

# দেশের ৬০ শতাংশ প্রকল্পে তরুণদের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা নেই

### বৈষম্য রোধে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তরুণদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশই তরুণ। যারা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে সরকারের বিভিন্ন নীতি থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি।

জাতীয় বাজেট ও পরিকল্পনা বিষয়ক সামাজিক প্লাটফর্ম 'ডেমোক্রেটিক বাজেট মুভমেন্ট-ডিবিএম' পরিচালিত একটি অংশগ্রহণমূলক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের ৬০ শতাংশ প্রকল্পে সরাসরি তরুণদের সংশ্লিষ্টতা নেই। নয়টি জেলার তরুণদের ওপর পারসেপশন স্টাডিতে দেখা যায়, প্রান্তিক তরুণসহ তরুণ নারী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার তরুণ, তরুণ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের তরুণরা জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ায় ও প্রণোদনায় প্রায় অনুপস্থিত। গবেষণার অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের গণশুনানিতে তরুণরা অভিযোগ করেন, জাতীয় বাজেট পরিকল্পনায় তারুণ্যের নেতৃত্ব, তাদের জন্য কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন, মানসিক স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও পরিবেশ বিষয়গুলোকে কোনো অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি।

জাতীয় বাজেটের বর্তমান প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কাঠামো কতটা তারুণ্যবান্ধব, অংশগ্রহণমূলক, কার্যকর ও ন্যায়ভিত্তিক তা বিশ্লেষণ করা ছিল এ অংশগ্রহণমূলক গবেষণার উদ্দেশ্য। গবেষণাটি ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক, সামাজিক ও জলবায়ু-প্রভাবিত জেলার তরুণদের ওপর পরিচালিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় অঞ্চলের সাতক্ষীরা, বাগেরহাট; শহুরে অঞ্চলের ঢাকা, চট্টগ্রাম; উত্তরাঞ্চলের নদীভাঙন ও বন্যাপ্রবণ জেলার কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা; খরাপ্রবণ অঞ্চলের নওগাঁ, কুষ্টিয়া; পার্বত্য এলাকার বান্দরবান।

ডিবিএমের এ গবেষণায় সহযোগিতা করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের বাস্তবায়নাধীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় পরিচালিত 'সুশীল প্রকল্প'। সম্প্রতি ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে 'ডিবিএম জন-বাজেট সংসদ-২০২৫'-এর তৃতীয় অধিবেশনে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

**তৃতীয় অধিবেশন**

**'তারুণ্যের নেতৃত্বে জলবায়ু আন্দোলন ও সবুজ প্রবৃদ্ধি'**

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪-২৫ বাজেটে তরুণদের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, যেমন শ্রম ও কর্মসংস্থান, শিক্ষা, প্রযুক্তি, সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের আওতায় যৎসামান্য বরাদ্দ থাকলেও সরকারের এ বিষয়ে কোনো সমন্বিত কাঠামো বা 'ইয়ুথ বাজেট ফ্রেমওয়ার্ক' নেই। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল প্রায় ২ হাজার ২১২ কোটি টাকা। এর মধ্যে উন্নয়ন বাজেট প্রায় ১ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা এবং পরিচালন বাজেট প্রায় ৯৭৮ কোটি টাকা। বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, একই বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মাত্র ১৪ শতাংশ প্রকল্পে সরাসরি তরুণসংশ্লিষ্টতা আছে। অন্যদিকে দেখা গেছে, ৬০ শতাংশ প্রকল্পে তরুণদের সরাসরি কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

এ বিষয়ে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, 'আমরা অনেক বছর ধরে একই কথা বলছি। বাজেটে তরুণদের অংশগ্রহণ এবং আশা-প্রত্যাশার বাস্তবায়ন হয় না। অনেক দিন ধরে ডেমোক্রেটিক বাজেট মুভমেন্ট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান একই রকম তথ্যচিত্র উপস্থাপন করছে। কিন্তু সেগুলোর দিকে সরকারের কোনো নজর নেই। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে আগামী দিনগুলোয় জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। সরকার যদি তরুণদের সহায়তা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তরুণরা জেগে উঠবে কীভাবে? কোনো দেশেই সহায়ক শাসন ব্যবস্থা ছাড়া সে দেশের তরুণরা জেগে উঠতে পারেনি। আমাদের এখানে বাজেট হয় প্রকল্পভিত্তিক, যার কোনো দর্শন নেই। আমাদের বড় বড় পরিকল্পনা আছে, সেখানে অনেক সুন্দর কথা আছে। কিন্তু তরুণদের নিয়ে আমরা কী করতে চাই তার কোনো প্রতিফলন নেই জাতীয় বাজেটে।'

গবেষণায় আরো উঠে আসে, তারুণ্যের বাজেটের সফল বাস্তবায়নে নানামুখী কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে, যা শুধু বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ নয়, বরং এর গুণগত কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তরুণদের সম্ভাবনা ও প্রয়োজন বিবেচনায় এনে এ বাধাগুলো চিহ্নিত করা জরুরি। বাংলাদেশে এখনো 'ইয়ুথ ডিজএগ্রিগেটেড ডাটা' বা তরুণদের বয়স, লিঙ্গ, এলাকা, প্রতিবন্ধিতা বা শিক্ষা অনুসারে পৃথক উপাত্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি। এর ফলে প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে বরাদ্দ নির্ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং অনেক সময়ই প্রকল্পগুলো প্রাসঙ্গিকতা হারায়। যেমন ডিজিটাল প্রশিক্ষণের বাজেট শহুরে তরুণদের জন্য প্রণীত হলেও তা গ্রামীণ তরুণদের বাস্তবতায় সাড়া দেয় না। স্থানীয় প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনেক কর্মকর্তা ইয়ুথ সেনসেটিভ বাজেটিং সম্পর্কে প্রশিক্ষিত নন। এতে তারুণ্যের বাজেটের প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দেখা দেয়, বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে।

বাজেট বিশ্লেষক ও ডিবিএম সহসভাপ্রধান আমানুর রহমান বলেন, 'তারুণ্যের বাজেট পরিকল্পনায় তরুণদের অংশগ্রহণ অনুপস্থিত। ফলে তাদের বাস্তব সংকট ও সম্ভাবনা বাজেট নীতিতে প্রতিফলিত হয় না। তারুণ্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্পগুলো শিক্ষা, শ্রম, তথ্যপ্রযুক্তি ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে থাকলেও কোনো কেন্দ্রীয় সমন্বয় কাঠামো নেই। এর ফলে অনেক সময় একই ধরনের প্রকল্প একাধিক সংস্থায় পুনরাবৃত্তি ঘটে, অথচ জরুরি খাতগুলো উপেক্ষিত থেকে যায়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের তারুণ্যের বাজেট বরাদ্দ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়। এ কারণে স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা ও তদারকির সুযোগ সংকুচিত হয়। তরুণদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ও উপেক্ষিত দিক হলো মানসিক স্বাস্থ্য। হতাশা, উদ্বেগ, কর্মসংস্থান অনিশ্চয়তা—এ সমস্যাগুলো প্রকট হলেও তারুণ্যের বাজেটে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য আলাদা অগ্রাধিকার ও বরাদ্দ প্রায় নেই বললেই চলে।'

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের ইয়ুথ টিম লিড নাজমুল আহসান বলেন, 'আমাদের ইয়ুথদের নিয়ে একটি অ্যাকশন প্ল্যান হয়েছিল। কিন্তু সেটি কে বাস্তবায়ন করবে সেটি বলা নেই। সময়টাও উল্লেখ নেই। বাজেট কতটুকু দরকার সেটিও নেই। ফলে সেটি আর কার্যকর হয়নি। তরুণদের বাজেটকে যদি তাদের জায়গা থেকে গণতান্ত্রিক করতে হয়, তাহলে তাদের যে মতামত সেটি কোথায় দেবে? কে সংগ্রহ করবে? কে সেগুলো বাস্তবায়ন করবে? ফলে আমরা চাই তারুণ্যের বাজেট তরুণদের বাদ দিয়ে নয়, বরং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমেই হোক।'

গবেষণায় সুপারিশ করা হয়—নারী, কিশোরী, দলিত, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক তরুণদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বাজেট পরিকল্পনার জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে তরুণ অ্যাডভাইজরি বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। প্রতিটি জেলার বাস্তবতা অনুযায়ী তারুণ্যের উন্নয়নের জন্য আলাদা পরিকল্পনা ও বাজেট প্যাকেজ প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয় এ প্রতিবেদনে। আরো সুপারিশের মধ্যে রয়েছে—প্রতিটি জেলায় ইয়ুথ ফ্রেন্ডলি কাউন্সেলিং সেন্টার করা, জলবায়ু অভিযোজন, নবায়নযোগ্য শক্তি, স্মার্ট কৃষি ও তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতার ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাড়ানো, এ খাতের ইয়ুথ স্টার্টআপগুলোর জন্য সহজ শর্তে জামানতবিহীন ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা, সরকারি তত্ত্বাবধানে 'যুব ব্যাংক' চালু করা, তারুণ্যের উন্নয়নে আগামী বাজেটের প্রতিটি খাতে অন্তত ২০ শতাংশ বাজেট বৃদ্ধি করা।

শোভন কাজ

NEW AGE Dhaka, Sunday, June 1, 2025,

# Working women facing harassment, obstruction

Kamrun Nahar Sumy

A NUMBER of women professionals, including a college teacher and journalists, have recently faced harassment and obstruction while carrying out their duties or expressing opinions at the hands of Islamist groups in different places of the country, which has created a climate of fear and insecurity in society.

Rights activists have observed that attacks on and harassment of working women have recently emerged as a trend, as female athletes, film celebrities and sex workers have also faced attacks, harassment and obstruction by Islamist groups or mobs under the name of 'Tawhidi Janata'.

They said that the interim government, which assumed power on August 8, 2024, after the ouster of authoritarian Awami League regime in a mass uprising, failed to take strict action against people involved in such offences.

They also alleged that in some cases the interim government's responses appeared to favour Islamist parties and groups.

In a recent incident, Nadira Yeasmin, assistant professor of Bangla at Narsingdi Government College, was made an officer on special duty and transferred to Satkhira Government College through an education ministry order on May 26 just a day after Hefazat-e-Islam Bangladesh and other religious groups protested against Hisya (rights), a magazine she edits and publishes, and demanded her removal from the college within 48 hours.

The controversy arose centring articles published in the magazine that reportedly support equal inheritance rights for men and women — a stance some religious groups claim contradicts Islamic inheritance laws — and her Facebook post advocating for the same rights following the submission of a report by the interim government-formed Women's Affairs Reforms Commission on April 19.

'They [Islamists groups] carried out a smear campaign in social media groups starting February this year after the magazine was published, but the campaign intensified for the past one month following the Facebook post,' said Nadira, also a women's rights activist involved with an online platform named 'Nari Angan'.

Alleging that the police took no action despite her repeated verbal complaints, the teacher said, 'Instead, the government moved to transfer me as per their

## Working women facing harassment

Continued from page 1

[Islamists groups] demand, which only boosted their confidence and they now want my punishment,' said Nadira.

She alleged that several other women associated with 'Nari Angan' were also facing threats from Islamist groups.

On May 27, a group of students of Satkhira Government College reportedly submitted a memorandum to the college principal and the Satkhira deputy commissioner, demanding that Nadira not be allowed to join as a teacher at the college and that legal action be taken after investigating the allegations against her.

Nadira said, 'Islamist groups might have instigated the students to submit the memorandum. I hope the government will reconsider its decision on my transfer in light of my security concerns.'

In the other incidents, female journalists were prevented from performing their duties by Islamist groups, including at an event attended by religious affairs ministry adviser AFM Khalid Hossain.

Mausuda Laboni, who was barred from covering a Hefazat-e-Islam event, said on May 29, 'They told me: mothers and sisters are not allowed.'

'When my male colleagues protested at that and said they wouldn't cover the event too, they [Hefazat-e-Islam] later claimed that it was a misunderstanding and allowed me to cover the event,' she said, adding that she had never faced such obstruction before.

Amy Jannat, a reporter from the new agency United News of Bangladesh, expressed her frustration in a Facebook post after she was barred from attending the 'Online Entrepreneur Qawmi Uddokta' event attended by the religious affairs adviser, held at the China Friendship International Conference Centre in the capital's Agargaon on January 29.

The religious affairs ministry later said that the adviser was merely a guest at the event and was not responsible for the actions of the organising authority.

Two women's football matches could not be held in Dinajpur and Jaipurhat on January 28 in the face of attacks by Islamist groups. The government condemned the incidents on January 30 and the Jaipurhat match took place on February 5.

But, an inter-district girls' football match could not take place at Taraganj in Rangpur on February 6 amid protests reportedly by the Islami Andolan Bangladesh.

Asha Rani Roy, a goalkeeper of the Dinajpur District Women's Football Team, told New Age on May 29 that although they were able to play some matches after the game in Dinajpur was postponed on January 28, many other matches could not take place, including one that was cancelled in May.

The obstruction has created frustration, with some female players, including herself, now considering leaving the game, said 18-year-old Asha, who once dreamed of playing for the national team.

Maleka Banu, general secretary of the Bangladesh Mahila Parishad, said that there were no 'visible' actions by the government to address such attacks and harassment.

Referring to the Nadira's transfer order, the rights activist said that instead of ensuring the victim's safety, the government's response seemed to support those violating women's rights.

The cancellation of quota for women in jobs would create a major hindrance to women's empowerment and participation in the job sector, she said, referring to the absence of women quota in government jobs.

Shireen Huq, head of the Women's Affairs Reform Commission, said that there was an expectation that violence against women would decrease after the uprising, which carried the spirit of anti-discrimination, but that did not happen in reality.

After the report submission, even the members of the Women's Affairs Reform Commission faced abusive remarks by Hefazat-e-Islam which later expressed regret for the remarks after it was served a legal notice in this connection.

Actors Mehazabien Chowdhury, Pori Moni and Apu Biswas were barred from attending events in Chattogram, Tangail and Kamrangirchar of Dhaka respectively. Girls were attacked creating mobs for smoking in public, and even the Bangla Academy shut down two stalls at the Ekushey Book Fair-2025 held in February over offering reproductive healthcare products, following protests by Islamists groups. Many sex workers were attacked across the country.

Women and children affairs ministry adviser Sharmeen S Murshid could not be reached for comments.

Contacted, the adviser's private secretary, Tareque Mohammad Zakaria, on May 29 asked for sending queries and said that he would respond after talking to the adviser over the queries.

He, however, did not respond to the queries till Saturday.

বণিক বার্তা
সোমবার, জুন ২, ২০২৫



## মানব পাচার বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নেই সরকারের

# একে একে বন্ধ হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমবাজার

বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর অন্তত ১০ লাখ মানুষ বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো আয় দেশের অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তবে বিদেশে জনশক্তি রফতানির সম্ভাবনাময় খাতটি দীর্ঘদিন ধরে মানব পাচার সিন্ডিকেটের অপতৎপরতায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনিয়ম, দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের অভিযোগ এনে প্রায়ই বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়া বন্ধের ঘোষণা দিচ্ছে জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলো। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, গত ১২ বছরে ওমান, বাহরাইন, ইরাক, লিবিয়া, সুদান, মিসর, রোমানিয়া, ব্রুনাই ও মালদ্বীপে বাংলাদেশের শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া সিন্ডিকেট বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশী কর্মী নেয়া বন্ধ করেছে প্রায় এক বছর। সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রমবাজার আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ না হলেও গত বছর জুলাই থেকেই ভিসা ইস্যু বন্ধ করে দিয়েছে দেশটি। এদিকে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মানব পাচারের মতো অপরাধের মাত্রা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বিদেশে উন্নততর জীবনযাপনের প্রত্যাশায় থাকা অভিবাসনপ্রত্যাশীরা দালালের খপ্পরে পড়ছেন নিয়মিত। চলতি বছরের শুরুর দিকে গ্লোবাল অর্গানাইজড ক্রাইম ইনডেক্সের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, দেশে মানব পাচারই সবচেয়ে বড় আন্তঃসীমান্ত অপরাধ। অনেক ক্ষেত্রে পাচারকারীরা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জিম্মি করে পরিবারের কাছ থেকে আদায় করে মোটা অংকের টাকা। এ অর্থ দিতে না পারলে তাদের ওপর চালানো হয় নির্মম নির্যাতন। কাউকে কাউকে মেরেও ফেলা হয়। আবার বাংলাদেশ থেকে নৌপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় পাচার হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের বড় একটি অংশকে এখন বিভিন্ন শিল্পে শ্রমদাস হিসেবে বা রেড লাইট এরিয়ায় বিক্রি করে দেয়ার ঘটনা ঘটছে অনেক। আবার মানব পাচার ও অবৈধ অভিবাসনের প্রভাব পড়েছে বৈধ অভিবাসীদের ওপরও। তাদের অনেকেও দালালদের প্রতারণার কারণে গন্তব্যে পৌঁছে কাজ পাননি।

অভিবাসনপ্রত্যাশী, অভিবাসী ও দেশের অভিবাসন খাতের এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও সরকারের কার্যকর উদ্যোগ না থাকাটা হতাশাজনক। তবে মানব পাচার রোধের মতো গুরুতর অপরাধ উপেক্ষা করে যাওয়ার বিষয়টি নানা সময় ক্ষমতায় থাকা সব সরকারের মধ্যেই দেখা গেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মানব পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে খোদ সেই সরকারি দলের নেতাকর্মী, এমপি-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ বিদেশে গ্রেফতার হয়ে জেলও খেটেছেন। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের মুখে এ সরকারের পতন ও নতুন করে দায়িত্ব নেয়া অন্তর্বর্তী সরকারকে ঘিরে স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল মানব পাচার রোধে দৃশ্যমান কিছু উদ্যোগ দেখা যাবে। যদিও সেটি হয়নি। মানব পাচার চক্র এখনো সক্রিয় রয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি বর্তমান সরকার। এক্ষেত্রে আইনের যেমন প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়নি, তেমনি বিদ্যমান মামলাগুলোর বিচার প্রক্রিয়ায় তেমন কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের তথ্যের ভিত্তিতে বণিক বার্তার প্রতিবেদন জানাচ্ছে, ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মানব পাচারের অভিযোগে মামলা হয়েছে মোট ৪ হাজার ৫৪৬টি। আসামি করা হয়েছে ১৯ হাজার ২৮০ জনকে। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে সাজা হয়েছে কেবল ১৫৭ জনের। এর মধ্যে ২৪ জনের যাবজ্জীবন ও ১৩৩ জনকে দেয়া হয়েছে অন্যান্য মেয়াদে সাজা। অর্থাৎ ১ শতাংশেরও কম বিচারের আওতায় এসেছে। এসব মামলায় গুরুতর অভিযোগ থাকলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কোনো নজির নেই। এর বিপরীতে গত ছয় বছরে মানব পাচারের মামলায় খালাস পেয়েছে ৩ হাজার ১৪১ জন। সবচেয়ে বেশি আসামি খালাস পেয়েছে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন উইংয়ের কাছে মানব পাচার রোধে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বণিক বার্তার কাছে সুস্পষ্ট করে কোনো কিছু জানাতে চায়নি। যদিও সরকারের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনেকের দাবি, মানব পাচার কিংবা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার সবসময় সোচ্চার। এ বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযানও পরিচালনা করছে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বিএমইটিতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অভিযান চালিয়েছে। অভিযানকারী কর্মকর্তাদের ভাষ্য, বিএমইটির কিছু অসাধু কর্মকর্তা ও বিভিন্ন এজেন্সির বিরুদ্ধে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে নারীদের বিদেশে পাচার করার অভিযোগে এ অভিযান চালানো হয়।

প্রশ্ন জাগে, দায়িত্ব নেয়ার ১০ মাস অতিবাহিত হতে চলেছে অন্তর্বর্তী সরকারের। যেখানে মানব পাচারসংক্রান্ত বিচারিক কার্যক্রমের গতি একেবারেই শ্লথ, আইনের কার্যকর প্রয়োগ নেই, সেখানে এ অভিযান কার্যক্রম কতটা কার্যকর হবে। তাছাড়া বিশেষজ্ঞরাও বলে আসছেন, মানব পাচার নিয়ে বিগত সময়ে বিপুলসংখ্যক মামলা হলেও সেগুলোর বিপরীতে সাজাপ্রাপ্তির হার নগণ্য। বরং অভিযোগের ভিত্তিতে যাদের গ্রেফতার করা হয়, পরবর্তী সময়ে তারা জামিন নিয়ে পুনরায় সে কাজই অব্যাহত রাখে। বছরের পর বছর ধরে বিচারহীনতার সংস্কৃতি অভিবাসন খাতকে ঝুঁকিতে ফেলছে। এ প্রশ্নও জাগে, মানব পাচারের কাজে জড়িত সিন্ডিকেট ও দালাল চক্রের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। সেগুলো কেনইবা দৃশ্যমান নয় বা সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে মানব পাচার রোধে নেয়া উদ্যোগের বিষয়ে সুস্পষ্ট উত্তর নেই কেন?

মানব পাচার রোধে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ না থাকায় দিন দিন এর সঙ্গে জড়িত সিন্ডিকেট চক্র ও দালালদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। এতে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জীবন যেমন ঝুঁকির মুখে পড়ছে, তেমনি বিশ্বের শ্রমবাজার ক্ষতিগ্রস্ত ও দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। মানব পাচারের মতো একটি গুরুতর অপরাধ দমনে সরকারের পক্ষ থেকে কেন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না তা বোধগম্য নয়। এতে স্বাভাবিকভাবে দেশের শ্রমশক্তি রফতানি খাত আরো অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। সরকারের উচিত এ খাতে বিশেষ মনোযোগ দেয়া। মানব পাচার ও অবৈধ অভিবাসন রোধ করে সরকারের বিদেশী শ্রমবাজার ধরে রাখায় সচেষ্ট হতে হবে। কারণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বড় উৎস প্রবাসী আয়, যা দেশের রিজার্ভ ও ডলার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারের পাশাপাশি জনশক্তি রফতানি খাতের প্রতি সরকারের নীতিনির্ধারকদেরও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

বৈশ্বিক অভিবাসীর উৎস তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। কর্মসংস্থানের জন্য প্রতি বছর বিদেশে পাড়ি দেন গড়ে অন্তত ১০ লাখ মানুষ। এ মানুষগুলোর জীবনের নিরাপত্তা দেয়া সরকারের দায়িত্ব। দালাল চক্র যেন অবৈধ পথে কর্মী পাঠানো, মানব পাচারের মতো অপরাধ করতে না পারে সেজন্য সজাগ থাকতে হবে। সিন্ডিকেট, রিক্রুটিং এজেন্সি, দালাল—মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত সবার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন। যাতে ভবিষ্যতে মানব পাচারের নতুন কোনো সক্রিয় দল না তৈরি হয়। পাশাপাশি মানব পাচারের যেসব রুট তৈরি হয়েছে, সেসব রুট বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এসব রুটে তদারকি জোরদার করতে হবে। তবে মানব পাচার রোধে অভিবাসনপ্রত্যাশীদেরও সচেতন হওয়া জরুরি। মাদক নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ প্রতিরোধে কাজ করা জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনওডিসি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রথম জাতীয় মানব পাচারবিষয়ক গবেষণায় দেখা যায়, মানব পাচারের শিকার মানুষের বেশির ভাগই অত্যন্ত গরিব ও জীবিকার তাগিদে অবৈধ পথে পা দেয়। তাছাড়া বৈধভাবে বিদেশে গমনের ব্যয় তুলনামূলক বেশি। এসব মানুষের অসহায়ত্বকে মূলত কাজে লাগায় মানব পাচারকারীরা। এমন প্রেক্ষাপটে সরকারিভাবে ও বৈধ পথে কীভাবে জনশক্তি রফতানি করা যায় সে বিষয়ে সরকারকে ভাবতে হবে এবং নীতি প্রণয়ন করতে হবে। বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন, যে হারে মানব পাচার ও অবৈধ অভিবাসন ঘিরে বিদেশী শ্রমবাজার বন্ধ হচ্ছে, তাতে জনশক্তি রফতানি খাত মুখ থুবড়ে পড়ার বড় ধরনের ঝুঁকি রয়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS Monday • June 2, 2025

# Job prospects, well-being of migrant workers

The International Labour Organization (ILO)'s recently released World Employment and Social Outlook (WESO) report portrays a rather grim picture about the state of youth employment in Bangladesh. This is more so, as according to the outgoing country director of ILO, Bangladesh, who said, 'Global contraction of jobs is of grave concern, especially for Bangladesh which is undergoing political, economic, social and climatic transitions and sends over a million workers abroad'.

In this connection, going by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)'s recently published Quarterly Labour Force data, in the second quarter of fiscal FY25, Bangladesh's unemployment rose to 4.63 per cent. The reason is, it says, the number of people unable to get a job was growing. So, the prospect for Bangladeshi workers to get overseas jobs looks less promising seeing that the ILO in its global employment forecast for 2025 projected the creation of only 53 million jobs which is 7.0 million fewer than 60 million forecasted earlier. Against this backdrop of declining trend in overseas job prospects for Bangladeshi workers, according to a news report, Japan, a highly industrialized Asian country, is going to recruit 100,000 workers from Bangladesh in the next five years is undoubtedly heartwarming.

In this connection, two Memoranda of Understanding (MoUs)are learnt to have been signed with Bangladesh's Bureau of Manpower Employment and Training (BMET), a department under the Ministry of Manpower Development and Social Welfare. The organizations that signed the MoUs with BMET are Kaikom Dream Street (KDS) BD Co, Ltd.---a Japan-Bangladesh joint venture company. The second MoU, on the other hand, was signed between BMET and Japan's National Business Support Combined Cooperatives (NBCC), a Japanese federation representing some 65 companies and the Japan Bangla Bridge Recruiting Agency (JBBRA). Obviously, the private initiatives are recogised both by the governments of Japan and Bangladesh regarding Bangladeshi workers' recruitment in Japan. The importance of these events lies in the fact that unlike in the case of Western job markets, Bangladeshi job-seekers are not unwelcome due to restrictive immigration policy. Neither are they (Bangladeshi workers) endangering their lives at the hands of the illicit human traffickers.

The findings of a survey held some months back in Japan reveal that 57 per cent of the 3,500 companies which were interviewed, admitted that they hired foreign workers as they (Japanese companies) believed foreign workers could perform equally or even better than Japanese workers. In fact, this is a big shift in Japanese employers' mindset since in the past, the foreign workers who arrived in Japan on 'technical interim' visas got low-paid jobs. But the attitude has changed for the better over the years, thanks to Japan's declining population. The Japanese population including foreign nationals fell by 550,000 to 123.8 million in 2024. This marked the straight 14th year of decline in that country's population. In 2022, for instance, Japan's working age population (between 15 and 64 years of age) shrank by 296,000 to 74.2 million.

It is further projected that by 2060, the working age population would further decline to 47.95 million in Japan. Similarly, the labour force is projected to contract by 24 per cent or 16.1 million by 2050. Such a demographic regression in an advanced industrial nation is only expected. All industrially advanced nations are facing similar demographic crises. But when in Europe and North America, some politicians are whipping up anti-immigrant prejudice and obstructing entry of foreign workers, Japan has adopted the policy of welcoming them. However, unlike the job markets in the Gulf Arab states where most of Bangladesh's unskilled labour force has been traditionally destined, the Japanese labour market has practically no place for unskilled, or semi-skilled workers. Another barrier is the language. But the good news is that the Japanese companies willing to take Bangladeshi workers have come forward in this regard. The KDS that signed a MoU with BMET, for instance, will set up a specialised training cell at the Monohardi Technical Training Centre (MTTC). This facility will be under the Japan's Technical Training Program (TTIP) and Specified Skilled Workers (SSO) Initiative and operate by the name of Dream Street Business Training Center (DSBTC). The other MoU signed with NBCC and JBBRA, as noted in the foregoing, on a model training centre, styled, Bhalo Chakri Training Centre, will be set up under the TTIP and SSWO programmes.

What is very interesting to note in this connection is that that different representatives of the Japanese industrial groups including the chairman of NBCC, Mikio Kasagayama, and the director of the Shizuoka Workplace Development Cooperative, Mitsuru Matsuhita, have openly expressed their choice about the skilled, young workers from Bangladesh.

This is a clear message from the Japanese corporate world that Japan, unlike other rich nations, industrialised or otherwise, will not be an apathetic or even hostile workplace for Bangladeshi workers. Given its aging population, the country is going to import an increasing number of foreign workers in the coming days. In that case, the government should expand the skills training facilities and Japanese language courses. Being a labour-surplus nation, Bangladesh should make the most of this opportunity.

While celebrating the widening prospects for job opportunities for our workers in Japan or any other overseas destinations, the government should not lose sight of the fact that the Bangladeshi expatriate workers are not mere hard currency earning machines. Their and their families' well-being should also be of equal concern, especially for the Bangladeshi diplomatic missions in the host countries. A recent report by the Refugee and Migratory Movement Research Unit (RMMRU), an organization working for better governance and services in the migration sector, came up with some shocking statistics about the deaths of expatriate workers abroad. It says, 31 per cent of these migrant workers die unnatural deaths in their host countries. Of these deaths, 16 per cent reportedly die in accidents, while 15 per cent commit suicide. But some 48 per cent of the families and relatives of the dead migrant workers have no faith in the death certificates issued by the authorities concerned of the host countries. Analysing the RMMRU report, a discussion event on the issue last week in the city, pointed out that the average age of the accident and suicide victims is 37 years. In some cases, the deaths are caused under dubious circumstances. No further post-mortem examinations are done in Bangladesh after the dead migrant workers' arrive in Bangladesh, though some corpses show marks of injury. Since challenging death certificates of the victim workers issued by the host government might be a sensitive issue, the World Health Organization (WHO)'s involvement and its guidance need to be ensured in this case.

In sum, of all the concerns often expressed about the expatriate workers and their status, the ones about their personal well-being should take centre stage.

*sfalim.ds@gmail.com*

THE BUSINESS STANDARD
TUESDAY 03.06.2025

# Budget measures to benefit RMG industry: BGMEA

BUDGET - BANGLADESH

**TBS REPORT**

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has applauded the government announcement to keep the source tax on exports and corporate tax for industries unchanged in the proposed budget for the fiscal year 2025-26.

The current budget is particularly significant for the ready-made garment (RMG) sector, which faces immense pressure from local and international challenges, including recent US retaliatory tariffs, India's cancelled transhipment, high bank interest rates, rising wages, and frequent increases in gas and electricity prices, the BGMEA said in a press release after the budget proposals presented by Finance Adviser Salehuddin Ahmed yesterday.

In a positive development for industry, the budget outlines plans to reduce the overall cost of electricity generation by 10% to gradually decrease subsidies in the power sector, said the BGMEA. Furthermore, a decision has been made not to raise electricity prices shortly to control inflation, which the BGMEA deems a highly beneficial step for industries, it said.

The association said that with Bangladesh set to graduate from LDC status in 2026, the RMG industry, contributing 84% to exports, anticipates even greater challenges. In this context, the BGMEA had submitted several budget proposals aimed at addressing current issues and maintaining the industry's competitive edge post-graduation, it said.

The BGMEA also welcomed proposals for a Tk125 crore fund for women entrepreneurs, Tk200 crore for research to leverage blue economy potential, Tk100 crore to combat climate change risks, and another Tk100 crore special fund to create young entrepreneurs.

NEW AGE
MONDAY, JUNE 2, 2025,

# 4,242 factories clear festival allowances

**Staff Correspondent**

SO FAR, a total of 4,242 factory units of various industrial hubs and export processing zones have paid their festival allowances as of Sunday ahead of Eid-ul-Azha, one of the biggest festivals for the Muslims, according to the Industrial Police data.

The IP data also stated that about 43.81 per cent factories have already cleared festival allowances to the workers so far, where 5,441 factories of total 9,683 units yet to pay festival allowances.

Moreover, according to the industrial police data, so far 849 factory units cleared their wages for the month of May.

Meanwhile, according to the Bangladesh Labour Act, wages must be paid within 7 working days after the end of the wage period.

As the Eid-ul-Azha is scheduled to be celebrated on June 7, maximum industrial would be closed around June 3-5.

Lion portion factory units of the readymade garment sector, the highest export earner of the country, already cleared the festival allowances, according to the monitoring report of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.

Earlier, on May 24, industrial police said that the payment of wages and festival allowances for the workers in 198 readymade garment factories remains uncertain ahead of Eid-ul-Azha.

Talking to New Age, Babul Akhter, General secretary of the Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation, said that they expect all the factory units must clear their full wages for May and festival allowances by June 3.

Wellness retreats

'Moreover, we also demand all the factory units must go on Eid holidays on June 5, so that the workers can travel their Eid journey safely and comfortably,' he added.

Earlier, on May 19, Home Affairs Adviser Lt General (Retd) Jahangir Alam instructed the manufacturers to clear the workers' May wages and festival allowances ahead of Eid-ul-Azha between June 1 and 3.

He also urged the factory owners to accept the workers' and warned that law enforcement agencies will take action if any attempt is made to block roads or disrupt public movement over irrational demands.

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৩ জুন ২০২৫,

# শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের অর্থেও বসেছে কর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কোম্পানির মুনাফার ক্ষুদ্র অংশ তিনটি তহবিলের মাধ্যমে শ্রমিকদের পাওয়ার সুযোগ আছে। সেই তহবিলের অর্থের ওপরও এবার ১০ শতাংশ কর বসিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।

অর্থ উপদেষ্টা তাঁর আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট বক্তব্যে বলেন, অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে কোনো সুবিধাভোগীকে অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ১০ শতাংশ হারে কর কর্তন করবেন। অর্থাৎ একজন শ্রমিক কোনো একটি তহবিল থেকে এক লাখ টাকা উত্তোলন করতে গেলে এখন পাবেন ৯০ হাজার টাকা। বাকি ১০ হাজার টাকা কর বাবদ সরকারের কোষাগারে জমা দিতে হবে।

কোম্পানির নিট মুনাফার ৫ শতাংশ অর্থ ৮০: ১০: ১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর মধ্যে অংশগ্রহণ তহবিল থেকে শ্রমিক-কর্মচারীরা সরাসরি অর্থ সহায়তা পান। কল্যাণ তহবিল কোম্পানির ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ফাউন্ডেশন থেকে বিভিন্ন খাতের শ্রমিকেরা চিকিৎসা ও তাঁদের সন্তানেরা শিক্ষা অনুদান পেয়ে থাকেন।

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের অর্থের ওপর কর বসানো দ্বৈত করারোপ বলে উল্লেখ করেন শ্রম আইনবিশেষজ্ঞ জাফরুল হাসান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, কর দেওয়ার পর কোম্পানি কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে অর্থ দিয়ে থাকে। এ ছাড়া শ্রম আইনে এসব তহবিলের অর্থ আয়করমুক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে। তারপরও নতুন করে এ ধরনের তহবিলে করারোপ করা হয়েছে। এতে শ্রমিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাঁদের প্রয়োজন মিটবে না।

এদিকে শ্রমিকের পাওনার ওপর করের প্রস্তাব রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বাজেট থেকে শ্রমিকদের কোনো টাকা দেওয়া হয় না। শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বলেও কিছু নেই। ফলে শ্রমিকের তহবিলের ওপর করের প্রস্তাব করা গর্হিত অপরাধ। কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে নিজের ক্যানসার কিংবা জটিল রোগের চিকিৎসা, শিশুর চিকিৎসার জন্য সহায়তা পান শ্রমিকেরা। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাছ থেকে রাষ্ট্র কর নিতে পারে না। তাই বাজেট পাসের আগে এ বিধান বাতিল করতে হবে।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। বুধবার। ৪ জুন ২০২৫

১১ মাসে আয় বেড়েছে ১০%

রপ্তানি আয় বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাছাকাছি

চলতি অর্থবছরের ১১ মাসেই রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪,৪৯৪ কোটি ডলার

বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৫ হাজার কোটি ডলার

# সংকট সত্ত্বেও রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইতিবাচক ধারায় রয়েছে দেশের রপ্তানি আয়। চলতি অর্থবছরের ১১ মাসে সামগ্রিকভাবে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ শতাংশ। গতকাল মঙ্গলবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত তথ্যে এই চিত্র উঠে এসেছে। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরে দেশের রপ্তানি খাত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তৈরি পোশাকের পাশাপাশি উদীয়মান খাতগুলোর প্রবৃদ্ধি ভবিষ্যৎ বৈচিত্র্যময় সম্ভাবনাকে জোরালো করছে।

ইপিবির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১১ মাসেই (জুলাই-মে) রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে চার হাজার ৪৯৪ কোটি ডলার, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মোট চার হাজার ৪৪৬ কোটি ডলারের চেয়ে বেশি। চলতি অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ হাজার কোটি ডলার।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, শুধু মে মাসেই দেশের রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৭৩ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৪৫ শতাংশ বেশি। গত বছরের মে মাসে রপ্তানি আয় ছিল ৪২৫ কোটি ডলার।

বরাবরের মতো এবারও দেশের শীর্ষ রপ্তানি আয়ের খাত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বড় অবদান রেখেছে। এই খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.২৫ শতাংশ। এই খাত থেকে ১১ মাসে আয় দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ৬৫৫ কোটি ডলার, যেখানে আগের বছরের একই সময়ে আয় ছিল তিন হাজার ৩১৭ কোটি ডলার।

এর মধ্যে ওভেন পোশাকের রপ্তানি ৯.৩০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে এক হাজার ৬৯৪ কোটি ডলার, আর নিটওয়্যার পোশাকের রপ্তানি ১০.৯৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৯৬২ কোটি ডলার।

এ ছাড়া অন্যান্য রপ্তানি খাতের মধ্যে যেসব পণ্যে রপ্তানি আয় বেড়েছে সেগুলোর মধ্যে কৃষিপণ্যে ৩.১৭ শতাংশ বেড়ে আয় হয়েছে ৯২ কোটি ৮০ ডলার। হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ রপ্তানিতে আয় বেড়েছে ১৭.৫৩ শতাংশ। এ সময় আয় হয়েছে ৪১ কোটি ডলার। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে আয় বেড়েছে ১২.৫৫ শতাংশ। আর আয় হয়েছে ১০০ কোটি ডলার।

চামড়ার তৈরি জুতা রপ্তানি থেকে আয় ৬২ কোটি ডলার। আয় বেড়েছে ২৮.৯৬ শতাংশ। নন-লেদার ফুটওয়্যার থেকে ৩০.২৫ শতাংশ আয় বেড়ে আয় হয়েছে ৪৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার। প্লাস্টিক পণ্যে আয় বেড়েছে ১৮.৬২ শতাংশ। বেড়ে আয় হয় ২৭ কোটি ডলার।

ওষুধশিল্পে আয় ১৯ কোটি ৭০ লাখ ডলার। এ সময় আয় বেড়েছে ৫.২৫ শতাংশ। হোম টেক্সটাইলে আয় বেড়েছে ৪.৭৮ শতাংশ। আর আয় ৮২ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এ সময় পাট ও পাটজাত পণ্যে আয় কমেছে ৪.৭৭ শতাংশ। এই খাতে আয় হয়েছে ৭৬ কোটি ৯০ লাখ ডলার। চামড়াজাত অন্যান্য পণ্যে আয় ৩.৩৯ শতাংশ কমে হয়েছে ৩১ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

The Daily Star THURSDAY JUNE 12, 2025

# Despite progress, world still had 138m child labourers in 2024: ILO

AFP, *United Nations*

Nearly 138 million children were still working in the world's fields and factories in 2024, the United Nations said yesterday, warning that given the slow pace of progress, eliminating child labor could be delayed by "hundreds of years."

Ten years ago, upon adopting the so-called Sustainable Development Goals, the world's countries set themselves the ambitious target of putting an end to child labor by 2025.

"That timeline has now come to an end. But child labor has not," Unicef and the International Labor Organization (ILO) said in a joint report.

Last year 137.6 million children ages 5-17 were working, or

approximately 7.8 percent of all children in that age group, according to data published every four years. The figure is equivalent to twice the total population of France.

This nevertheless represents a drop since 2000, when 246 million children were forced to work, often to help their impoverished families.

After a worrying rise between 2016 and 2020, the trend has now reversed, with 20 million fewer children working in 2024 than four years prior.

"Significant progress" has been recorded in reducing the number of children forced into labor, Unicef chief Catherine Russell said.

"Yet far too many children continue to toil in mines, factories or fields, often doing hazardous work to survive."

According to the report, nearly 40 percent of the 138 million child laborers were employed in 2024 doing particularly hazardous work "likely to jeopardize their health, safety, or development."

যুগান্তর | রোববার ১৫ জুন ২০২৫ | ১ আষাঢ় ১৪৩২

## লোকবল সংকট ও বরাদ্দ স্বল্পতা

# রেলের তিন কারখানায় উৎপাদন তলানিতে

শিপন হাবীব

বাংলাদেশ রেলওয়ের পাহাড়তলী, সৈয়দপুর ও পার্বতীপুর কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানায় উৎপাদন তলানিতে ঠেকছে। ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ লোকবল স্বল্পতা নিয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এ তিনটি কারখানা। নেই দক্ষ শ্রমিক। চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দও দেওয়া হয় না। ফলে কারখানাগুলোতে উৎপাদন নেই। ইঞ্জিন-কোচ তৈরি তো দূরের কথা, এসব মেরামতেও চরম ধীরগতি চলছে। স্তূপ হচ্ছে মেরামতে পাঠানো কোচ-ইঞ্জিনসহ নানা যন্ত্রাংশ। তবে কারখানাগুলো ঘিরে দুর্নীতিরও শেষ নেই। বছরের পর বছর ধরে অভিযোগ, যন্ত্রাংশ কেনাকাটা থেকে শুরু করে ফিটিংয়ে এসব কারখানায় চরম অনিয়ম হয়ে আসছে।

লোকবল ... পরিকল্প... হ... —রেলও...

এ প্রসঙ্গে রেলওয়ে উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান যুগান্তরকে বলেন, রেলের কারখানাগুলোর দক্ষতা বাড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই। শুধু আমদানির দিকেই নজর দিলে হবে না। নিজেদের দক্ষতা দেখাতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে হবে। আমরা কারখানাগুলোকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে চাচ্ছি। লোকবল বাড়িয়ে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদানেও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কেউ অনিয়ম করে পার পাবে না।

... বাড়ানোর ... না নেওয়া ... য়েছে ... য় উপদেষ্টা

রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা যায়, গত ১৫ বছরে ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮৯ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে রেলপথ নির্মাণ ও কেনাকাটায়। অভিযোগ ও দুদক সূত্রের খবর, এসব প্রকল্পে চরম দুর্নীতি-অনিয়ম হয়েছে। সাবেক রেলপথমন্ত্রীসহ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকে মামলা হয়েছে। এতে হাজার কোটি টাকা লুটপাটের প্রমাণও মিলেছে।

সম্প্রতি পাহাড়তলী রেলওয়ে কারখানায় সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, ৩৫ একর জমিতে গড়ে উঠা এ কারখানায় স্বাধীনতার আগে-পরে প্রায় ৬ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। মেরামতের জন্য পাঠানো কোনো কোচ-ইঞ্জিন নির্ধারিত সময়ের আগেই ঠিক করা হতো। ওই সময় দক্ষ শ্রমিক আর পর্যাপ্ত যন্ত্রাংশ মজুত থাকত। অ্যাসেম্বলির মাধ্যমে নতুন কোচ তৈরি করা হতো। বর্তমানে দক্ষ শ্রমিক নেই বললেই চলে। প্রায় ৯৫ শতাংশ দক্ষ শ্রমিক অবসরে চলে গেছেন। ২২৫৫ শ্রমিকের স্থলে আছেন ৮৯০ জন। এদের মধ্যে প্রায় শতাধিক পিআরএলে রয়েছেন। লোকবলের অভাবে মূল্যবান যন্ত্রাংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। প্রায় ৭৮ বছরের পুরোনো কারখানাটিতে এখন নামমাত্র উৎপাদন-মেরামতের কাজ হচ্ছে। কারখানাটিতে ১ম শ্রেণির ১৭ জন কর্মকর্তার স্থলে রয়েছে ৬ জন। ২য় শ্রেণির ১১৭ জনের স্থলে আছে মাত্র ১২ জন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির গড়ে ২৫ শতাংশ শ্রমিক আছে।

এক শ্রমিক যুগান্তরকে বলেন, আমি ২০২৫ সালের শেষের দিকে অবসরে চলে যাব। এ কারখানার জন্য মায়া হয়। বিশাল এ কারখানায় উৎপাদন প্রায় শূন্য। শুধু দুই ঈদের আগে শ্রমিকদের কর্মতৎপরতা চোখে পড়ে। কিছু কোচে রং দেওয়া ও মেরামত কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। আমরা মালামাল না পেলে কী উৎপাদন করব। দক্ষ শ্রমিক না থাকায় সংস্কার কাজে ফিটিং (প্রতিস্থাপন) যথাযথ হয় না। এতে কোচ ও ইঞ্জিনে লাগানো যন্ত্রাংশ কিছু দিন না যেতেই নষ্ট হয়ে পড়ে। অপর এক শ্রমিক বলেন, এক সময় এ কারখানায় দিন-রাত ঢালাইয়ের কাজ চলত। ঢালাই করে হুবহু বিদেশি যন্ত্রাংশ তৈরি করা হতো। এতে অর্থ যেমন বেঁচে যেত, নষ্ট হওয়া ট্রেনগুলোও দ্রুত সময়ের মধ্যে মেরামত করা যেত। এখানে প্রায় শতাধিক যন্ত্রাংশ তৈরি হতো, যা এখন অতীত।

ওয়াগন শপে গিয়ে দেখা যায়, সারি সারি তেলবাহী ও মালামালবাহী ওয়াগন পড়ে আছে। ওয়াগন মেরামত ও সচল করতে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ও অভিজ্ঞ মিস্ত্রির প্রয়োজন হয়। কিন্তু এর সংকট এখন চরমে। প্রায় ৫০০ বিশাল মেশিনের চার ভাগের তিন ভাগের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেছে।

পাহাড়তলী কারখানার ক্যারেজ ও ওয়াগন মেরামত কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক মো. মিজানুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, আমাদের বরাদ্দ খুব কম। তাছাড়া লোকবল সংকট দিন দিন চরমে উঠছে। এক সময় বছরে শতাধিক ক্যারেজ-ওয়াগন মেরামত করা সম্ভব হতো। দ্রুত লোকবল নিয়োগ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ক্রয়, নতুন যন্ত্রাংশ স্থাপন না হলে কারখানার পরিস্থিতি খুবই খারাপ হবে।

একই দশা সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানারও। প্রায় ৩ হাজার জনবলের স্থলে রয়েছে মাত্র ৭০০ জন। কারখানায় নেই পর্যাপ্ত বরাদ্দ, মেশিন পরিচালনায় নেই দক্ষ শ্রমিক। মাসে অন্তত ৯০টি কোচ মেরামতের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ৩০টিও সম্ভব হচ্ছে না। ১৮৭০ সালে স্থাপিত এ কারখানাটি ১১০ দশমিক ২৯ একর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। ২৭টি শপে (উপকারখানা) ৭৪০টি মেশিন পরিচালনায় নেই প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক। নেই পর্যাপ্ত বরাদ্দও। এতে চাহিদা ও সময়মতো কাঁচামাল সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে না। বেশিরভাগ সময়ই মালপত্র কেনার দরপত্রে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা হয়। ফলে কোচ ও ওয়াগন মেরামতের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সময়মতো আসে না। ক্যারেজ শপে ৩৯৫টি পদের বিপরীতে কাজ করছেন মাত্র ৮০ জন। এতে গুরুত্বপূর্ণ মেইনটেন্যান্সে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

পার্বতীপুরে কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানাও প্রায় ৭৩ শতাংশ লোকবল কম নিয়ে চলছে। ৬ বছর পরপর রেলওয়েতে সংযুক্ত প্রতিটি ইঞ্জিনের ভারী মেরামত এবং দুর্ঘটনাকবলিত, ত্রুটিযুক্ত ইঞ্জিনের বিশেষ মেরামতের মাধ্যমে পুনরায় চলাচলের উপযোগী করে রেল বহরে যুক্ত করতে কাজ করা হয় এ কারখানায়। কিন্তু দক্ষ জনবলের অভাবে ইঞ্জিন মেরামতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।

এ কারখানায় যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্টোরসহ ১১টি বিভাগ রয়েছে। এসব বিভাগে জনবল প্রয়োজন ৭১০ জন। কর্মরত আছেন মাত্র ২৫০ জনের মতো। কারখানার মূল যান্ত্রিক বিভাগে ৫৪৫ মঞ্জুরির বিপরীতে আছে ২০০ জনের কম। ফিটারে ৬০ জনের স্থলে ২২ জন, এসএস ফিটারে ৬২ জনের স্থলে ১ জন, এসএস ইলেকট্রিকের ৩০ জনের স্থলে ২ জন, এসএস মেশিনিস্ট ১৪ জনের স্থলে ১ জন, এমএম ড্রাইভার ৮ জনের স্থলে ১ জন আছেন। এসএস পেইন্টার ও কামারশালায় সব পদই শূন্য। ইঞ্জিন মেরামতের লক্ষ্য বছরে ন্যূনতম ৩৫ থেকে ৪০টি থাকলেও বর্তমানে বছরে ১০ থেকে ১২টি করা সম্ভব হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১২ জুন ২০২৫

# চলনবিলে অকালবন্যা শ্রমিকের মজুরি চড়া

## পানিতে ধান কাটতে হিমশিম কৃষক

গুরুদাসপুর (নাটোর) সংবাদদাতা

অকাল বন্যায় প্লাবিত হয়েছে দক্ষিণ চলনবিলের প্রায় কয়েক শ হেক্টর জমির ধান। ধানের খেত পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় বেড়েছে শ্রমিকের দাম। চড়া দামেও সুবিধমতো শ্রমিক মিলছে না। ফলে পানিতে নিমজ্জিত পাকা ধান কাটতে রিতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন এ অঞ্চলের কৃষক।

চলনবিলের বুক চিরে বয়ে যাওয়া আত্রাই, নন্দকুঁজা, বেসানী, গুমানী-বড়াল নদীতে পানি বাড়ায় নিম্নাঞ্চলে কিছু কিছু জায়গা উপচে পানি ঢুকে পড়েছে গুরুদাসপুর, সিংড়া, আত্রাই, তাড়াশ শাহজাদপুর, ভাঙ্গুড়া ও চাটমোহর উপজেলার অন্তত ১৫টি বিলে। বগুড়া ও রাজশাহী আঞ্চলিক কৃষি অফিসের তথ্য বলছে, নাটোরের সিংড়া, গুরুদাসপুর, সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, শাহজাদপুর এবং পাবনার চাটমোহর ও ভাঙ্গুড়ার নিম্নাঞ্চলের কয়েক শ হেক্টর জমির ধান খেতে ৬ ইঞ্চি থেকে দেড় ফিট পর্যন্ত পানি জমেছে। এর মধ্যে শুধু শাহজাদপুর, তাড়াশ, চাটমোহর এবং ভাঙ্গুড়াতেই ১২০ হেক্টর জমির ধান পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

কৃষকরা বলছেন, গুরুদাসপুরের বিলশা, রুহাই, খুবজীপুর, সিংড়ার আয়েশ, বিয়েশ, তাড়াশের মাকরশন, কাটাবাড়ি, শাহজাদপুরের নন্দলালপুর, চাটমোহরের হান্ডিয়াল, সিদ্ধিনগর, দরাপপুর, স্থল, নবীন, পাকপাড়া, নিনাইচড়া ইউনিয়নের দিবগাড়ি, দিয়ালগাড়ি, মিয়াপাড়া, ভাঙ্গুড়া উপজেলার কয়ড়া, টয়রা, বাঁশবাড়িয়া, বাটুল, আদা বাড়িয়া, সাতবাড়িয়া বিলের ধান খেত পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। হাঁটু-কোমর পানি এবং কোথাও গলা পানিতে নেমে, পলিথিনের নৌকা আবার কেউ কেউ ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে এসব জমিতে ধান কাটছেন। তবে কৃষি কর্মকর্তাদের দাবি, বগুড়ায় ৯৮ শতাংশ, নাটোরে ৯৯, সিরাজগঞ্জে ৯৫ ও পাবনায় ৮০ শতাংশ ধান কাটা শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ধান নিয়ে বিপাকে রয়েছেন চাষীরা।

তাড়াশের ধানচাষী আলতাফ হোসেন, ফরিদুলসহ অন্তত ১৫জন কৃষক ইত্তেফাককে জানান, ঈদের আমেজ থাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র শ্রমিক সংকট। চড়া দামেও সুবিধা মতো ধান কাটা শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রমিক সংকটে ধান কাটতে দেরি হওয়ায় ফলন কমার শঙ্কা করছেন অনেকে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১৪ জুন ২০২৫,

# বাজেট কি চাপা পড়ে গেল?

রাজেকুজ্জামান রতন

দুর্নীতি আর দুর্বিনীত শাসক জনগণের ক্ষোভ শুধু বাড়িয়ে তোলেনি, মানুষের মনে এই প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিল যে, শাসক পরিবর্তনের ফলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথ রচনা শুরু হবে। দেশ গণতন্ত্রের পথে হাঁটবে, টাকা পাচার বন্ধ হবে, শ্রমিক-কৃষকের আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলেও তাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করবে পরবর্তী সরকার

লেখক
রাজনৈতিক সংগঠক
ও কলাম লেখক
rratan.spb@gmail.com

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনাপ্রবাহে সম্ভবত চাপা পড়ে গেল এবারের বাজেট। কিন্তু আলোচনায় চাপা পড়লেও বাজেটের প্রভাবে সারা বছর মানুষ চাপেই থাকবে, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। একটু পুরনো বিষয় হলেও (!) বাজেটের আলোচনার আগে দেখে নেওয়া যাক, দেশের সামগ্রিক অর্থপ্রবাহের একটা ছোট অংশ, যা দিয়ে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্চের শেষে দেশের ৬১টি ব্যাংকের ১১ হাজার ৩৬২টি শাখায় মোট গ্রাহক হিসাব ১৬ কোটি ৫৭ লাখ ৬ হাজার ৮২১টি। গত বছরের ডিসেম্বরে এই সংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৩২ লাখ ৪৭ হাজার ৫৩২। অর্থাৎ ৩ মাসে গ্রাহক হিসাব বেড়েছে ২৪ লাখ ৫৯ হাজার ২৮৯টি। অন্যদিকে মার্চের শেষে ব্যাংকগুলোতে গ্রাহকের মোট ঋণ হিসাব ছিল ১ কোটি ৩৪ লাখ ৪৩ হাজার ২৩১টি। গত ডিসেম্বর শেষে গ্রাহকের ঋণ হিসাবের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২৯ লাখ ২৭ হাজার ৮১০। এর মানে ৩ মাসে ঋণ হিসাব বেড়েছে ৫ লাখ ১৫ হাজার ৪২১টি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মার্চের শেষে ব্যাংক খাতে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৯ লাখ ২৩ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা, যা ডিসেম্বরে ছিল ১৮ লাখ ৮৩ হাজার ৭১১ কোটি টাকা। সেই হিসাবে ৩ মাসে আমানত বেড়েছে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। তাতে মার্চের শেষে ব্যাংকে গ্রাহকের মাথাপিছু আমানতের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ১৬ হাজার ৭৯ টাকা, যা ডিসেম্বরে ছিল ১ লাখ ১৫ হাজার ৩৯০ টাকা। অর্থাৎ ৩ মাসে গ্রাহকের মাথাপিছু আমানত বেড়েছে ৬৮৯ টাকা। মার্চে ব্যাংকে গ্রাহকদের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৬৩ টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে, মার্চের শেষে ব্যাংক খাতে মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৭ লাখ ১২ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা, যা গত বছরের ডিসেম্বরে ছিল ১৬ লাখ ৮২ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা। ৩ মাসে ঋণ বেড়েছে ২৯ হাজার ৭৪০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঋণ হিসাবধারীর সংখ্যা। ১৬ কোটি আমানতকারীর বিপরীতে সোয়া ১ কোটি হিসাবে সব ঋণ পুঞ্জীভূত হয়েছে। অর্থাৎ অধিকসংখ্যক মানুষ ব্যাংকে নানা অঙ্কের অর্থ জমা করছেন। সে তুলনায় অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে সব ঋণ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। ঋণ বিতরণের ব্যবস্থাতেও বৈষম্য প্রকট। এ রকম পরিস্থিতিতে অর্থ উপদেষ্টা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য মোট ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছেন। সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট ৫ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা বা জিডিপির ৯ শতাংশ রাজস্ব আয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে ৪ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য উৎস থেকে ৬৫ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপির ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ঘাটতির মধ্যে ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস এবং ১ লাখ ১ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস থেকে সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারের ব্যয়ের খাতের মধ্যে এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাবদ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। বেতন-ভাতা বাবদ বরাদ্দ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। ঋণের সুদ ব্যয় ১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ ও সার বাবদ ভর্তুকি দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা। অর্থনৈতিক এই হিসাব-নিকাশ বুঝতে অসুবিধা হলেও এর প্রভাব অর্থনীতিতে কি পড়বে তা সাধারণ মানুষ জীবন দিয়েই বুঝবেন। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কোনো অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার বিষয় নয়, এর প্রভাব বাজারে পড়ে এবং সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাজেট বক্তৃতায় অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে একটি উন্নত সমাজ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে আমরা যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছি, তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য কার্বনভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ। যার মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন হবে এ দেশের মানুষের জীবনমানের এবং মুক্তি মিলবে বৈষম্যের দুষ্টচক্র থেকে।' তিনি বলেন, 'যে স্বপ্নকে ধারণ করে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ভিত রচিত হয়েছিল, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা একটি সুন্দর, বাসযোগ্য আবাসস্থল রেখে যেতে চাই, জনগণের জীবনযাত্রায় নিয়ে আসতে চাই এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ঢেউ। আমরা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবারের বাজেট সাজানোর চেষ্টা করেছি।' কিন্তু বাজেটে আশার রেখা এত ক্ষীণ যে, তার ওপর ভরসা করা কঠিন। প্রথমত রাষ্ট্রের আয়ের উৎসগুলো আগের মতোই আছে। এ কথা সবাই জানে, রাষ্ট্রের আয়ের কতকগুলো উৎস আছে। নাগরিকদের কাছ থেকে নানাভাবে কর আদায় করাই রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়– প্রত্যক্ষ কর, পরোক্ষ কর ও করবহির্ভূত আয়। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আছে ব্যক্তিশ্রেণির আয়কর, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর কর (করপোরেট কর), দান কর, উত্তরাধিকার কর, যানবাহন কর, মাদক শুল্ক, ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। আর পরোক্ষ কর হচ্ছে আমদানি কর, আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), সম্পূরক শুল্ক– এ রকম নানা ধরনের কর। কর ছাড়া আরও আয় আছে। যেমন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের লাভ, সুদ, সাধারণ প্রশাসন থেকে আয়; ডাক, তার ও টেলিফোন থেকে আয়; পরিবহন আয়, জরিমানা ও দণ্ড থেকে আয়; ভাড়া, ইজারা, টোল ও লেভি থেকে আয় ইত্যাদি। এসব আয়ের খাতগুলো খুব কি পরিবর্তিত হয়েছে এবারের বাজেটে? বাজেটকে বলা হয় দেশের জনসাধারণের দেওয়া নানা রকম ট্যাক্স বা কর হিসেবে বা পাওয়া যাবে ও করের বাইরে থেকে যা পাওয়া যাবে, এসব মিলিয়ে একটা সম্ভাব্য আয়ের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন ও চলতি (রাজস্ব) খাতে ওই আয় খরচ করার একটি বার্ষিক হিসাব। এখানে দেখতে হবে রাষ্ট্র কার কাছ থেকে আয় করে কাদের জন্য ব্যয় করে। এর মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। বহুল কথিত কালো টাকা সাদা করার নীতি বহাল থাকছে। আয়করের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়নি, সেই সাড়ে তিন লাখ টাকাই থাকছে, কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে বেকারত্ব কমবে– এমন দিশা দেখা যাচ্ছে না, তরুণদের উদ্যোক্তা বানানোর পুরনো কথাই নতুন করে বলা হলো, কিন্তু ১০০ কোটি টাকার স্টার্টআপ ক্যাপিটালে তা কতটুকু গতি পাবে তা আশা জাগানিয়া নয়।

অর্থনীতি নিয়ে যারা ভাবেন তারা বলছেন, দেশ বহুমাত্রিক সংকটের মুখোমুখি। বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, দারিদ্র্যের হার ২০২৪ সালে ২০ দশমিক ৫ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ২২ দশমিক ৯ শতাংশে পৌঁছাবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে স্বল্প ব্যয় (জিডিপির যথাক্রমে ২ শতাংশ ও ২ দশমিক ৩৪ শতাংশ) এবং শিক্ষার দুর্বল ফলাফল ও তরুণদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণ না থাকার হার (জাতীয়ভাবে ৪১ শতাংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৬২ শতাংশ)। ফলে জনসংখ্যার সুফল পাওয়ার কথা বলা হলেও তা অর্জন করার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পথ দেখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে বহুমুখী সমস্যার কারণে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাও কঠিন বলে মনে করছেন তারা। বাজেট এই আশঙ্কা দূর করার কোনো পথরেখা দেখাতে পারেনি এবারও। গ্রামে কাজ নেই শহরে চলে আসছে কর্মক্ষম মানুষেরা। পুঁজি সঞ্চয়নের ফলে দ্রুত নগরায়ণ ঘটছে, কিন্তু শহরগুলো বাসযোগ্য হচ্ছে না। শ্রমবাজারে ২২ লাখ নতুন কর্মপ্রত্যাশী আসছে, কিন্তু কর্মসংস্থান কোথায় এবং কীভাবে? জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, ভয়াবহ পরিস্থিতির লক্ষণ দেখছে মানুষ। আশঙ্কা করা হচ্ছে এর কারণে বাংলাদেশের জিডিপির ৫ থেকে ৭ শতাংশ ক্ষতি হতে পারে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ কী এবং পদক্ষেপ কী তা দেখা গেল না বাজেটে।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা মজুরি চায় মালিকদের কাছে, কিন্তু সরকারের কাছে চায় বাজারদর নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি। রেশন দরে খাদ্য, খাদ্যনিরাপত্তার জন্য কৃষি খাত, ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর উন্নতির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা খাত আর বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প সহায়ক অর্থনীতির প্রত্যাশা এবারের বাজেটেও আশা জাগাল না। গত বছরগুলোর ছায়া থেকে বের হওয়ার জন্য অর্থনীতিতে বাঁকবদল দরকার ছিল। তা যেহেতু ঘটেনি ফলে বাজেট তা করতে সক্ষম হবে– এমন ভরসা কি পাবে জনগণ? করের বোঝা, দাম ও মূল্যস্ফীতি, কাজের সন্ধানে তরুণদের ছোটাছুটি আর ব্যবসায়ীদের নানা সুবিধার যে পুরনো পথ সেই পথ পরিত্যাগের লক্ষণ দেখা গেল না। ফলে তিন শূন্যের কথা শুনেও প্রতিশ্রুতি পূরণের শূন্য দশা থেকে মুক্তি মিলবে– এমন ভরসা বাজেট দেখাতে পারেনি। পরিবর্তনের আশা এবং বৈষম্য মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দুর্নীতি আর দুর্বিনীত শাসক জনগণের ক্ষোভ শুধু বাড়িয়ে তোলেনি, মানুষের মনে এই প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিল যে, শাসক পরিবর্তনের ফলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথ রচনা শুরু হবে। দেশ গণতন্ত্রের পথে হাঁটবে, টাকা পাচার বন্ধ হবে, শ্রমিক-কৃষকের আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলেও তাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করবে পরবর্তী সরকার। দেশের সামর্থ্য অনুযায়ী বাজেট হবে এবং সেই বাজেটে সাধারণ মানুষের প্রতি সরকার তার দায়িত্বের প্রতিফলন ঘটাবে। বাজেট হলো কিন্তু আশার প্রতিফলন কি দেখা গেল?

NEW AGE FRIDAY, JUNE 13, 2025,

# Bangladesh not on track to end child labour by 2025

## *ILO, UNICEF say*

**United News of Bangladesh** · Dhaka

WHILE a new report shows a sharp decline in child labour in the Asia-Pacific region, the situation in Bangladesh is not the same.

The broader child labour rate (detrimental forms of work) remained relatively stable at 4.4 per cent in 2022, up marginally from 4.3 per cent in 2013, indicating that despite significant progress over the past two decades driven by increased school enrolment, Bangladesh is not on track to eliminate child labour by the 2025, according to new estimates released on Thursday by the International Labour Organisation and UNICEF.

Most working children remain in informal employment, often facing long hours and poor working conditions.

This highlights the urgent need for sustained efforts to protect children across the nation, said the report titled 'Child Labour: Global estimates 2024, trends and the road forward'.

'The findings of this global report, alongside our own data in Bangladesh, offer both encouragement and a call to action,' said Rana Flowers, UNICEF representative in Bangladesh.

While they acknowledge the progress in reducing hazardous child labour in Bangladesh, Rana Flowers said adding that the stagnant overall child labour prevalence showed that there was much more to do.

'Strengthening support to families, through a strengthened social protection system, ensuring universal access to quality education, and investing in social services including child protection services are critical. Children belong in schools and at play, not in the workforce, and we must collectively recommit to ensuring their rights are upheld,' she said.

While global efforts have led to a significant reduction in child labour, nearly 138 million children were engaged in child labour in 2024, including around 54 million in hazardous work likely to jeopardise their health, safety or development, according to new estimates.

The report, released one day ahead of the World Day Against Child Labour and on International Day of Play, underscores a stark reality that while gains have been made, millions of children are still being denied their right to learn, play, and simply be children.

While there has been a commendable decline in hazardous child labour, from 3.2 per cent in 2013 to 2.7 per cent in 2022 (representing about 1.07 million children), the overall proportion of working children (ages 5-17) slightly increased from 8.7 per cent to 8.9 per cent during the same period.

Child labour compromises children's education, limiting their rights and their future opportunities, and putting them at risk of physical and mental harm.

It is also a consequence of poverty and lack of access to quality education, pushing families to send their children to work and perpetuating inter-generational cycles of deprivation.

According to the global data, agriculture remains the largest sector for child labour, accounting for 61 per cent of all cases, followed by services (27 per cent), like domestic work and selling goods in markets, and industry (13 per cent), including mining and manufacturing.

On the occasion of the World Day Against Child Labour, Gunjan Dallakoti, officer-in-charge of ILO Bangladesh, highlighted the importance of effectively implementing ILO Conventions, which Bangladesh has ratified, alongside national legal frameworks to eliminate child labour.

Expressing concern over the stagnation of progress in eradicating child labour, he emphasised the urgent need for renewed commitment through a whole-of-society approach.

He stressed that meaningful progress requires coordinated efforts from communities, employers, trade unions, civil society, NGOs and the media.

Reaffirming the ILO's continued support, he underscored that decent work could not exist where child labour persisted and called for collective action to ensure every child enjoys a safe, education-filled childhood.

To accelerate progress, UNICEF and ILO are calling for governments and stakeholders to take urgent steps. They outlined the following:

Invest in adaptive social protection following life-cycle based approach to cover vulnerable households, including through social safety nets such as universal child benefits, so families do not resort to child labour.

Strengthen child protection systems to identify, prevent, and respond to children at risk, especially those facing the worst forms of child labour.

Provide universal access to quality education, especially in rural and crisis-affected areas, so every child can learn.

Ensure decent work and productive economic opportunities for adults and youth, including rights at work and access to resources.

Impose stringent punishment and enforce laws and business accountability to end exploitation and protect children across supply chains.

Since 2000, child labour has almost halved globally, from 246 million to 138 million, yet current rates remain too slow, and the world has fallen short of reaching the 2025 global elimination target.

To end it within the next five years, the current rates of progress would need to be 11 times faster.

A file photo shows a six-year-old boy carrying a stack of potholders in Dhaka. — AFP photo

বৃহস্পতিবার, ১২ জুন ২০২৫,
দেশ রূপান্তর
www.deshrupantor

শ্রম উপদেষ্টা বললেন

## শ্রম অধিকার সুরক্ষায় কাজ করতে চায় বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রম অধিকার সুরক্ষা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নে আইএলওর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ আরও নিবিড়ভাবে কাজ করতে চায় বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। গতকাল বুধবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সদর দপ্তরে ১১৩তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে প্ল্যানারি সেশনের বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

শ্রম উপদেষ্টা বলেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা অধিকাংশই প্রত্যাহার, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ পুনর্গঠন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে শ্রম আইন সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। শিগগিরই শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করা হবে।

এ ছাড়াও শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদারে ১২২ জন নতুন শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইএলও কনভেনশন সি১৫৫, সি১৮৭ এবং সি১৯০ অনুস্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে।

তিনি বলেন, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ন্যায্য বাণিজ্য, অভিবাসন সুবিধা ও কারিগরি বৈষম্য কমানোর ওপর জোর দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। তবে সাম্প্রতিক সময়ে উন্নয়ন সহযোগিতার তহবিল কমায় সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং আইএলওর কাছ থেকে শ্রম সেক্টরের উন্নয়নে আরও কারিগরি সহায়তা আশা করা হচ্ছে।

শ্রম উপদেষ্টা বলেন, 'আইএলওর গভর্নিং বডি ফিলিস্তিনকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সাধুবাদ জানাচ্ছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Friday 13 June 2025

# বিশ্বের ১৩ কোটি ৮০ লাখ শিশু শিশুশ্রমে যুক্ত : প্রতিবেদন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিশুশ্রম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এলেও ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৩ কোটি ৮০ লাখ শিশু বিভিন্ন ধরনের শ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল; যাদের বড় অংশই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। এর মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত রয়েছে, যা তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে।

গতকাল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও ইউনিসেফের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ও আন্তর্জাতিক খেলা দিবস উপলক্ষে 'চাইল্ড লেবার : গ্লোবাল এস্টিমেটস ২০২৪, ট্রেন্ডস অ্যান্ড দ্য রোড ফরওয়ার্ড' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, এখনও লাখ লাখ শিশু শিক্ষা, খেলা ও শুধু শিশু হিসেবে বেড়ে ওঠার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

প্রতিবেদনের তথ্যে দেখা যায়, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শিশুশ্রম কমার চিত্র উঠে এলেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখনও ভিন্ন। ২০১৩ সালে দেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের হার ছিল ৩ দশমিক ২ শতাংশ, ২০২২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২ দশমিক ৭ শতাংশে (প্রায় ১০ লাখ ৭০ হাজার শিশু)।

তবে একই সময়ে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শ্রমে যুক্ত থাকার হার ৮ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়ায়। 'ক্ষতিকর কাজে' যুক্ত বৃহত্তর শিশুশ্রমের হার ২০১৩ সালে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ ছিল, ২০২২ সালে তা বেড়ে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ হয়।

কৃষি খাতে ৬১ শতাংশ, সেবা খাতে (গৃহস্থালি কাজ বা বাজারে পণ্য বিক্রি) ২৭ শতাংশ এবং শিল্প খাতে (খনি ও উৎপাদন শিল্প) ১৩ শতাংশ শিশু শ্রম দিচ্ছে বলে প্রতিবেদনের তথ্যে বলা হয়। সংস্থা দু'টির যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট গত দুই দশকে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়ায় কিছু উন্নতি হয়েছে, তবে বাংলাদেশ এখনও ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সঠিক গতিতে নেই। শ্রমে যুক্ত অধিকাংশ শিশু কাজ করছে অনানুষ্ঠানিক খাতে, যেখানে তারা দীর্ঘ সময় ধরে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই বাস্তবতা পরিবর্তনে বাংলাদেশে জরুরি প্রয়োজন স্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদি এবং টেকসই প্রচেষ্টা।'

**লাখ লাখ শিশু এখনও শিক্ষা, খেলাধুলা এবং শুধু শিশু হিসেবে বেড়ে ওঠার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত**

শিশুশ্রম কমার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে ধীর গতি এবং ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম পুরোপুরি নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে বিশ্ব। ফলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শিশুশ্রম নির্মূল করতে হলে বর্তমানের চেয়ে ১১ গুণ বেশি গতি বাড়াতে হবে, বলা হয় প্রতিবেদনে।

ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে পরিবারগুলোকে সহায়তা প্রদান জোরদার করতে হবে, সব শিশুর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার সার্বজনীন সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে এবং সমাজসেবা, বিশেষ করে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমে আরও বিনিয়োগ করতে হবে। শিশুদের স্থান স্কুল ও খেলার মাঠে, কর্মক্ষেত্রে নয়।' সরকার ও অংশীদারদের প্রতি ইউনিসেফ ও আইএলওর আহ্বান-

অসহায় পরিবারগুলোর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করা, যাতে তাদের শিশুশ্রমের ওপর নির্ভর করতে না হয়। এর মধ্যে সার্বজনীন শিশু ভাতার মতো সামাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা- যাতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চিহ্নিত করা যায়, শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা যায় এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দেয়া যায়।

প্রতিটি শিশুর জন্য মানসম্পন্ন

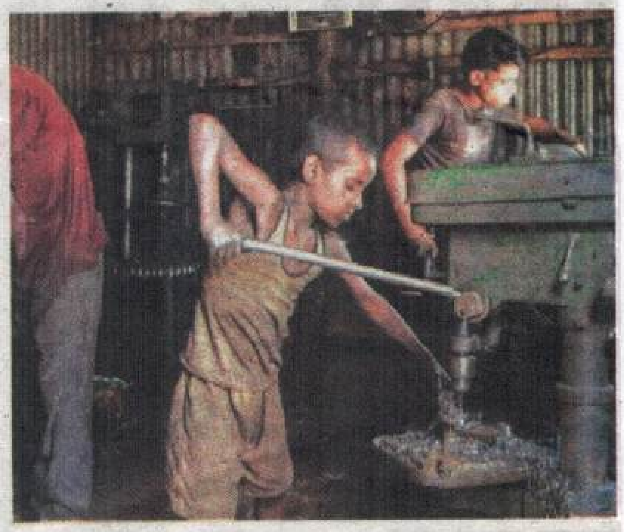

ইউনিসেফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম কমাতে অগ্রগতি থাকলেও সামগ্রিক শিশুশ্রমের হার একই অবস্থায় থাকায়, আরও অনেক কিছু করার ইঙ্গিত দেয় এটি।

তিনি বলেন, 'একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা

শিক্ষা নিশ্চিত করা। প্রাপ্তবয়স্ক ও তরুণদের জন্য সম্মানজনক কাজ ও উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক সুযোগ নিশ্চিত করা। শোষণ বন্ধে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা এবং সাপ্লাই চেইনের সর্বত্র শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে আইন প্রয়োগ ও ব্যবসায়িক জবাবদিহিতা জোরদার করা।

NEW AGE
THURSDAY, JUNE 12, 2025

শোভন কাজ

# RMG export earnings over $6b in Q3

Staff Correspondent

THE net exports of the readymade garment items stood at $6.09 billion in the January-March quarter or third quarter of the current financial year 2024-25, according to the Bangladesh Bank.

The RMG sector's gross earnings were $10.35 billion, according to the BB publication titled 'Quarterly Review on RMG: January-March of FY25'.

The import value of raw materials (raw cotton, synthetic or viscose fibre, synthetic or mixed yarn, cotton yarn, textile fabrics and accessories for garments) stood at $4.25 billion in January-March of FY25.

According to the Bangladesh Bank data, the import value of raw materials accounted for 41.10 per cent of total RMG export earnings.

As a result, the value addition in the RMG exports stood at 58.90 per cent.

However, the net export earnings from the sector witnessed a negative growth of 3.70 per cent from the preceding quarter (October-December of FY25), which was $6.33 billion.

Meanwhile, the net earnings were 3.45 per cent higher than the same quarter of the previous FY24, which was $5.89 billion, said the central bank data.

In Q3 of FY25, the sector's gross earnings also marked a slight decline of 0.19 per cent from the preceding quarter of the same financial year, to $10.35 billion, which was $10.36 billion for the October-December quarter of FY25.

However, this figure represented a 6.34 per cent increase from the same period in the previous FY24, which was $9.73 billion, despite continued global economic uncertainties and fluctuating demand in key export markets.

The value addition also declined by more than 2 percentage points to 58.90 per cent, which was 61.04 per cent in the preceding quarter of FY25 (October-December).

Moreover, value addition also witnessed a decline of nearly 2 percentage points from the same quarter of the previous financial year (January-March FY24), which was 60.55 per cent, according to the central bank data.

During Q3 of FY25, the RMG export made a significant contribution of 8.99 per cent to the country's GDP.

The Bangladesh Bank data also said that the main destinations of Bangladesh's RMG exports were the United States, Germany, the UK, Spain, France, the Netherlands, Italy, Canada, and Belgium during Q3 of FY25, from where Bangladesh earned about 90 per cent of its total earnings from the RMG exports.

According to the quarterly report, the government and the Bangladesh Bank have taken several measures to facilitate the production and export of the RMG sector, including pre-shipment credit, incentives for export expansion, and funds for export green transformation, export facilitation, and export development.

The central bank report also stated that the RMG sector in Bangladesh demonstrated strong resilience and steady growth during Q3 of FY25, driven by increased global demand and production efficiency.

The report expected that the significant performance of the RMG sector would be reaffirmed during the whole FY25, setting a positive outlook for the coming years.

সমকাল
শুক্রবার । ১৩ জুন ২০২৫

# বিশ্বে ১৩ কোটি ৮০ লাখ শিশু শ্রমে যুক্ত

সমকাল প্রতিবেদক

চলতি শতকের শুরুর তুলনায় শিশুশ্রম প্রায় ৫০ শতাংশ কমলেও তা নির্মূলের লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে বিশ্ব। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও জাতিসংঘের শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিক প্রচেষ্টার ফলে শিশুশ্রম উল্লেখযোগ্যভাবে কমলেও ২০২৪ সালে প্রায় ১৩ কোটি ৮০ লাখ শিশু শ্রমে যুক্ত ছিল। এর মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত, যা তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। এ উপলক্ষে গত বুধবার 'চাইল্ড লেবার: গ্লোবাল এস্টিমেটস ২০২৪, ট্রেন্ডস অ্যান্ড দ্য রোড ফরওয়ার্ড' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুশ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জিত হলেও প্রতিবেদনে কঠিন বাস্তবতা উঠে এসেছে। এখনও লাখ লাখ শিশু শিক্ষা, খেলা এবং বেড়ে ওঠার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

প্রতিবেদনে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শিশুশ্রম কমার চিত্র দেখা গেলেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি সে রকম নয়। ২০১৩ সালে যেখানে দেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের হার ছিল ৩ দশমিক ২ শতাংশ, ২০২২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২ দশমিক ৭ শতাংশে (প্রায় ১০ লাখ ৭০ হাজার শিশু)। কিন্তু একই সময়ে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শ্রমে যুক্ত থাকার হার ৮ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৯ শতাংশে। ক্ষতিকর কাজে যুক্ত বৃহত্তর শিশুশ্রমের হার তুলনামূলক স্থিতিশীল। ২০১৩ সালে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে ২০২২ সালে।

জানা যায়, গত দুই দশকে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়ায় কিছু উন্নতি হয়েছে। তবে শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে পৌঁছতে সঠিক গতিতে নেই বাংলাদেশ। শ্রমে যুক্ত অধিকাংশ শিশু কাজ করছে অনানুষ্ঠানিক খাতে। সেখানে তারা দীর্ঘ সময় ধরে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ বাস্তবতা পরিবর্তনে বাংলাদেশে জরুরি প্রয়োজন স্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, এ বৈশ্বিক প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশে পাওয়া তথ্য আমাদের উৎসাহ জোগায়। সংকটের সমাধান করতে উদ্বুদ্ধ করে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হ্রাসে অগ্রগতি আমরা স্বীকার করি। তবে সামগ্রিক শিশুশ্রমের হার একই রকম থাকায় এটি স্পষ্ট, আমাদের আরও অনেক কিছু করার রয়েছে। সব শিশুর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার সর্বজনীন সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। সমাজসেবা, বিশেষ করে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমে আরও বিনিয়োগ করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী তথ্য অনুযায়ী, কৃষি খাত এখনও শিশুশ্রমের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। শিশুশ্রমের ৬১

শতাংশ ঘটে এই খাতে। এর পর রয়েছে সেবা খাত (২৭ শতাংশ), যেমন গৃহস্থালি কাজ বা বাজারে পণ্য বিক্রি। শিল্প খাতে রয়েছে (১৩ শতাংশ) শিশুশ্রম।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসে আইএলও বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুঞ্জন ডালাকোটি জানান, আইএলও কনভেনশন নম্বর ১৩৮ ও ১৮২ বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন করতে হবে।

তিনি বলেন, অর্থপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করতে হলে কমিউনিটি, নিয়োগকর্তা, শ্রমিক সংগঠন, সুশীল সমাজ, এনজিও ও সংবাদমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শিশুশ্রম থাকলে সেখানে যথাযথ শ্রমের পরিবেশ থাকে না। তিনি প্রতিটি শিশুর জন্য নিরাপদ, শিক্ষার সুযোগ-সংবলিত শৈশব নিশ্চিত করার সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

ইউনিসেফ ও আইএলও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সরকার ও অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পাঁচ দফা সুপারিশ করেছে। সুপারিশগুলো হলো– অসহায় পরিবারগুলোর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করতে হবে। এর মধ্যে সর্বজনীন শিশু ভাতার মতো সামাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য সর্বজনীন মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও সংকটাপন্ন এলাকায় প্রাপ্তবয়স্ক ও তরুণদের জন্য সম্মানজনক কাজ ও উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। শোষণ বন্ধে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সরবরাহ শৃঙ্খলার সর্বত্র শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে আইন প্রয়োগ ও ব্যবসায়িক জবাবদিহি জোরদার করতে হবে।

শিশুশ্রম কমার বর্তমান গতি ধীর। ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পূর্ণভাবে নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে বিশ্ব।

# Poverty spending shrinks in new budget

## Economists warn of 'mistimed retreat' amid soaring inflation, sluggish growth

**JAHIDUL ISLAM**

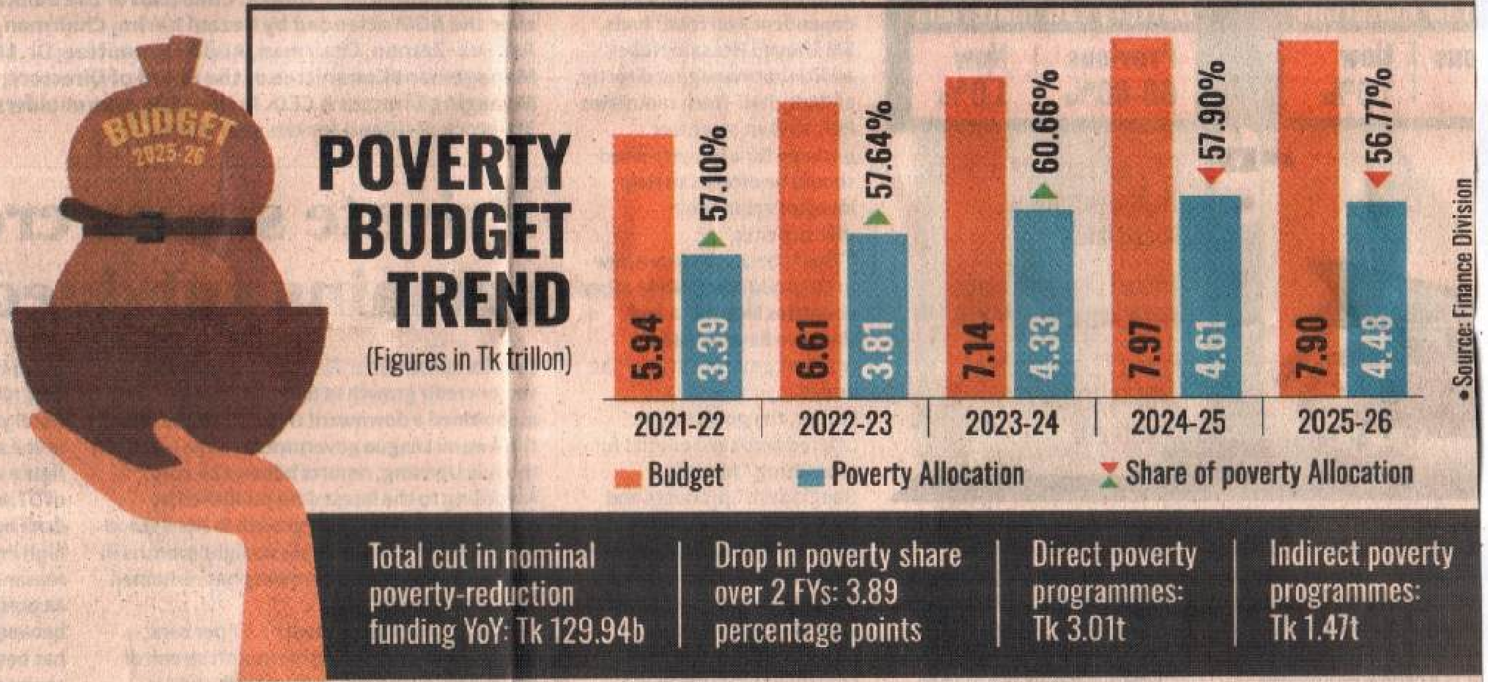


Despite mounting economic pressures on low-income households, the government has slashed the allocation for poverty reduction in the proposed national budget for FY2025-26, raising concerns among economists and development experts about the direction of fiscal priorities.

The proposed budget earmarks Tk 4.48 trillion for poverty reduction, down from Tk 4.61 trillion in the original budget for the outgoing fiscal year.

As a share of the total budget, poverty-focused spending has decreased from 57.9 per cent to 56.77 per cent, according to a Finance Division summary titled "Poverty Reducing Expenditure."

In absolute terms, this marks a nominal cut of Tk 129.94 billion in poverty-related allocations within a single fiscal year. The decline in budget share amounts to 1.13 percentage point year-on-year.

A longer-term view shows an even more concerning trend. The revised budget for FY 2023-24 allocated Tk 4.33 trillion-60.66 per cent of the total outlay-for poverty reduction. Over just two years, the share of poverty-related spending has dropped by 3.89 percentage points, signaling what many see as a waning policy emphasis on poverty alleviation.

Economists warn that this shift comes at a particularly vulnerable time. With persistently high inflation, weak investment, and a slow recovery in employment, lower-income groups are under increasing stress.

Yet the new budget appears to reduce, rather than strengthen, the fiscal support aimed at them.

"It is disappointing that the announced budget, unveiled amid high inflation and a slowdown in investment and employment, has reduced rather than increased support for the poor-falling short of the rising demand for expanded benefits to protect vulnerable populations," said Dr Mustafa K. Mujeri, former Director General of the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

He expressed concern that much of the allocation may not reach its intended beneficiaries due to inefficiencies in targeting and implementation.

He emphasised the need for greater direct support for the poor through social safety nets, such as cash transfers and subsidised food distribution.

The national budget for FY 2025-26, proposed by Finance Advisor Dr Salehuddin Ahmed on June 2, includes Tk 3.01 trillion in direct poverty reduction spending, or 38.10 per cent of the total budget, and Tk 1.47 trillion (18.66 per cent) in indirect spending with potential poverty alleviation impact.

This marks a decline from last year's original budget, where direct and indirect poverty reduction shares stood at 38.88 per cent and 19.02 per cent respectively.

According to the Finance Division, Tk 2.84 trillion-or 53.06 per cent of the Tk 5.35 trillion operating budget-is considered poverty-reducing expenditure. An additional Tk 1.63 trillion, or 66.46 per cent of the Tk 2.46 trillion development budget, is similarly classified.

Budget documents reveal that the Ministry of Food will receive the largest poverty-focused share of its allocation, 98.01 per cent, followed by the Bridges Division (94.04 per cent) and the Statistics and Informatics Division (90.44 per cent).

Other high-ranking ministries include the Ministry of Disaster Management and Relief (88.43 per cent), Ministry of Railways (87.66 per cent), and Ministry of Primary and Mass Education (87.22 per cent).

On the other end of the spectrum, several government institutions show negligible or no poverty-focused allocations. The President's Office and the Office of the Comptroller and Auditor General received zero per cent, while the National Parliament received just 0.25 per cent.

Other low-ranking agencies include the Supreme Court of Bangladesh, Economic Relations Division, and the Anti-Corruption Commission.

Dr Selim Raihan, Professor of Economics at Dhaka University and Executive Director of the South Asian Network on Economic Modeling (SANEM), was more critical of the classification itself. "Who is this report being made to satisfy?" he asked, calling the poverty-reduction label "arbitrary and ad hoc."

He argued that only well-targeted social protection programmes can be considered direct poverty reduction, while broader development investments-though important-should not be lumped together without clear methodological justification.

Raihan also pointed out that economic growth in recent years has not translated into proportionate income growth, and poverty levels have not declined as expected.

He warned that unless poverty spending is restructured and better targeted, the budget risks failing the very people it claims to support.

*jahid.rn@gmail.com*

thefinancialexpress.com.bd
Thursday • June 12, 2025

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 12 June 2025

# শেষ হলো ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা: রুপালি ইলিশের সন্ধানে সমুদ্রে জেলেরা

সরকারি নিষেধাজ্ঞা শেষ, সমুদ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে জেলেরা —সংবাদ

প্রতিনিধি, কুয়াকাটা (পটুয়াখালী)

ইলিশের প্রজনন ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারের ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে হয়েছে গতকাল মধ্যরাতে। ইতোমধ্যেই সমুদ্রযাত্রার সব প্রস্তুতি রাখা উপকূলের জেলেদের অনেকেই ভাসিয়েছেন তাদের নৌকা। আর বাকিরাও গুছিয়ে নিচ্ছেন শেষ মুহূর্তের দরকারি টুকিটাকি।

দীর্ঘ দুইমাস পরে ফের সমুদ্রে মাছ ধরতে নামছেন তারা। নীল জলরাশির বুকে এবার তারা পাড়ি দিচ্ছেন এক বুক স্বপ্ন, কিছুটা শঙ্কা আর অনেকটা প্রত্যাশা নিয়ে।

আলীপুর ও মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রজুড়ে ফিরে এসেছে কর্মচাঞ্চল্য। ট্রলার পরিষ্কার, জাল সেলাই, ইঞ্জিন মেরামত, বরফ ও খাদ্য মজুতে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন হাজারো জেলে। এক কথায় সবধরনের প্রস্তুতি আছে তাদের।

জানা গেছে, ইলিশসহ সামুদ্রিক মাছের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিনের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আসছিল সরকার। তবে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে সময়ের অসামঞ্জস্যতা এবং জেলেদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবার সময় পরিবর্তন করে ১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত ৫৮ দিন নির্ধারণ করা হয়।

এই সময়ে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কোস্টগার্ড, নৌপুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করেছে। আইন ভঙ্গকারীদের জেল ও জরিমানাও দেয়া হয়েছে। জেলেসহ মৎস্য সংশ্লিষ্টদের আশা এবার সমুদ্রে ধরা পড়বে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ।

তবে নিষেধাজ্ঞার সময় অনেক প্রকৃত জেলে সরকারি প্রণোদনার চাল পাননি বলে জানিয়েছেন। এছাড়া যারা পেয়েছেন তারাও জানিয়েছেন প্রণোদনা বাড়ানোর দাবি।

আলীপুর বন্দরের জেলে ইউনুস মিয়া বলেন, 'আমি ২৩ বছর ধরে সমুদ্রে যাই। কিন্তু এখনও সরকারি প্রণোদনার তালিকায় আমার নাম নেই। বরং দেখেছি, যারা জেলে নয় তারাও চাল পেয়েছে। আমরা চাই প্রকৃত জেলেদের তালিকাভুক্ত করা হোক।'

জেলে কাদের পহলান বলেন, '৫৮ দিন ধরে ধারদেনা করে চলেছি। সরকার যে চাল দিয়েছে, তা দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব হয়নি। এখন সমুদ্রে নেমেও যদি ইলিশ না পাই, তাহলে বিপদ আরও বাড়বে।'

মন্নান নামে আরেক জেলে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'আমরা সরকারের নিষেধাজ্ঞা সঠিকভাবে পালন করেছি। এখন সমুদ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি। আশা করছি, এবার কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ইলিশ ধরা পড়বে।'

মহিপুর মৎস্য আড়তদার মালিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাজু আহমেদ রাজা মিয়া বলেন, 'জেলেরা সঠিকভাবে সরকারের নিষেধাজ্ঞা পালন করেছে। আশা করছি, মাছের সরবরাহ বাড়বে। এতে বাজারে ইলিশসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের

➤ পৃষ্ঠা ১১ : ক : ৩

তিনি অবগত নন। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, নিষেধাজ্ঞার শেষ মুহূর্তে হয়তো চুরি করেই তারা সাগরে গিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহার মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলেও তিনি তা রিসিভ করেননি। তাই তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

প্রথম আলো • বুধবার, ১১ জুন ২০২৫,

# কোরবানির চামড়ায় দাম এবারও কম

## লোকসানে ছোট ব্যবসায়ী

প্রথম দিকে কিছুটা বেশি দামে চামড়া কেনাবেচা হলেও পরে দাম পড়ে যায়। দাম না পেয়ে চামড়া ফেলে দেওয়া ও মাটিতে পুঁতে ফেলার ঘটনা ঘটেছে।

চামড়া সংরক্ষণের জন্য লবণ দিয়ে রাখছেন শ্রমিকেরা। রোববার পুরান ঢাকার পোস্তায়। প্রথম আলো

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

কোরবানির গরুর লবণযুক্ত চামড়ার প্রতি বর্গফুটের দাম গতবারের চেয়ে এবার ৫ টাকা বাড়িয়ে ৬০-৬৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে সেই দরে চামড়া বিক্রি হচ্ছে না। শনিবার ঈদুল আজহার দিনে গত বছরের কাছাকাছি দরে গরুর চামড়া বিক্রি হয়েছে। আর ছাগলের চামড়া কেনায় কোনো আগ্রহ দেখাননি ব্যবসায়ীরা।

রাজধানীর মোহাম্মদপুর, সায়েন্স ল্যাব ও লালবাগের পোস্তায় শনিবার লবণ ছাড়া বড় ও মাঝারি গরুর কাঁচা চামড়া ৭০০ থেকে সর্বোচ্চ ৯০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আকারে ছোট ও মান কিছুটা খারাপ এমন চামড়া ৬০০-৬৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। ঢাকার বাইরে দাম ছিল আরও কম। এতে মৌসুমি ব্যবসায়ীদের অনেকে লোকসানের মুখে পড়েন। দাম না পেয়ে চামড়া ফেলে দেওয়া ও মাটিতে পুঁতে ফেলার ঘটনা ঘটেছে।

চামড়ার আড়তদার ও ট্যানারি ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্রথম দিকে গতবারের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে চামড়া কেনাবেচা হলেও পরে দাম পড়ে যায়। অন্যদিকে মৌসুমি ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দাম তো বাড়েনি, উল্টো অধিকাংশ ক্ষেত্রে গতবারের চেয়েও কম মিলেছে।

ঈদের পরদিন রোববার সন্ধ্যায় পোস্তা পরিদর্শন করে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন সাংবাদিকদের বলেন, 'সরকারের বেঁধে দেওয়া দামেই বিক্রি হচ্ছে কোরবানির পশুর চামড়া। আমরা যে চামড়ার দাম নির্ধারণ করেছিলাম, সেটি ছিল লবণসহ দাম। ৭০০-৮০০ টাকা, যেটা বিক্রি হচ্ছে সেটি লবণ ছাড়া। বহু বছর ধরে যে দামে বিক্রি হতো, এই দাম তার থেকে বেশি।'

মৌসুমি ব্যবসায়ীরা চামড়ার দাম পাচ্ছেন না—এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অসত্য। অসত্য এ জন্য, কিছু মৌসুমি ব্যবসায়ী যাঁদের চামড়া সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা চামড়া নিয়ে আধা পচা করে ফেলছে।'

গত ২৬ মে কোরবানি পশুর লবণযুক্ত চামড়ার দর নির্ধারণ করে দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ঢাকায় গরুর প্রতি বর্গফুট চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয় ৬০-৬৫ টাকা, যা গত বছর ছিল ৫৫-৬০ টাকা। ঢাকার বাইরের গরুর প্রতি বর্গফুট চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৫-৬০ টাকা, যা গত বছর ছিল ৫০-৫৫ টাকা। এ ছাড়া খাসির লবণযুক্ত চামড়া প্রতি বর্গফুট ২২-২৭ টাকা এবং বকরির চামড়া ২০-২২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

### ঢাকায় চামড়ার কেনাবেচা

ঈদের দিন দুপুরের পর থেকে রাজধানীসহ আশপাশের এলাকা থেকে পোস্তায় কাঁচা চামড়া আসতে শুরু করে। মৌসুমি ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি মাদ্রাসা ও এতিমখানার প্রতিনিধিরা ট্রাক, ভ্যান ও রিকশায় করে কাঁচা চামড়া নিয়ে আসেন। আড়তদারেরা সেই চামড়া দরদাম করে কেনেন। কেনার পর আড়তে সেই চামড়ায় লবণ দিয়ে সংরক্ষণের কাজটি করেন শ্রমিকেরা।

চামড়া কেনায় তদারকি করছিলেন সুমন অ্যান্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী মো. শরীফ। তিনি জানান, প্রতি পিস গরুর চামড়া ৬৫০-৮০০ টাকায় কিনছেন। তাঁর ভাষ্য, একেকটি চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে লবণ ও শ্রমিকের মজুরি বাবদ খরচ পড়ে যাবে ৩৫০-৪০০ টাকা। বাজার মন্দা, সে জন্য গতবারের চেয়ে কিছুটা কমে কিনছেন।

সাধারণত বড় আকারের গরুর চামড়া ৩১-৪০ বর্গফুট, মাঝারি আকারের গরুর চামড়া ২১-৩০ এবং ছোট আকারের গরুর চামড়া ১৬-২০ বর্গফুটের হয়। নির্ধারিত দাম অনুযায়ী, ঢাকায় মাঝারি আকারের গরুর ২৫ বর্গফুটের একটি লবণযুক্ত চামড়ার দাম হওয়ার কথা ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৬২৫ টাকা। লবণ ও চামড়ার পেছনে প্রতি চামড়ায় খরচ ৩০০-৩৫০ টাকা।

জানতে চাইলে পুরান ঢাকার পোস্তা এলাকায় কাঁচা চামড়ার আড়তদারদের সংগঠন বিএইচএসএমএর সভাপতি মঞ্জুরুল হাসান বলেন, সরকার নির্ধারিত দরে ট্যানারিগুলো আড়তদারদের কাছ থেকে চামড়া কিনবে। তবে তারা চামড়া কেনার সময় ২০-৩০ শতাংশ বাদ দেয়। আবার ২০ বর্গফুটের নিচে চামড়া কেনে না তারা। ফলে সব মিলিয়ে চামড়া কিনতে হয় আড়তদারদের।

### ঢাকার বাইরে দাম কম

চট্টগ্রামে দাম না পেয়ে নগরের বিভিন্ন রাস্তায় কোরবানির চামড়া ফেলে চলে যান কয়েক শ মৌসুমি ব্যবসায়ী। মাটিতে পুঁতে ফেলার ঘটনাও ঘটে। রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১০ টন চামড়া অপসারণ করেন সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা।

দাম না পাওয়ায় আড়তদারদের ওপর দায় চাপিয়েছেন মৌসুমি বিক্রেতারা। তাঁরা বলেন, আড়তদার ও বড় চামড়া ব্যবসায়ীরা যোগসাজশে দাম ধসিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে পথে বসেছেন শতাধিক ছোট ব্যবসায়ী।

জানতে চাইলে বৃহত্তর চট্টগ্রাম কাঁচা চামড়া আড়তদার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাহবুবুল আলম বলেন, অনেকেই বেশি দামে বিক্রি করতে চাওয়ায় ক্রেতা পাননি। আবার অনেকে দেরিতে চামড়া এনেছেন। এর মধ্যে চামড়া পচে যাওয়ায় কেউ কেনেননি। তবে তাঁরা শুরুতে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় চামড়া কিনেছেন। আবার ২০০ টাকায়ও কিনেছেন।

### চামড়ার দাম বাড়বে কীভাবে

রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে চামড়াশিল্পকে দূষণমুক্ত পরিকল্পিত শিল্পনগরে স্থানান্তরের জন্য ২০০৩ সালে একটি প্রকল্প নেয় সরকার। ২১ বছরেও এই চামড়াশিল্প নগরকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা যায়নি। সাভারের হেমায়েতপুরের ২০০ একর জমিতে গড়ে ওঠা এই চামড়াশিল্প নগরের সিইটিপি (কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার) পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ায় পাশের ধলেশ্বরী নদী দূষণের শিকার হচ্ছে।

চামড়া খাতের ব্যবসায়ীরা বলছেন, হেমায়েতপুরের চামড়াশিল্প নগরের দূষণ বন্ধ না হওয়ায় ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি বাংলাদেশি চামড়া কিনছে না। ফলে বাংলাদেশি চামড়ার বড় ক্রেতা বর্তমানে চীন। তারা চামড়ার মূল্য কম দেয়।

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) নির্বাহী পরিচালক মো. আবু ইউসুফ বলেন, কোরবানির ঈদে একসঙ্গে প্রচুর চামড়া সরবরাহ হয়। যথাযথভাবে চামড়া সংরক্ষণ না করার কারণে মূল্য পান না অধিকাংশ ব্যবসায়ী। অন্যদিকে চামড়াশিল্পকে এখনো দূষণমুক্ত করা যায়নি। হেমায়েতপুরের চামড়াশিল্প নগরকে পরিবেশবান্ধব করা গেলে বছরে ১০-১২ বিলিয়ন ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব। সেটি হলে কোরবানির চামড়ার দাম এমনিতেই বেড়ে যেত।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন প্রথম আলোর **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *চট্টগ্রাম*]

যুগান্তর | বুধবার ১১ জুন ২০২৫
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা কুরবানির পশুর চামড়া ট্রাক থেকে রাজধানীর পোস্তায় নামানো হচ্ছে যুগান্তর

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব

# কাঁচা চামড়া ২০ শতাংশ কম সংগ্রহের শঙ্কা

বিশেষ প্রতিনিধি

**বেঁধে দেওয়া মূল্য কার্যকর হয়নি—মৌসুমি ব্যবসায়ী**

**নির্ধারিত মূল্যেই বেচাকেনা হয়েছে—বাণিজ্য উপদেষ্টা**

এ বছর দুই কারণে ২০ শতাংশ কুরবানির পশুর চামড়া কম সংগ্রহের শঙ্কা রয়েছে। এর একটি অর্থনৈতিক সংকট ও দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। মৌসুমি বিনিয়োগকারী হিসাবে বিত্তশালীদের কাছ থেকে অর্থের জোগান আসত চামড়ার বাজারে। তারল্য সংকট কাটাতে ব্যাংকের সোর্সের বাইরে অর্থসংস্থানের বিকল্প লিংক হিসাবে মৌসুমি বিনিয়োগ কাজ করত। কিন্তু এবার এ ধরনের পরিবার থেকে বিনিয়োগ আসেনি। কারণ এদের অনেকেই পালিয়ে গিয়ে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এর প্রভাব কুরবানিতে পড়েছে। কাঁচা চামড়ার বাজারে অর্থের প্রভাবও গত বছরের তুলনায় ছিল কম। এছাড়া সার্বিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাবও এসে পড়ছে কুরবানির পশু কেনাবেচায় ও পশুর কাঁচা চামড়ার বাণিজ্যে।

ট্যানারি শিল্পে এ বছর চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৮০ থেকে ৯০ লাখ পিস। বাংলাদেশ হাইড অ্যান্ড স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে ৭০ লাখ পিস চামড়া সংগ্রহ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী পশু কুরবানি কম হওয়ায় লক্ষ্যপূরণ না হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যানুসারে, এ বছর কুরবানির পশুর চাহিদা ছিল ১ কোটি ৩ লাখ ৮০ হাজার। সেখানে গরু-ছাগলসহ কুরবানির জন্য প্রস্তুত ছিল প্রায় ১ কোটি ২৪ লাখ ৪৭ হাজার পশু। কিন্তু চাহিদা কমে যাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম পশু জবাই হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে—এ বছর হাটগুলোতে পর্যাপ্ত কুরবানির পশু উঠলেও সেটি ছিল গত বছরের তুলনায় কম। রাজধানীর পুরান ঢাকার রহমতগঞ্জ মাঠের হাট ইজারাদার টিপু সুলতান যুগান্তরকে জানান, দেড় হাজার গরু কম উঠেছে গত বছরের তুলনায়। মূলত নানা কারণে কুরবানি কিছুটা কম হওয়ায় কাঁচা চামড়ার হিসাবটি কিছুটা

হেরফের হয়েছে। জানা গেছে, কুরবানির গরুর লবণযুক্ত চামড়ার প্রতি বর্গফুটের দাম গতবারের চেয়ে এবার ৫ টাকা বাড়িয়ে ৬৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সেই দরে চামড়া বিক্রি হয়নি। ঈদের দিন রাজধানীর মোহাম্মদপুর, সায়েন্সল্যাব এলাকা ঘুরে দেখা যায়, লবণ ছাড়া বড় ও মাঝারি গরুর কাঁচা চামড়া ৭০০ থেকে সর্বোচ্চ ৯০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আর যেসব গরুর চামড়া আকারে তুলনামূলক ছোট ও মান কিছুটা খারাপ, সেগুলো ৬০০-৬৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। পুরান ঢাকার লালবাগের পোস্তার আড়তগুলো কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের অন্যতম বড় জায়গা। সেখানে বড় ও মাঝারি আকারের গরুর কাঁচা চামড়া সর্বোচ্চ ৭০০-৯০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। গত বছরও প্রায় একই রকম দাম ছিল। তবে ঢাকার বাইরে দাম আরও কম। গত কয়েক বছরের মতো এবারও মৌসুমি ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, চামড়া বিক্রি করে ন্যায্যমূল্য মেলেনি। কেউ কেউ বলেছেন, গতবারের চেয়েও দাম কম। আর ছাগলের চামড়া কেনায় আগ্রহ কম ছিল ব্যবসায়ীদের। যদিও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের দাবি, বেঁধে দেওয়া দামেই পশুর চামড়া বেচাকেনা হয়েছে। মৌসুমি ব্যবসায়ীরা চামড়ার দাম পাচ্ছেন না এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেছেন এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্য, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসত্য। অসত্য এজন্য যে কিছু মৌসুমি ব্যবসায়ী যাদের চামড়া সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তারা চামড়া নিয়ে আধা পচা করে ফেলেছেন। আধা পচা চামড়া সাতশ-আটশ টাকায় বিক্রি হলে তো এটা অনেক বেশি। আর যেটা ভালো চামড়া সেটি বারো থেকে তেরোশ টাকায় বিক্রি হয়েছে। উপদেষ্টা আরও বলেন, আশা করছি লবণযুক্ত চামড়ার দাম আরও বাড়বে। আমরা চামড়া সংরক্ষণের সক্ষমতা তৈরি করেছি, যার মাধ্যমে দুই থেকে তিন মাস চামড়া ধরে রাখতে (সংরক্ষণ) পারবেন। ধরে রেখে উপযুক্ত দাম না পাওয়া পর্যন্ত বিক্রি না করার আহ্বান জানান তিনি।

শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, সরকার চামড়া শিল্পের সক্ষমতা বাড়াতে চায়। চামড়া যেন নষ্ট না হয় এজন্য ট্যানারিতে কাঁচা চামড়া ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এ বছর দেরিতে লবণ দেওয়ার কারণে কুরবানির পশুর চামড়ায় কাঙ্ক্ষিত দাম অনেকেই পাননি। ট্যানারিতে চামড়া সংগ্রহ নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এবার সাভারের বিসিক শিল্প নগরী ট্যানারিতে তিন লাখ ৭৮ হাজার কুরবানির পশুর চামড়া এসেছে। ঢাকাসহ সারা দেশে আরও সাত লাখ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি চামড়া রয়েছে। সেগুলো আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ট্যানারির কারখানাতে ঢুকবে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ হাইড অ্যান্ড স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিএইচএসএমই) মহাসচিব টিপু সুলতান যুগান্তরকে জানান, আমাদের কাঁচা চামড়া সংগ্রহের টার্গেট ছিল ৮০ থেকে ৯০ লাখ পিস। সেখানে ৭০ লাখ পিস সংগ্রহ হয়েছে। তিনি বলেন, অনেক ধনী ব্যক্তি এখন পলাতক। প্রতিবছর কুরবানি ও পশুর চামড়ার বাণিজ্যের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত থাকলেও এ বছর তাদের থাকা সম্ভব হয়নি। যে কারণে আমার ধারণা সার্বিক হিসাবে কমপক্ষে ২০ শতাংশ কাঁচা চামড়া সংগ্রহ কম হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সরকার বিনামূল্য এ বছর ৩০ হাজার টন লবণ মাদ্রাসা ও এতিমখানায় দিয়েছে কুরবানির চামড়া সংরক্ষণের জন্য। সর্বশেষ হিসাবে খুলনা বিভাগের মাদ্রাসা ও এতিমখানায় এক লাখ ১৯ হাজার ১১২ পিস গরুর চামড়া ও ২ লাখ ৭ হাজার ৬৮২ পিস ছাগলের চামড়া লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগে গরুর চামড়া ৭ লাখ ৪৫৪ পিস এবং ছাগলের চামড়া ৭৪ হাজার ৩২০ পিস, রংপুরে গরু ও মহিষের চামড়া সংগ্রহ করা হয়েছে এক লাখ ৮৩ হাজার পিস ও ছাগলের ৫১ হাজার পিস। একইভাবে বরিশাল বিভাগে মাদ্রাসা ও এতিমখানায় গরুর চামড়া সংগ্রহ করা হয়েছে ৭২ হাজার ২০৯ পিস ও ছাগলের প্রায় ৭ হাজার পিস। সিলেটে সংরক্ষণ করা হয়েছে ২ লাখ ৯ হাজার ৩৪৫ পিস। এর মধ্যে গরুর চামড়া ১ লাখ ৮৭ হাজার ৩৪৫ পিস ও ছাগলের ২২ হাজার পিস এবং রাজশাহী বিভাগে গরু, ছাগল মিলে মোট ২ লাখ ৮৭ হাজার পিস সংরক্ষণ করা আছে। যার মধ্যে গরুর চামড়ার সংখ্যা ১ লাখ ৭৬ হাজার পিস।

মাদ্রাসা ও এতিমখানা ছাড়াও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় কাঁচা চামড়া লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। কারণ ঈদের দিন থেকে পরবর্তী ১০ দিন বিভিন্ন জেলার চামড়া ঢাকা প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আছে। সেটি উঠে যাওয়ার পর বিক্রির উদ্দেশ্যে ঢাকায় আনা হবে। আবার ঢাকার বড় পাইকারি বাজার পোস্তার ব্যবসায়ীরাও লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করেছেন কুরবানির চামড়া। কয়েক দিন পর হাট খোলা হলে ট্যানারি মালিকরা এসব চামড়া কিনতে নামবেন।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 15.06.2025

# Why 10 economic zones, including BGMEA's garment park, were cancelled

ECONOMIC ZONES – BANGLADESH

JAHIR RAYHAN

Licences of 10 proposed economic zones (EZs), including BGMEA's garment industrial park in Munshiganj, were revoked by the Bangladesh Economic Zones Authority (Beza) in April.

Beza, under the Yunus-led interim government, has opted to focus on completing just 10 zones instead of nearly 100 planned by the previous government. Canceling 10 EZs, it hinted that the development of the remaining ones would be left to the next elected government.

Although no specific reasons were cited during the cancellation announcement, conversations with Beza officials and stakeholders involved in these zones revealed several causes, such as the unwillingness of applicants to move forward, failure to submit required documents and a lack of environmental clearance from the environment ministry.

The decision was made during Beza's 8th governing board meeting held on 13 April in Dhaka, chaired by board president and Chief Adviser Muhammad Yunus.

At a press conference after the meeting, Beza Executive Chairman Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun said, "The board, under the leadership of the chief adviser, decided to cancel the licences of these 10 zones. We do not believe these economic zones are necessary, which is why their licences have been revoked."

The list of cancelled EZs includes five government zones and five private zones. The cancelled government zones are: Sonadia Eco Tourism Park in Cox's Bazar, Sundarban Tourism in Bagerhat, Gajaria Economic Zone in Munshiganj, Shreepur Economic Zone in Gazipur, and Mymensingh Economic Zone in Ishwarganj, Mymensingh.

The cancelled private zones are: Garment Industrial Park proposed by BGMEA in Munshiganj, Chatak Economic Zone in Sunamganj, Famkam Economic Zone in Bagerhat, City Special Economic Zone in Dhaka and Sonargaon Economic Zone in Narayanganj.

### Why BGMEA's EZ was cancelled

The proposed Garment Industrial Park in Munshiganj was planned on 470 acres of land, where the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) intended to establish a dedicated industrial zone for the apparel sector. However, since the initiative began in 2013, not a single factory has been built on the site.

According to Beza sources, the licence was cancelled after repeated attempts to engage with the applicant failed to yield results. Despite several verbal communications, the BGMEA did not submit the required documents necessary for setting up the zone.

Former BGMEA president Faruque Hassan told TBS that there were complications regarding the land allocated for the park in Munshiganj.

"The land price was considered too high, and there were also issues related to the establishment of a power plant in the area. Because of these factors, no apparel entrepreneurs felt confident enough to invest there," he said.

Faruque said that when the Mirsarai Economic Zone in Chattogram was later developed, land was allocated there specifically for BGMEA members. Additionally, many garment entrepreneurs acquired land in Mirsarai individually.

"Once Mirsarai zone is operational, the need for a garment cluster in Munshiganj becomes irrelevant to industry stakeholders," he added.

It is worth mentioning that BGMEA has already signed a memorandum of understanding (MoU) with Beza to develop a Garments Village on 500 acres of land in the Mirsarai Economic Zone.

### Reasons why other EZs were cancelled

Among the 10 EZs whose licences were cancelled by the Beza, each faced specific legal, environmental, or implementation-related setbacks.

Sonargaon Economic Zone Ltd, a project by Unique Group, received its pre-qualification licence from Beza in 2016. Its cancellation was based on a 2023 court verdict stemming from a writ petition filed by the Bangladesh Environmental Lawyers Association (Bela). Acting on this judgment, Beza's governing board decided to revoke its licence.

For the Sonadia Eco Tourism Park in Cox's Bazar, Beza officials stated it no longer had any development plans for the site. A letter was sent to the Cox's Bazar deputy commissioner to initiate the process of transferring the 9,467 acres of land in Sonadia back to the Forest Department to protect the area's environment and biodiversity.

Beza Executive Chairman Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun explained in a Facebook post that the decision was made in the interest of environmental protection.

"We've handed back Sonadia Island to the Forest Department for conservation," he wrote. "Industrialisation and job creation are important, but not at the cost of the environment. I've said before — Bangladesh doesn't need 100 economic zones. Even five well-planned green economic zones would transform the country."

He also noted that in the original master plan for Mirsarai National Economic Zone, the Sitakunda forest area was included, but it has since been excluded. With 16,000 acres already acquired in Mirsarai, he said the zone has the potential to create 250,000 jobs, with additional land available in Matarbari.

"We don't see the need to destroy forests for industrialisation," he said, adding that unused land in Mirsarai is being considered for a 300 MW solar power project under a public-private partnership (PPP) model.

Ashik, who also serves as executive chairman of the Bangladesh Investment Development Authority (Bida), emphasised that the government is committed to promoting industry without harming nature. "We want to leave behind a greener country for the next generation," he said.

Sonadia's zone had initially been supported by the previous Prime Minister's Office, which formed a five-member committee to advance the zone, but it never received clearance from the environment ministry, ultimately leading to its cancellation.

The Gajaria Economic Zone in Munshiganj was proposed on 97.98 acres of government land, but 46.21 acres were lost to river erosion. Legal disputes over the remaining land have made it impossible to proceed with the project, prompting its cancellation.

The Shreepur Economic Zone, initially planned on 510 acres in Maona and Dhanua mouzas of Gazipur's Shreepur upazila, was also dropped after the establishment of the Japanese Economic Zone in Narayanganj, which served a similar purpose.

The Mymensingh Economic Zone faced land acquisition challenges. Although a proposal was made for 468 acres, of which 320.77 acres were privately owned, the high cost of acquisition led to the zone's cancellation.

As for Famkam Economic Zone, City Special Economic Zone, and Chatak Economic Zone, Beza officials said that the private companies behind these proposals eventually lost interest and decided not to pursue the establishment of the zones. With no follow-up or required submissions, their licences were revoked as well.

### Interim govt focusing on 10 EZs

The interim government plans to work on 10 economic zones. In the first phase, six zones will be completed with adequate utility connections (gas, electricity and water) and road infrastructure, before work commences on the remaining four, according to Beza officials familiar with the matter.

The 10 zones are National Special Economic Zone, Srihatta Economic Zone, Japanese Economic Zone, Maheshkhali Economic Zone, Jamalpur Economic Zone, Anwara Economic Zone, Sabrang Tourism Park, Chandpur Economic Zone, Kushtia Economic Zone and Bhutanese Economic Zone in Kurigram.

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১১ জুন ২০২৫

# সাভারে ট্যানারিতে কাঁচা চামড়ার সরবরাহ কম

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে চামড়া শিল্পনগরীর বিভিন্ন ট্যানারিতে চামড়ার সরবরাহ গতবারের চেয়ে কম বলে জানিয়েছেন ট্যানারি মালিকেরা। তাদের দাবি, সরকার মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিনা মূল্যে লবণ দেওয়ায় অনেক মাদ্রাসা এবং এতিমখানা কর্তৃপক্ষ তাদের সংগ্রহ করা কোরবানির পশুর চামড়া নিজেরাই লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করছেন। ফলে এবার ট্যানারিগুলোতে কাঁচা চামড়ার সরবরাহ কমে গেছে। এছাড়াও দেশের অন্যান্য জেলা থেকে কোরবানির পশুর চামড়া ঢাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকায় কর্মব্যস্ততা নেই সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে।

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান বলেন, কোরবানির ঈদের দিন শনিবার দুপুর থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ট্যানারিগুলোতে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ হয়েছে প্রায় ৩ লাখ ৩৫ হাজার পিস। তবে এই সময়ের মধ্যে ট্যানারিতে ৫ লাখ পিস চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তিনি বলেন, সরকার এ বছর ঢাকার মধ্যে লবণযুক্ত চামড়ার দাম প্রতি পিস ১ হাজার ৩৫০ টাকা এবং প্রতি স্কয়ার ফিট ৬০ থেকে ৬৫ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু ১ হাজার ৩৫০ টাকার একটি চামড়া ফুট হিসেবে ধরলে প্রতি স্কয়ার ফিটের দাম পড়ে ৮০ থেকে ৮৫ টাকা। তাই সরকারের এ দাম নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত হয়নি এবং দুই ভাবে দাম নির্ধারণ করায় বিষয়টি সাংঘর্ষিক বলে জানান তিনি।

ট্যানারি মালিকরা বলছেন, সরকারনির্ধারিত দামেই তারা চামড়া ক্রয় করছেন, কিন্তু বিক্রেতাদের দাবি, চামড়ার মান তুলনামূলক ভালো হলেও ন্যায্যমূল্য মিলছে না। অন্যদিকে লোকসানের অজুহাতে নির্ধারিত দামেও চামড়া কিনতে চাইছেন না আড়তদাররা। দেশের বিভিন্ন স্থানের মাদ্রাসা, এতিমখানা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের চুক্তি অনুযায়ী সাভার ট্যানারি শিল্প নগরীর কয়েকটি কারখানায় কাঁচা চামড়া সরবরাহ করলেও তারা ন্যায্যমূল্য পাওয়া নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন।

এদিকে কোরবানির গরুর লবণযুক্ত চামড়ার প্রতি বর্গফুটের দাম গতবারের চেয়ে এবার ৫ টাকা বাড়িয়ে ৬০-৬৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মৌসুমী চামড়া ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলাম বলেন, এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রতিটি চামড়া ৭০০ থেকে ৮০০ টাকায় কিনে ট্যানারিতে বিক্রি করতে এসেছিলাম। কিন্তু আড়তদার বা ট্যানারি প্রতিষ্ঠান ৭৫০ টাকার ওপরে চামড়ার দাম বলেনি। বাধ্য হয়ে ৭৫০ টাকা দরেই চামড়া বিক্রি করেছি, কিন্তু ভ্যান ভাড়াসহ অন্যান্য খরচ হিসাব করে অনেক টাকা লোকসান হয়েছে আমার।

সাভার কাঁচা চামড়া আড়ত মালিক সমিতির সহসভাপতি ও মা সুফিয়া ট্রেডার্স-এর স্বত্বাধিকারী মোহন বাদশা বলেন, গতবারের চেয়ে এবার কাঁচা চামড়ার সরবরাহ কম। সরকারনির্ধারিত মূল্যেই আমরা চামড়া আকার ভেদে ৮০০-৯০০ টাকায় ক্রয় করছি। যারা ভালো চামড়া আনতে পারে তারা চামড়ার মূল্য ভালো পায়, অন্যদিকে যারা নষ্ট চামড়া নিয়ে আসে তারা তুলনামূলক কম দাম পায়।

এদিকে কয়েক বছর ধরে কোরবানির পশুর চামড়া সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অনেক কমে বিক্রি হওয়ায় বাজারে বাড়তি চাহিদা তৈরি করতে এবার সরকার কাঁচা ও ওয়েটব্লু চামড়া রপ্তানির সুযোগ দিয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে ট্যানারি মালিকেরা বলছেন, সরকারের এমন সিদ্ধান্তে তাদের বড় বিনিয়োগ ঝুঁকিতে পড়বে। এছাড়া রপ্তানি আয় কমার পাশাপাশি লোকসান হবে শিল্প সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর কোরবানি ঈদে ৮০ থেকে ৮৫ লাখ চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন ট্যানারি মালিকেরা। এজন্য বাজার স্থিতিশীল রাখতে ট্যানারি প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি কাঁচা চামড়া কিনছে।

কাঁচা ও ওয়েট-ব্লু চামড়া রপ্তানির যৌক্তিকতা বিষয়ে জানতে চাইলে শিল্প উপদেষ্টা বলেন, আমাদের শিল্পের সক্ষমতা বাড়াতে চাই, কিন্তু চামড়া নষ্ট না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখছি। এজন্যই রপ্তানির প্রশ্ন এসেছে, আমরা বিষয়টি বিবেচনা করছি। সংরক্ষণের জন্য যা করা দরকার ও সম্ভব, সবই করব। এটা ১৭ সালের সরকার নয়, এটা গণঅভ্যুত্থানের সরকার।

মাদ্রাসায় লবণ সরবরাহ বিষয়ে তিনি বলেন, এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিসিকের পক্ষ থেকে ও ট্যানারি মালিকদের পক্ষ থেকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, এটি আরো বাড়াতে হবে। আমাদের পর্যাপ্ত লবণ ছিল, বড় মাদ্রাসাগুলো ব্যবস্থা নিতে পারলেও কিছু ছোট মাদ্রাসা তা পারেনি। এজন্য কিছু জায়গায় সমস্যা হয়েছে।

সিইটিপির বেহাল দশা সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থার জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। দুদক কাজ করছে, এবং সেটা আপনারা জানতে পারছেন ও পারবেন। সিইটিপির ত্রুটিগুলো সংশোধন করে যতটুকু কার্যকর করা যায়, সে ব্যবস্থা নেব।

শিল্পসচিব মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, ডেডলাইন দিয়ে কখনো কাজ হয় না। এলডব্লিউজি সনদের জন্য ১৭০০ মার্কসের প্রয়োজন, এর মধ্যে সিইটিপির জন্য মাত্র ৩০০ মার্কস। বাকি মার্কস ট্যানারি মালিকদের ওপর নির্ভর করে, তাই তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে।

সমকাল
সোমবার ⁝ ১৬ জুন ২০২৫ ⁝

আন্তর্জাতিক গৃহশ্রমিক দিবসে বক্তারা

# গৃহশ্রমিকের অধিকার ও সুরক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান

■ সমকাল প্রতিবেদক

গৃহশ্রমিকরা প্রতিদিন যেসব বাধা ও বঞ্চনার মুখোমুখি হন, তা প্রশমনে আইএলও কনভেনশন সি-১৮৯ এর অনুমোদন এবং কার্যকর বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। তাদের মর্যাদা, অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক গৃহশ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে গতকাল রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত অ্যাডভোকেসি সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অক্সফাম বাংলাদেশের সহযোগিতায় বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র (বিএনএসকে) এ সভার আয়োজন করে।

এর আগে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে র‍্যালি ও মানববন্ধন হয়। চনপাড়া, রূপগঞ্জ, সাভার, মোহাম্মদপুর ও কল্যাণপুর থেকে আগত ৪০ গৃহশ্রমিক এ আয়োজনে অংশ নেন। সভায় গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভেনশন সি-১৮৯ ও সি-১৯০ নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধান অতিথি শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, শ্রম কমিশন ও নারী সংস্কার কমিশনে গৃহশ্রমিকদের নিয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। জুলাই-২০২৫ এ শ্রম আইন সংশোধন করা হবে।

বিশেষ অতিথি ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্কের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক আবুল হোসেন বলেন, গৃহশ্রমিকদের সাপ্তাহিক, মাতৃকালীন ও অসুস্থতার ছুটি গৃহশ্রমিকদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

অ্যাডভোকেসি সভায় গৃহশ্রমিক কল্যাণ নেটওয়ার্ক এবং অংশগ্রহণকারী গৃহশ্রমিকরা নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২ আষাঢ় ১৪৩২, ১৬ জুন ২০২৫

# পরিবেশবান্ধব কারখানার তালিকায় যুক্ত হলো আরো চার শিল্পপ্রতিষ্ঠান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাত শুধু রপ্তানির পরিমাণেই নয়, পরিবেশ সচেতনতার দিক থেকেও ধারাবাহিক অগ্রগতি দেখিয়ে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায়, এবার আরো চারটি কারখানা যুক্ত হলো পরিবেশবান্ধব কারখানার তালিকায়। ফলে দেশে পরিবেশবান্ধব স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কারখানার সংখ্যা দাঁড়াল ২৪৮টি। নতুন করে যেসব কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে, সেগুলো হলো মানিকগঞ্জের অ্যাডভান্স অ্যাটায়ার, নরসিংদীর আমানত শাহ ফেব্রিকস (ওভেন কম্পোজিট), গাজীপুরের কটন ফিল্ড বিডি (প্রোডাকশন বিল্ডিং) এবং ঢাকার উত্তরখানের কে এম অ্যাপারেল নিট।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) এই চারটি কারখানাকে পরিবেশবান্ধব সনদ দিয়েছে। এই স্বীকৃতি পেতে হলে কিছু নির্ধারিত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হয়। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে কোনো কারখানা যদি ৮০-এর বেশি পায়, তবে সেটিকে 'লিড প্লাটিনাম', ৬০ থেকে ৭৯ নম্বর পেলে 'লিড গোল্ড', ৫০ থেকে ৫৯ পেলে 'লিড সিলভার' এবং ৪০ থেকে ৪৯ নম্বর পেলে 'লিড সার্টিফায়েড' সনদ প্রদান করা হয়।

নতুন সনদপ্রাপ্ত চারটি কারখানার মধ্যে তিনটি অ্যাডভান্স অ্যাটায়ার, আমানত শাহ ফেব্রিকস ও কটন ফিল্ড বিডি 'লিড প্লাটিনাম' সনদ অর্জন করেছে। অন্যদিকে, কে এম অ্যাপারেল নিট পেয়েছে 'লিড গোল্ড' সনদ।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বীকৃতি পাওয়া ২৪৮টি পরিবেশবান্ধব কারখানার মধ্যে ১০৫টি 'প্লাটিনাম', ১২৯টি 'গোল্ড', ১০টি 'সিলভার' এবং চারটি 'সার্টিফায়েড' সনদপ্রাপ্ত। এতে বোঝা যায়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত পরিবেশবান্ধব কারখানা গঠনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৬ জুন ২০২৫ ॥

শ্রম সচিবের সঙ্গে বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশের বৈঠক

# শ্রমিকদের সুরক্ষা ও শোভন কর্মপরিবেশ গড়ার প্রত্যয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানের সঙ্গে বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে শ্রম আইন সংশোধন, আইএলও রোডম্যাপ, কর্মক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ, সোশ্যাল ডায়ালগ, আইএলও কনভেনশন এবং ফ্যাক্টরি পরিদর্শনসহ শ্রম সেক্টরের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। গতকাল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বৈঠকে শ্রম সচিব বলেন, শ্রমিকদের সুরক্ষা, শোভন কর্মপরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রম আইন ২০০৬ শিগগিরই সংশোধন করা হবে। বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৫০টি কারখানায় নারীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। এ ছাড়া পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে ২৪টি কারখানাকে এ বছর গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে।

## NEGLECTED PEACEBUILDERS

# Dhaka's informal women workers

**Major Shajeda Akter Moni**
Contributor

Women informal workers in Dhaka, vital to urban resilience, weave everyday peace amidst poverty and neglect. Yet, their contributions remain overlooked in policy and peacebuilding frameworks

Deep in Dhaka, under chaos and heat, informal economy women quietly interweave the threads of urban resilience—without presence in peace and security debates.

At 5:30 AM, Aklima Begum (pseudonym), a 39-year-old street food seller in Karwan Bazar, unfurls her cart laden with boiled eggs and puffed rice. Beneath the cloth that will shield her from the morning sun, she begins another day of struggle against heat, harassment, and uncertainty. "If I miss one day, we don't eat," she states. Her voice is firm, but her eyes reveal a life teetering on the brink of survival and resilience.

Across Dhaka, tens of thousands of women like Aklima, work in the informal economy—in vending, in waste-picking, in garment subcontracting, and as domestic workers. It accounts for around 87% of all Bangladesh employment, and increasingly it is women at its foundation. They don't wear uniforms or carry weapons, but their economic participation under precarious conditions is critical to producing everyday peace in a more unequal city.

Peace, oftentimes considered in the backdrop of war and unrest, must be admired from the unsaid struggles that women face on a daily basis in the urban areas—against poverty, climate threats, and institutional neglect. The Women, Peace and Security (WPS) agenda, grounded in UN Security Council Resolution 1325, focuses on women's participation in peace processes. But do we ever consider peace built in traffic intersections, in slums, or under plastic awning tarpaulin?

Take the case of Korail slum. During the heatwave in 2023, tin roofs were hotter than 42°C within households. Women informal sector workers, already underpaid and without insurance, were hit hardest. They fainted at work or were dehydrated, but little received medical attention or rest. And yet, they came—carrying children, caring for neighbours, resolving tensions in the time of drought. They held their communities together.

Urban insecurity for these women is not merely crime but also the threat of eviction, unpredictability of earnings, and the everyday violence of neglect. ActionAid discovered in its research that over 80% of Dhaka Street vendors had been victimised by some form of harassment—by police, local extortionists, or even buyers. "Peace is when nobody drives me away," says Shefali (pseudonym), a vendor at New Market.

It is not, nevertheless, naive resilience. They act, arrange child care, or initiate spontaneous savings clubs when calamity hits at the local level. Women who were employed in the informal sector moved into the spotlight during the Covid-19 lockdown when a majority of male breadwinners lost their employment. Some began home-based food enterprises; others distributed masks. These were not just survival measures—these were acts of social solidarity and community-building.

However, despite their efforts, these women are almost invisible in policy debates. The Bangladesh National Action Plan on Women, Peace, and Security (2019–2022) barely mentions urban informal workers. It speaks of formal institutions, rural development, and gender-based violence in traditional conflict zones—but not the daily lives of urban poor women who make peace every day with their work and care labour.

There are consequences to this invisibility. Without recognition or support, these women continue to be excluded from access to healthcare, social protection, or climate-resilient infrastructure. Aklima (pseudonym), who developed heatstroke last summer, received no governmental aid. "I rested for a day and returned," she says. "Who will take care of my household if I don't?" In a city getting warmer, their vulnerability is also a matter of public health and urban stability.

According to the Bangladesh Bureau of Statistics (2023), 60% of urban women workers are engaged in informal employment. They are also the first to be fired during economic shocks and the last to receive compensation. Climate change, increases in food prices, and political unrest merely add to their insecurity. And their strategies of coping with it tend to dissipate tensions at the neighbourhood level—whether through mediation, mutual support, or collective mobilisation of resistance.

There is both a policy and moral obligation to act. Recognising these women as peacebuilders is about integrating their voices into economic policymaking, disaster risk planning, and urban planning. There is a start that local governments can make in granting vending licences, offering vending shaded spaces, and ensuring access to basic services like water and sanitation in markets and slums.

Even more essential, urban adaptation strategies must extend beyond the built environment and tackle social resilience. Informal female workers need heat relief centres during hot weather, walk-in clinics, legal aid, and access to savings and credit. These are not handouts—these are peace and productivity facilitators. If the city fails to take care of its most resilient builders, its stability is lost.

Bangladesh has made progress in terms of gender equity, but the urban gender gap persists. Development needs to be gender-sensitive, and peace cannot be divorced from economics. Aklima's (pseudonym) is not a tale of hardship—she is a tale of leadership. She will not occupy boardrooms or peace tables, but she shapes order, dignity, and hope in one of the world's most volatile cities on a daily basis.

As Dhaka grows and heats up, it must choose whose peace it wants to maintain. For authentic security, we must look not only to the state, but to the streets—where the city is sustained by women, one meal, one gesture, one breath at a time.

MAJOR SHAJEDA AKTER MONI IS AN OFFICER IN THE BANGLADESH ARMY WITH OVER 23 YEARS OF SERVICE AND CURRENTLY SERVES AS DEPUTY DIRECTOR AT THE RESEARCH CENTRE, BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS (BUP).

**Disclaimer:** The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ১৭ জুন ২০২৫

# পোশাক শিল্পে নতুন চ্যালেঞ্জ ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ

## বিজিএমইএর দায়িত্ব নিল নতুন কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক

মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ দেশের পোশাক শিল্পের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। গতকাল সোমবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

এর আগে বিজিএমইএর প্রশাসক আনোয়ার হোসেন নব গঠিত কমিটির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এ সময় পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যসহ সাবেক শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ হাসান বলেন, 'ইসরায়েল ও ইরান যুদ্ধের প্রভাবে তেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রভাব সবার ওপর পড়বে। পোশাক শিল্পেও পড়বে। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে আমাদের অনেকগুলো কাজ করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি সবার সহযোগিতায় এই কাজ করতে পরব।'

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম, ফারুক হাসান, রুবানা হক, এসএম ফজলুল হক, কাজী মনিরুজ্জামান, আনিসুর রহমান সিনহা প্রমুখ।

এ সময় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী জোট সম্মিলিত পরিষদের পক্ষ থেকে বিজয়ী জোট ফোরামের নেতাদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। একই সময় পোশাক শিল্পের অন্য শীর্ষ সংগঠন বিকেএমইএর পক্ষ থেকে বিজিএমইএর নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, 'আমরা এমন একটি সময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছি, যখন প্রিয় শিল্পটি বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা শুল্ক, ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিল, উচ্চ ব্যাংক সুদ, মুদ্রাস্ফীতি, দুর্বল অবকাঠামো ব্যবস্থা, মজুরি বৃদ্ধি এবং জ্বালানি সংকটে শিল্প অনেকটা নিষ্পেষিত অবস্থায়। এর মধ্য শুরু হয়েছে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ। নির্বাচনের সময় মিডিয়ার বন্ধুরা প্রশ্ন করতেন, আপনাদের সামনে চ্যালেঞ্জ কী। আমরা বলেছিলাম, চ্যালেঞ্জ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। ইসরায়েল ও ইরান যুদ্ধ আমাদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'নির্বাচনের সময় অনেকগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সে লক্ষ্যে অনেক কাজ করতে হবে। পোশাক শিল্পের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করার জন্য কাজ করা, এসএমই ও নন-বন্ডেড পোশাক কারখানাকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া। কাস্টমস ও ভ্যাট নিয়ে কাজ করব। এলডিসি উত্তরণের প্রভাব নিয়ে আমরা অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করব, যেন সঠিক সময়ে এলডিসি উত্তরণ ঘটে। মার্কিন শুল্ক নিয়ে কাজ চলছে। এটি যাতে সহনীয় পর্যায়ে থাকে, পারস্পরিক শুল্ক যেন আমাদের ওপর আরোপ না হয় সেটি নিয়ে কাজ করব। এক্সিট পলিসি নিয়ে কাজ করব, আমরা প্রকৃত এক্সিট পলিসি তৈরি করতে চাই। এর বাইরেও আমাদের অনেকগুলো প্রতিশ্রুতি রয়েছে।'

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, 'নতুন বোর্ডের অন্যতম এজেন্ডা হচ্ছে একটি কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক বিজিএমইএ গড়ে তোলা। বিজিএমইএ যাতে একটি সার্ভিস ওরিয়েন্টেড প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। এই বোর্ড একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করবে; যেখানে আবেদন, অভিযোগ ও তথ্য জমা দেওয়া যাবে। আমরা সব সময় বলি কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস কমাতে হবে এবং আমরা বারবার সরকারের কাছে আবেদন করি। বিজিএমইএ'র সদস্যদের যাবতীয় সার্ভিস চার্জ ১ জুলাই থেকে ২৫ শতাংশ কমানো হবে।'

অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ প্রশাসক বলেন, 'আমরা চেষ্টা করেছি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের। ভবিষ্যতে বিজিএমইএ ও দেশের পোশাক শিল্প আরও উজ্জ্বল হবে সেটিই আমার প্রত্যাশা।

বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, 'বিভিন্ন প্রোগ্রাম করার জন্যে এই ভবন (বিজিএমইএ কমপ্লেক্স) পরিপূর্ণ রেডি। নতুন কমিটি তা কাজে লাগাবে। এই সেক্টরের জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করব।'

সাবেক সভাপতি রুবানা হক বলেন, 'সবচেয়ে ভালো প্রেসিডেন্ট হবেন বাবু ভাই (মাহমুদ হাসান খান বাবু), আমরা সবাই তা বিশ্বাস করি। আর বিজিএমইএর প্রশাসককে অনেক ধন্যবাদ, তিনি এত সুন্দরভাবে নির্বাচন আয়োজন করেছেন।'

THE FINANCIAL EXPRESS
Monday • June 16, 2025

# BGMEA, Swisscontact join hands to drive sustainability in RMG sector

FE REPORT

BGMEA, the apex body in the apparel sector, and Swisscontact have joined forces to drive sustainable and inclusive transformation in the country's readymade (RMG) sector.

They signed a Memorandum of Understanding (MoU) to this end at the trade body's headquarters in Uttara in the city on Sunday, says a statement.

The MoU formalises collaboration under three flagship projects implemented by Swisscontact -- PROGRESS (Promoting Green Growth in the RMG Sector through Skills), InSPIRE (Initiative to Stimulate Private Investment for Resource Efficiency) and BYETS (Building Youth Employability through Skills).

The first two projects are funded by the Embassy of Sweden and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) respectively and the third one by the Embassy of the Netherlands.

The MoU brings together BGMEA's industry reach and Swisscontact's development expertise to collaborate and promote sustainability, focusing on skills development for women and youth, environmental and social compliance, clean energy adoption, and joint outreach to support factory-level transformation in the RMG sector, the statement added.

Speaking at the signing ceremony, Ikramul H Sohel, Senior Programme Officer-Inclusive Economic Development of the Embassy of Sweden in Dhaka, said, "The Swedish government prioritises empowering MSMEs and advancing gender equality within the RMG sector. We believe this partnership between Swisscontact and BGMEA will bring these priorities to life by catalysing meaningful, long-term change that benefits both workers and businesses."

BGMEA Administrator Anwar Hossain said, "This MoU reflects our commitment to strengthening Bangladesh's RMG sector by enhancing competitiveness through innovation, workforce development, and sustainability. We look forward to working with Swisscontact to create tangible impacts across the industry."

"We are excited to join hands with BGMEA to scale our efforts in making the RMG sector more resilient, inclusive, and environmentally sustainable," said Ishrat Fatema, Deputy Country Director of Swisscontact Bangladesh.

Newly elected BGMEA senior vice president Inamul Haq Khan Bablu and its Support Committee members Asif Ashraf and ANM Saifuddin were also present.

munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা শনিবার, জুন ২১, ২০২৫

২০২৩-২৪ মৌসুমে বিএসএফআইসির পণ্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও উৎপাদন হারের তুলনামূলক চিত্র

| পণ্য | লক্ষ্যমাত্রা | উৎপাদন | অর্জন (%) | একক |
|---|---|---|---|---|
| স্পিরিট ও অ্যালকোহল | ৬০ | ৬০.২৯ | ১০০.৪৮ | লাখ প্রুফ লিটার |
| ফরেন লিকার | ২.৫০ | ২.৩৩ | ৯৩.২০ | লাখ কেস |
| চিটাগুড় | ২৬২৫০ | ২২৯৪৪ | ৮৭.৪১ | টন |
| জৈবসার | ২২০০ | ১৬২০ | ৭৩.৬৪ | টন |
| কারিগরি পণ্য | ৭০০ | ৪৯৮.২৬ | ৭১.১৮ | টন |
| চিনি | ৪৫০১০ | ৩০৮১৮ | ৬৮.৪৭ | টন |
| ভিনেগার | ২০০০০ | ১২৬২২ | ৬৩.১১ | লিটার |

সূত্র : বাংলাদেশ চিনি শিল্প করপোরেশন

৩০-এর দশকে যাত্রা করা চিনি শিল্প করপোরেশনের আওতাধীন অধিকাংশ চিনিকলের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া নিয়মিত সংস্কারে অভাব ও আখ সরবরাহে ঘাটতির কারণে ক্রমেই মূল পণ্য উৎপাদন থেকে ছিটকে পড়ছে বিএসএফআইসি

## বাংলাদেশ চিনি শিল্প করপোরেশন

# উৎপাদিত সাত পণ্যের মধ্যে একটিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

বাংলাদেশ চিনি শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) কর্তৃক উৎপাদিত সাত ধরনের পণ্যের মধ্যে শুধু স্পিরিট-অ্যালকোহলেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ফরেন লিকারের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি হলেও চিনি, চিটাগুড়সহ অন্যান্য পণ্যে এখনো পিছিয়ে রয়েছে সংস্থাটি। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিনের পুরনো কারখানার সক্ষমতা দিন দিন কমতে থাকায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বিএসএফআইসি।

২০২৩-২৪ মৌসুমের উৎপাদন প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ সময় চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৫ হাজার ১০ টন। কিন্তু মৌসুম শেষে নয়টি মিলে মোট উৎপাদন হয়েছে ৩০ হাজার ৮১৮ টন, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৮ দশমিক ৪৭ শতাংশ। যদিও এ সময়ে স্পিরিট-অ্যালকোহলের লক্ষ্যমাত্রা ৬০ লাখ প্রুফ লিটারের মধ্যে উৎপাদন হয়েছে ৬০ লাখ ২৯ হাজার প্রুফ লিটার।

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফরেন লিকার। সর্বশেষ মৌসুমে এ পণ্যের উৎপাদন ২ লাখ ৩৩ হাজার কেস, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৩ দশমিক ২০ শতাংশ। অন্যদিকে চিটাগুড় লক্ষ্যমাত্রার ৮৭ দশমিক ৪১ শতাংশ, জৈবসার ৭৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ, চিনি ৬৮ দশমিক ৪৭ শতাংশ এবং ভিনেগার ৬৩ দশমিক ১১ শতাংশ উৎপাদন হয়েছে।

জানা গেছে, বিএসএফআইসির মূল পণ্য চিনি হলেও কাঁচামালের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিক লাভের জন্য প্রতিষ্ঠানটি নানামুখী পণ্য উৎপাদন করে থাকে। এক সময় ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ২ লাখ ১০ হাজার ৪৪০ টন। কয়েক দশক আগেও এসব প্রতিষ্ঠানে সক্ষমতার চেয়ে বেশি চিনি উৎপাদন হতো। কিন্তু ৩০-এর দশকে যাত্রা করা চিনি শিল্প করপোরেশনের আওতাধীন অধিকাংশ চিনিকলের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া নিয়মিত সংস্কারে অভাব ও আখ সরবরাহে ঘাটতির কারণে ক্রমেই মূল পণ্য উৎপাদন থেকে ছিটকে পড়ছে বিএসএফআইসি। এদিকে ২০২০-২১ মৌসুম থেকে পঞ্চগড়, সেতাবগঞ্জ, রংপুর, শ্যামপুর, কুষ্টিয়া ও পাবনা চিনিকলের উৎপাদন বন্ধ রাখে শিল্প মন্ত্রণালয়। এর ফলে বছরে প্রায় এক লাখ থেকে মাত্র ২০-২২ হাজার টনে নেমে আসে চিনির উৎপাদন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে আখের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন না হওয়া ও কারখানার উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিকল্প পণ্য উৎপাদন বাড়াচ্ছে বিএসএফআইসি। প্রতি কেজি চিনি উৎপাদন খরচের চেয়ে অর্ধেক দামে বিক্রি হওয়ায় বিপুল অংকের লোকসান গুনতে হয়। কিন্তু অ্যালকোহল, ফরেন লিকার, স্পিরিটসহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদন খরচের চেয়েও বেশি দামে বিক্রির মাধ্যমে লাভবান হওয়া যায়। এ কারণে চিনির বিকল্প হিসেবে এসব পণ্যের দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে বিএসএফআইসি।

তথ্যমতে, বিএসএফআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড ও রেনউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডে চিনি-বহির্ভূত পণ্য উৎপাদন করা হয়। এর মধ্যে কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে ফরেন লিকার, স্পিরিট ও অ্যালকোহলের পাশাপাশি চিনিও উৎপাদন করা হয়। যদিও পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত রেনউইক যজ্ঞেশ্বর কোম্পানিতে শুধু কারিগরি ও প্রকৌশল পণ্য উৎপাদন করা হয়। বিএসএফআইসির প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান লোকসানে থাকলেও কেরু অ্যান্ড কোম্পানি ধারাবাহিকভাবে মুনাফার ধারায় রয়েছে।

বিএসএফআইসির সচিব মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'চিনিকলগুলো দীর্ঘদিনের পুরনো হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উৎপাদন হচ্ছে না। আবার আখচাষ কমে যাওয়ায় সরবরাহ সংকটে কয়েক বছর ধরে ছয়টি মিল বন্ধ রয়েছে। সরকার সরবরাহ বাড়াতে আখের মূল্য বাড়িয়েছে। পাশাপাশি আগামী মৌসুম থেকে বন্ধ চিনিকলের মধ্যে কয়েকটি নতুন করে চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।' তবে চিনি-বহির্ভূত পণ্যগুলো অধিক লাভজনক হওয়ায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

NEW AGE SATURDAY, JUNE 21, 2025,

# Apparel exports to major markets rise in July-May

Staff Correspondent

THE export of the ready-made garment items from Bangladesh to its major destinations, including the United States, the United Kingdom and Europe, witnessed a considerable growth in the eleven months or July-May period of the current financial year 2024-25 amid tariff issues.

According to country-wise detailed export data of the Export Promotion Bureau, compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh exported RMG items worth $36.56 billion in July-May of FY25, a moderate increase of 10.30 per cent, from $33.17 billion in the corresponding period of FY24.

A file photo shows workers sewing clothes at a readymade garment factory on the outskirts of Dhaka. — New Age photo

Apparel exporters said that, due to growing demands of brands and retailers and a shift in orders from China, export earnings had maintained a growth momentum for the past few months, despite ongoing tariff issues and political transition in the country.

According to the EPB data, in the July-May period of FY25, fetching a positive growth of 10.46 per cent, Bangladesh shipped RMG items worth $18.25 billion to European Union countries, higher than that of $16.19 billion in the same period of FY24.

The export earnings from the EU covered 49.91 per cent of the total revenue.

Bangladesh bagged $7.31 billion from the US, the single largest destination of Bangladeshi exporters, in the first eleven months of FY25, which was robust 15.97 per cent higher than that of $6.06 billion earned in the July-May period of FY24. The earnings from the North American country accounted for 19.23 per cent of the total revenue.

Fetching a narrow growth of 3.96 per cent, Bangladesh earned $4.03 billion from the UK in the July-May period of FY25, which was $3.88 billion in the same period of FY24, the EPB data stated.

Bangladeshi RMG exporters shipped apparel items worth $1.2 billion to Canada in July-May of FY25, 14.14 per cent higher than the $1.05 billion earned in the same period of FY24.

Among the EU countries, Germany remained Bangladesh's largest export destination, from which the RMG manufacturers of the country bagged $4.58 billion in July-May of FY25, said the EPB data.

Following Germany, the export earnings from Spain stood at $3.16 billion, that of France at $2 billion, the Netherlands at $1.93 billion,

# Apparel exports to major markets rise

Continued from page 6

Poland at $1.56 billion and Italy at $1.43 billion, with positive growth maintained at every destination.

Regarding apparel exports, countries like the US, Canada, the UK and the EU are considered traditional markets, while other countries are deemed non-traditional.

Japan, Australia, Russia, India, China, South Korea, the UAE, Malaysia, Brazil and Mexico are major non-traditional export destinations.

Export earnings from the non-traditional markets also experienced positive growth, with an overall rise of 6.79 per cent to $6.04 billion, up from $5.65 billion in the same period of FY24.

The non-traditional market represented 16.53 per cent of Bangladesh's total RMG exports.

In July-May period of FY25, Japan led these markets with imports worth $1.11 billion from Bangladesh, followed by Australia $759.16 million and India $604.78 million.

Moreover, RMG exports to Turkey and South Korea also witnessed significant earnings, amounting to $430.94 million and $396.03 million respectively.

According to the EPB data, export earnings from almost all major destinations experienced a double-digit growth rate from July to May.

Speaking to New Age, Inamul Haq Khan, senior vice-president of the BGMEA, stated that over the past few months, Bangladesh had witnessed a rise in purchase orders.

'A considerable number of orders started to shift from China to Bangladesh due to US tariff. Moreover, some Chinese manufacturers shifted their offices to Dhaka and hired factories, which impacted the growth,' he added.

He stated that buyers consistently trusted Bangladesh due to its ethical production practices.

'We have opportunity to raise our share in the global RMG markets from our existing share of about 7 per cent. In this regard, the government has to support us with uninterrupted gas, electricity and adequate policy,' he added.

Regarding the US tariff issue, he said that the 90-day pause was approaching its end, but Bangladesh was delaying in taking action.

'Our government should act soon as most of our competitors are working in it,' he added.

Regarding the ongoing Iran-Israel conflict, he said that Bangladeshi oil and LNG imports might be hampered if the Hormuz Strait got closed.

'Our government should think about alternative sources for importing LNG beyond Qatar,' he added.

Mohiuddin Rubel, former BGMEA director, told New Age that the ongoing global trade conflicts also presented new opportunities for Bangladesh to explore.

'In this regard, we should focus more on non-traditional markets, product diversifying and other innovations,' he added.

In FY24, Bangladesh earned $38.48 billion by exporting RMG items to its global destinations.

# কর্মচারীদের আনুগত্য দিয়ে কি জনসেবা নিশ্চিত হবে

কল্লোল মোস্তফা

সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ বাতিল দাবিতে কর্মচারীদের আন্দোলন। ছবি : প্রথম আলো

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের চতুর্থ অধ্যায়ে জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের আচরণগত ও দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন মনে করে, সরকারের নীতিগত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কতগুলো পেশাগত মৌলিক মূল্যবোধ নিশ্চিত করা দরকার। কমিশন এ লক্ষ্যে একটি সিভিল সার্ভিস কোড প্রণয়নের সুপারিশ করেছে, যেখানে এই মৌলিক মূল্যবোধগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুপারিশে উল্লেখিত মূল্যবোধগুলো হলো : জনগণকেন্দ্রিকতা, জবাবদিহি, স্বচ্ছতা, সততা, নেতৃত্ব ও উদ্ভাবন, সমতা, পেশাদারত্ব।

অন্তর্বর্তী সরকার এই সুপারিশ অনুযায়ী সিভিল সার্ভিস কোড প্রণয়ন করছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে সম্প্রতি সরকার সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ সংশোধন করে সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছে, যেখানে সরকারি কর্মচারীদের আনুগত্য নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনী সংস্কার কমিশনের মূল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, সে বিষয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ, কমিশন যেখানে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দিয়েছে, সেখানে নতুন অধ্যাদেশে একটি অস্পষ্ট ও সংজ্ঞাহীন ধারণা—'অনানুগত্য'কে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অধ্যাদেশের সরকারি কর্মচারীদের আচরণ ও দণ্ড-সংক্রান্ত বিশেষ বিধানে বলা হয়েছে, কোনো সরকারি কর্মচারী যদি এমন কোনো কাজে লিপ্ত হন, যা অনানুগত্যের শামিল বা যা অন্য কোনো কর্মচারীদের মধ্যে অনানুগত্য সৃষ্টি করে বা শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে বা কাজে বাধা তৈরি করে, তাহলে সেটি হবে একটি অসদাচরণ। এমন অপরাধের জন্য পদ বা বেতন গ্রেড অবনমিতকরণ, চাকরি হতে অপসারণ, এমনকি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে। সরকারি কর্মচারীরা আশঙ্কা করছেন, অধ্যাদেশটির কারণে সরকারি কর্মচারীরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অন্যায় আদেশও মানতে বাধ্য হবেন। আবার তা না মানলে চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়বেন। এই অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন। সম্প্রতি আন্দোলনের মুখে সরকার অধ্যাদেশটি পর্যালোচনার জন্য উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেছে।

অথচ সরকারি চাকরিজীবীরা যদি সরকারের আদেশ অমান্য করে বা দুর্নীতি করে বা কাজে অবহেলা করে, তাহলে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা অনুসারেই শাস্তি দেওয়া সম্ভব। এখানে সমস্যা হলো এসব আইন ও বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ ও ধীরগতি নিয়ে। এ সমস্যার সমাধানে 'অনানুগত্য'-এর মতো অসংজ্ঞায়িত ও বায়বীয় বিষয়ে শাস্তির বিধান রেখে নতুন অধ্যাদেশ জারি কী ভূমিকা রাখবে, সেটা স্পষ্ট নয়। ঘুষ, দুর্নীতি ছাড়াই দ্রুত জনসেবা প্রদানে সরকারি কর্মচারীদের বাধ্য করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অন্ধ আনুগত্য কেন প্রয়োজন, তা বোধগম্য নয়। সরকার গঠিত জনসংস্কার কমিশনের সুপারিশে সরকারি কর্মচারীদের অনিয়ম, দুর্নীতি, অবহেলা দূর করতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও অনানুগত্যের জন্য চাকরি থেকে অপসারণের কোনো আইন করার সুপারিশ করা হয়নি।

বিদ্যমান সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ অনুযায়ী যেসব কারণে সরকারি চাকরিজীবীদের সাময়িক বহিষ্কার থেকে শুরু করে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার মতো গুরুতর শাস্তি দেওয়া যায়, তার মধ্যে 'অসদাচরণ' অন্যতম। এই বিধিমালায় 'অসদাচরণ' বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তা হলো : ১) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্য; ২) কর্তব্যে অবহেলা; ৩) আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে সরকারের আদেশ, পরিপত্র, নির্দেশ অবজ্ঞা; ৪) কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসংগত, ভিত্তিহীন, হয়রানিমূলক, মিথ্যা অথবা তুচ্ছ অভিযোগ দাখিল; ৫) অন্য কোনো আইনে বা বিধিবিধানে যেসব কাজ অসদাচরণ হিসেবে গণ্য তেমন কাজ করা।

লক্ষণীয়, এখানে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার যেকোনো আদেশ অমান্যকে শাস্তিযোগ্য করা হয়নি, আইনসংগত আদেশ অমান্য করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নতুন অধ্যাদেশে অনানুগত্যকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, অথচ 'অনানুগত্য' বলতে কী বোঝায় এবং কার প্রতি অনানুগত্য—সরকার, রাষ্ট্র নাকি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কোনো কিছুই বলা হয়নি।

আগের বিধিমালায় যেমন আইনসংগত আদেশ অমান্য করার কথা বলা আছে, নতুন অধ্যাদেশে এ রকম কোনো শর্তের উপস্থিতি নেই। ফলে অনানুগত্যের মতো অসংজ্ঞায়িত বিধান ব্যবহার করে সরকার বা সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অধস্তন কর্মকর্তাকে যেকোনো কিছু করতে বাধ্য করার সুযোগ তৈরি হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের দিক থেকেও যেকোনো গুরুতর অন্যায় করার অজুহাত হিসেবে এই অনানুগত্যের বিধান ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হবে। সরকারি কর্মকর্তারা ভোট জালিয়াতির কাজে সহায়তা করলেও তাঁদের দোষ দেওয়া যাবে না। কারণ, তাঁরা আনুগত্যের বিধানকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করবেন। কিন্তু বিদ্যমান বিধিমালায় অসদাচরণের বিধানে আইনসংগত আদেশের কথা বলা থাকায়, ভোট জালিয়াতির মতো বেআইনি কাজে অংশগ্রহণের পক্ষে কোনো অজুহাত দেওয়া সম্ভব নয়।

নতুন অধ্যাদেশে শাস্তি দেওয়ার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধাপ—তদন্ত ও সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ—বাদ দেওয়া হয়েছে। আগের নিয়মে শাস্তির আগে তদন্ত ও কর্ম কমিশনের মতামত নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও নতুন নিয়মে তা নেই, যা ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ায়। যদিও দীর্ঘসূত্রতা কমাতে কর্ম কমিশনে পাঠানোর ধাপ বাদ দেওয়া যেতে পারে, তবে তদন্তের ব্যবস্থা না থাকায় কোনো বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশে বা শত্রুতা থেকে কাউকে সহজেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারবেন।

প্রয়োজনে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ সংশোধন করে কারণ দর্শানোর নোটিশ, জবাব, শুনানি, তদন্তের সময়—এগুলো আরও কম সময়ে করার বিধান করা যেতে পারে। কিন্তু এসব প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা তুলে দিয়ে অনানুগত্যের মতো অসংজ্ঞায়িত আচরণের শাস্তির বিধান রাখা যথার্থ হবে না। দেশের জনপ্রশাসনের কাছ থেকে নাগরিকদের প্রত্যাশা হলো জনপ্রশাসন যেন রাজনৈতিক পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করে এবং ঘুষ ছাড়া সময়মতো জনসেবা দেয়। কাজেই সরকারের উচিত হবে, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের যে সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঘুষ, দুর্নীতি ছাড়াই সময়মতো জনসেবা প্রদান এবং জনপ্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা যাবে, সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

ঘুষ ছাড়াই সময়মতো সেবা নিশ্চিতের জন্য কমিশনের সুপারিশে রয়েছে সেবার মানদণ্ড নির্ধারণ, অনলাইন ট্র্যাকিং চালু, প্রক্রিয়া সরলীকরণ, টোকেনভিত্তিক সিস্টেম, সেবা প্রদানের সময় অনুসরণ, দক্ষতা মূল্যায়ন ইত্যাদি। এ ছাড়া ন্যায়পাল দপ্তর প্রতিষ্ঠার পর মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য দপ্তরে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। কমিউনিটিভিত্তিক মতামত সংগ্রহ ও সেবার সন্তুষ্টি মূল্যায়নের পাশাপাশি সেবাপ্রার্থীর হয়রানির জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও প্রস্তাবিত।

সরকারি কর্মীদের দক্ষতা মূল্যায়নে মূল কর্মক্ষমতা সূচক (কেপিআই) চালু ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের (এসিআর) পরিবর্তে বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন (এপিই) চালুর কথা বলা হয়েছে। বছরের শুরুতে কাজের পরিকল্পনা দাখিল ও বছরের শেষে পারফরম্যান্স মূল্যায়ন হবে। পারফরম্যান্স অনুযায়ী আর্থিক সুবিধা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে।

জনপ্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে : পদোন্নতিতে রাজনৈতিক পরিচয় যাচাই বাতিল, নিয়োগের পূর্বে শুধু ফৌজদারি মামলা যাচাই, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিষেধাজ্ঞা, সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব নিয়োগ, জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপের সীমারেখা নির্ধারণ, লিখিত নির্দেশ ছাড়া সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি।

দেশে জনপ্রশাসন সংস্কারে গত ৫৩ বছরে ২৬টি কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে। এসব কমিটির সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হয়নি রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনিচ্ছা ও আমলাদের স্বার্থগত দ্বন্দ্বের কারণে। এবারও যেন একই ঘটনা না ঘটে, সে জন্য সরকারকে সব দিকে ভেবে দৃঢ়ভাবে এগোতে হবে। দুর্বল ও অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, সেই সঙ্গে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সংস্কারের পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে।

জনগণ একটি কার্যকর, পেশাদার ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন চায়। তার জন্য আনুগত্য নয়, দরকার নৈতিকতা, দক্ষতা ও জনসেবার অঙ্গীকার।

* **কল্লোল মোস্তফা** বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবেশ ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিষয়ক লেখক
kallol_mustafa@yahoo.com

* মতামত লেখকের নিজস্ব

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২০ জুন ২০২৫

THE FINANCIAL EXPRESS Saturday • June 21, 2025

# Climate Finance and Bangladesh SDGs

## COP28 outcomes and adaptation finance

***In terms of openness and pro-activeness, Bangladesh is not only becoming resilient but also setting an example that other at-risk countries can replicate***

*"We do not inherit the Earth from our parents; we borrow it from our children." — Native American Proverb.*

Few nations are as exposed to the wrath of climate change as Bangladesh. Divided by over 700 rivers, populated by over 170 million people, and marked by its deltaic low-lying terrain, Bangladesh is battered day and night by floods, cyclones, salinity intrusion, and sea-level rise, and does so with a stoicism bred out of desperation. But the conditions of its vulnerability demand more than stoicism—they demand transformation.

Against this backdrop came COP28, the 28th United Nations Climate Change Conference from November 30 to December 12, 2023, in Dubai. World leaders came together there to look at progress under the Paris Agreement, talk of the future of fossil fuels, and—most significantly for Bangladesh—establish new ground on climate finance. For a nation suspended by the thread of economic desire and environmental vulnerability, COP28 was not just another conference but an act of accountability, an existential moment.

COP28 AND THE GLOBAL CLIMATE FINANCE FRAMEWORK: COP28 was a turning point for international climate finance infrastructure. Most notably, it saw the creation of the Loss and Damage Fund, a mechanism years in development to compensate countries for the irreversible effects of climate change. Although over $700 million in pledges are still below the level poor nations needed this year, at $400 billion, industrialised countries reiterated their 2009 pledge to deliver $100 billion a year in climate finance. The pledge remains only half done, though, and makes one wonder about future climate fund delivery.

All these global happenings present Bangladesh, at the same time, with an opportunity and a warning. As global sea levels rise and threaten 17 per cent of its territory by 2050 and millions are pushed off their lands by climate change, climate finance is no luxury but a lifeline. The proposed Yunus government's priority on climate justice as a foundation stone of foreign policy has already been echoed in international diplomacy. Positioning the cause of Bangladesh as a matter of global justice and not charity, the administration has cited the country's empirical vulnerability as well as its history of sustainable development as reasons for priority access to adaptation finance.

In addition, Bangladesh is actively engaging with global institutions, such as the Green Climate Fund (GCF) and the Adaptation Fund, as well as new blended finance instruments, to establish open project implementation pipelines. All these interactions will increase donor confidence and enhance Bangladesh's absorptive capacity through data-driven accountability.

In practice, COP28 provided Bangladesh with a new stage to mobilise resources not just to recover but to reboot a climate-resilient future. Diplomatically and through moral activism, Bangladesh can seize the opportunity to convert moral imperatives into tangible assistance—and vulnerability into visionary stewardship.

FUNDING BANGLADESH'S CLIMATE-SMART TRANSITION: Adaptation is not something Bangladesh can afford anymore—it is a necessity for development. Sea-level rise, unpredictable rainfall, saltwater intrusion, erosion of riverbanks, and amplified cyclones now threaten nearly 30 million along the coast and floodplains. Bangladesh's agricultural sector—serving over 40 per cent of the nation's workforce—now increasingly languishes at the mercy of climate uncertainty as its cities flood, endure heat stress, and have inadequate drainage.

To this end, the Yunus government has devised a visionary National Adaptation Investment Framework (NAIF) to mobilise, harmonise, and leverage adaptation finance along with the Sustainable Development Goals (SDGs). NAIF is a roadmap towards mainstreaming climate resilience in high-priority development areas like infrastructure, agriculture, health, and urban planning. Priority investment areas are:

- *Climate-resilient infrastructure.* Constructing sea-level rise-resilient buildings, cyclone shelters, embankments, and advanced flood defences along coastlines.
- *Disaster preparedness.* Implementing large-scale early warning systems, local weather forecasts, and networks of community-based risk reduction, particularly in disaster-prone districts like Satkhira, Bhola, and Kurigram.
- *Climate-smart agriculture.* Promoting saline- and drought-resistant crops, large-scale drip irrigation, and introducing farmers to sustainable land management practices.
- *Livelihood diversification.* Providing vocational training, green job access, and micro-enterprise development support to the climate-displaced.

These are being encouraged through partnerships with development agencies, international donors, and the private sector. Specifically, the government is making investments in climate co-financing arrangements, under which public or concessional capital de-risks private capital, enabling scalable investment in green infrastructure.

Additionally, the Yunus administration has committed to mainstreaming people-cantered, inclusive, culture-based, gender-sensitive, and locally appropriate solutions in all adaptation programs.

In terms of openness and pro-activeness, Bangladesh is not only becoming resilient but also setting an example that other at-risk countries can replicate. The intention is unmistakable: adaptation must be transformational and not reactive—and empowering the people most vulnerable to shape their future.

INDIA'S BARRAGES AND BANGLADESH'S WATER SECURITY: In addition to climate change, Bangladesh is also subject to worsening water security as a result of regional geopolitics. Two of the most exemplary Indian infrastructure projects, the Farakka Barrage and the Teesta Barrage, have proceeded to weaken further Bangladesh's ecological equilibrium, food security, and diplomatic power.

- *Farakka Barrage.* Completed in 1975 to provide a water supply from the Ganges River to Kolkata, the Farakka Barrage significantly shortened the downstream course into southwestern Bangladesh. Diversion led to the drying up of distributaries, widespread riverbank erosion at Rajshahi and Kushtia, salinisation of soils, and pollution of freshwater aquifers, resulting in ecologic devastation of the Sundarbans—the largest mangrove forest in the world and a UNESCO World Heritage Site.



পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

*Teesta Barrage*. After years of suffering negotiations, a fair and binding water-sharing agreement on Teesta remains elusive to us. Unilateral extractions by India severely curtail the water supply during Bangladesh's dry season (December-April), impacting irrigation for all but about 14 per cent of the country's arable lands in the northern districts of Rangpur and Lalmonirhat. Agricultural production is threatened by this seasonal water shortage, which once again leads to rural poverty and social tensions.

The Yunus government has taken a value-based but pragmatic approach to such trans-boundary water disputes. The diplomatic initiative is being renewed through a multi-level approach: (i) Placing water-sharing on the agenda of climate resilience under international conventions; (ii) Harnessing multilateral platforms such as the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) and BIMSTEC to exert pressure for equitable water management; and (iii) Providing third-party mediation, possibly under UN auspices, to resolve the Teesta impasse.

Alongside that, the government is investing in water-saving technology, reclaiming rivers within its borders, and signing data-sharing agreements with neighbouring countries to promote hydro-political transparency.

As Kofi Annan stated, "Access to safe water is a fundamental human need and, therefore, a basic human right." Bangladesh's struggle is not merely for survival but sovereignty—of its rivers, its natural resources, and its democratic right to water justice.

DIPLOMATIC RECALIBRATION: Breaking from the aggressive policies of earlier governments, the interim government of Dr Muhammad Yunus has pursued a diplomacy-oriented policy grounded on refined diplomacy, multilateral diplomacy, and science-based dialogue. Terming regional cooperation a necessity for the achievement of long-term water security, Yunus has based a diplomacy model on the principles of equity, sustainability, and cooperative stewardship. The modalities of the approach are:

- *Multilateral Interaction*. Bangladesh intensified its efforts to resolve water-sharing disputes at multilateral and global levels, including BIMSTEC, UNESCAP, and the UN Water Conference, in an attempt to build an international alliance for fair trans-boundary water management.
- *Science-Based Bargaining*. The government is investing in hydrological surveys, satellite imagery, and joint data simulation with surrounding nations to develop transparent, evidence-based models for sharing water.
- *Green Diplomacy*. By framing water scarcity as a climate threat, regional in nature, the Yunus government is positioning its cause at the crossroads of international climate agendas. This link has generated new avenues for climate-associated conflict resolution and cross-border adaptation finance.

The chief adviser has also proposed the signing of the South Asian Water Peace Charter, which would commit member states to principles of no harm, fair and equitable utilization, and exchange of information. On signing such a charter, regional cooperation on water justice would be institutionalized.

This reasoned and attuned approach is of the most significant concern of India's abiding concern for stability and cooperative development. Rather than precipitating confrontation, Yunus's strategy aims at creating mutual trust based on transparency, innovation, and shared care for the welfare of over a billion people who inhabit the Ganges-Brahmaputra-Meghna basin.

As Nelson Mandela so astutely reminded us, "It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory." Yunus's approach is one of those ideals—advancing water justice not by ultimatum but by coalition, vision, and diplomacy.

TOWARD EQUITABLE CLIMATE FINANCE: Adaptation in Bangladesh is an expensive and time-critical mission. Estimates by the Ministry of Finance indicate that $3 billion annually would be required by the country to implement the necessary adaptation measures. That is well beyond the government's financial capability and underscores the need for an overhaul of the global climate finance regime.

The current system is besieged by convoluted bureaucracy, delayed disbursements, and over-reliance on middle-income nations for mitigation. As a corrective response to these structural flaws, the Yunus government has unveiled a multi-pronged policy to provide equity, efficiency, and inclusiveness in climate finance. The significant recommendations are:

- *Simplified disbursement mechanism*. To make it easy to apply, approve, and disburse foreign funds to respond quickly to adaptation needs.
- *Debt-for-climate swaps*. Providing external finance in the form of credit for local investment in green infrastructure, nature-based solutions, and resilience interventions against outstanding debt.
- *Performance-based grants*. Designing instruments of finance that reward demonstrable success on SDG-targeted indicators of reduced disaster risk, enhanced biodiversity, and improved public health.

To make this vision a reality, the government launched the Bangladesh Climate Resilience Bond, a pioneering sovereign vehicle for mobilizing diaspora, philanthropic foundation, and ESG-centric institutional investor capital. The bond will support adaptation initiatives in vulnerable areas with open tracking to achieve impact and transparency.

Besides, Bangladesh is advocating for a Global Adaptation Equity Index that will guide donor disbursement and emphasise exposure, sensitivity, and adaptive capacity—spending money where it is most needed.

With these bold steps, the Yunus government is not only transforming Bangladesh into a hub for climate finance but also a champion of its future. The vision is to shift from a donor-driven and fragmented strategy to one of justice, trust, and partnership.

As Kofi Annan has stated, "Our greatest challenge in the new century is to make an idea that seems abstract—sustainable development—concrete for all the world's people." For Bangladesh, fair climate finance is the most critical step to make that reality concrete.

CONCLUSION: Bangladesh stands at the crossroads of a moment of choice. The success of COP28 and the vision policy of the Yunus government have coalesced to provide an unprecedented opportunity for global attention, political will, and developmental imperatives to converge. For a nation so long defined by its climate risk, the moment presents an opportunity to redefine itself by visionary leadership.

This is not just policy. It's a paradigm. By meeting challenges head-on and using them as catalysts, Bangladesh has begun to become what it means to lead by ethics in an era of global uncertainty.

Let the rivers that once carried despair carry now the promise of rebirth. Let the winds that once laid waste also have new beginnings. And let the courage of a vulnerable people ring as a call to the world: that even while tides rise, we can rise higher still—more and more together.

*sibhuiyan@yahoo.com*

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ২০ জুন ২০২৫

# শিশুশ্রমে আটকা লাখো ভবিষ্যৎ
## আইন আছে, প্রয়োগ নেই

এম আর মাসফি ▷

- দেশে ৩৫.৪ লাখ শিশুশ্রমিক
- ঝুঁকিপূর্ণ খাতে ১০.৭ লাখ শিশু
- ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম বন্ধের ঘোষণা
- আইনের বাইরে 'গৃহকর্ম ও কৃষিকাজ'
- পোশাক ও চামড়া শিল্পে শিশুশ্রম জড়িত
- কভিড-১৯-এর পর শিশুশ্রম বেড়েছে ৮-১২%

হেনা স্বপ্ন দেখত বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে যাবে, বড় হয়ে চিকিৎসক হবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন অঙ্কুরেই ধূলিসাৎ। ১১ বছরের শিশুটি এখন রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ছোটখাটো একটি পোশাক কারখানায় কাজ করে। কারণ তার বাবা অসুস্থ। সাতজনের সংসার যে আর চলে না। তার মাও অন্যের বাসায় কাজ করেন।

সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় হেনাকে। মাঝখানে মাত্র আধাঘণ্টার বিরতি। সুই-সুতার অবিরাম ব্যবহারে তার কোমল হাত দুটি এ বয়সেই শক্ত হয়ে গেছে।

হেনার গল্পটি ব্যতিক্রম নয়, বরং বাংলাদেশের লাখো শিশুশ্রমিকের প্রতিদিনের বাস্তবতা। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে যারা নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের একটি বড় অংশই শিশু। কিন্তু এ শিশুরা তাদের স্কুলব্যাগের বদলে কাঁধে তুলে নিয়েছে ইটভাটার ঝুঁকি, সেলাই মেশিনের কষ্ট কিংবা চামড়ার গন্ধমাখা স্যাঁতসেঁতে শ্রমঘর। তাদের জীবনের গল্প শুনলে বোঝা যায়, কাগজে লেখা আইন আর বাস্তবতার ব্যবধান কতটা কঠোর। শ্রমের জালে আটকে যাচ্ছে এসব শিশুর ভবিষ্যৎ।

**শ্রমে নিয়োজিত ৩৫ লাখ শিশু :** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ 'জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০২২' বলছে, দেশে পাঁচ থেকে ১৭ বছর বয়সী শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা ৩৫ লাখ ৪০ হাজার। এর মধ্যে প্রায় ১০ লাখ শিশু 'ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে' নিয়োজিত। যদিও আগের জরিপের তুলনায় সংখ্যায় কিছুটা কম দেখা গেছে। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রকৃত চিত্র আরো ভয়াবহ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এই শ্রম অপ্রাতিষ্ঠানিক ও পরিসংখ্যানের বাইরের।

ঢাকার মুগদা এলাকার গ্লাস কারখানায় কাজ করে রাকিব (১২)। সে বলে, 'বাড়িতে আয় করার আর কেউ নাই, তাই সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়।'

**শিল্প, কৃষি, গৃহ সর্বত্র শিশুশ্রম :** শিশুদের শ্রম সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কৃষি, পশুপালন ও মাছ চাষ খাতে। তবে ইটভাটা, চামড়া প্রক্রিয়াকরণ, ব্যাটারির কারখানা, রেস্তোরাঁ, চায়ের দোকান, পরিবহন এবং বিশেষভাবে তৈরি পোশাক (গার্মেন্টস) শিল্পে শিশুশ্রমের উপস্থিতি এখনো উদ্বেগজনক। পোশাক খাতে ঠিকাদারি কাজে শিশুদের অবৈধভাবে নিয়োগের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা গুডউইভ ও নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণায়। তারা জানায়, একাধিক উপঠিকাদারি ইউনিটে দেখা গেছে, শিশুরা দৈনিক ১০ ঘণ্টার বেশি সময় কাজ করছে, যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) চুক্তির পরিপন্থী। সাভারের এক চামড়া প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় কর্মরত ১৪ বছর বয়সী সাদিয়া বলে, 'গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে, চোখ জ্বালা করে, কিন্তু আমার ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ আমি না দিলে কে দেবে?'

**আইন আছে, প্রয়োগ নেই :** বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না। তবে এই আইনের আওতায় অনেক কাজই পড়ে। যেমন—কৃষিকাজ, গৃহকর্ম, পরিবারভিত্তিক খামার, দোকান, এমনকি ১০ জনের কম শ্রমিকের প্রতিষ্ঠান। আইন থাকলেও বাস্তব প্রয়োগ অতি দুর্বল। শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রতিবছর কিছু অভিযান চালালেও পরিদর্শকের সংখ্যা অপ্রতুল। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার ভাষায়, অনেক সময় নির্ধারিত অভিযানের আগে খবর পৌঁছে যায়। এতে শিশুশ্রম ধরা পড়ে না, বরং সাময়িকভাবে তাদের লুকিয়ে রাখা হয়।

**সরকারি উদ্যোগ আছে, কার্যকারিতা নেই :** ২০১০ সালে সরকার 'জাতীয় শিশুশ্রম বিলুপ্তির নীতিমালা' ঘোষণা করে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। পরবর্তী সময়ে ২০১৮-২০ সালের জন্য 'চাইল্ড লেবার অ্যাকশন প্ল্যান' বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়েছে, তবে তার কার্যক্রম খণ্ডিত এবং এলাকা নির্দিষ্ট। ২০১৪ সালে গঠিত হয় ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এবং ২০০৯ সালে চাইল্ড লেবার ইউনিট, কিন্তু এই দুই কাঠামোর কার্যক্রম অনেকাংশে কাগজে সীমাবদ্ধ।

**কভিডের কারণে শিশুশ্রম বেড়েছে গোপনে :** জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) বলছে, কভিড-১৯ মহামারির সময় স্কুল বন্ধ এবং পারিবারিক আয়ের ঘাটতির কারণে অনেকে শিশুশ্রমে প্রবেশ করেছে এবং এখনো ফিরতে পারেনি। ২০২৩ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের ১০ শতাংশ শিশুর আর স্কুলে ফেরা হয়নি, বিশেষ করে শহরের বস্তি এবং গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারে। এই শিশুরা এখন রিকশার গ্যারেজ, মিস্ত্রির দোকান বা চায়ের স্টলে কাজ করছে।

**আন্তর্জাতিক বাজারে সুনামের ঝুঁকি :** শিশুশ্রমের অভিযোগ বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বাজারেও প্রভাব ফেলতে পারে। তৈরি পোশাক পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানিকারক দেশগুলো এখন 'সাপ্লাই চেইন অডিট' চালায়। কোনো প্রতিষ্ঠানে শিশুশ্রমের প্রমাণ মিললে পুরো ব্যাচ বাতিল করা হয়। বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বৈশ্বিক বাজারে টিকে থাকতে হলে শিশুশ্রমমুক্ত উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।'

**বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি :** অর্থনীতিবিদ ড. সেলিম রায়হান বলেন, 'শিশুশ্রম শুধু সামাজিক বা নৈতিক সমস্যা নয়, এটি একটি অর্থনৈতিক চক্রের ফাঁদ। পরিবারে যদি আয় না বাড়ে, যদি শিক্ষাকে লাভজনক মনে না হয়, তবে শিশুরা কাজেই ফেরে। সরকারের উচিত হবে পরিবারকেন্দ্রিক প্রণোদনা বৃদ্ধি করা।'

শিশু অধিকার বিশেষজ্ঞ জাহানারা ফেরদৌস বলেন, শিশুশ্রম দূর করতে হলে, যে শিশুটি আয় করছে, তাকে স্কুলে ফেরাতে হলে আয় হারানোর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বিবিএস বলছে, শিশুশ্রম কমেছে, সরকার বলছে পরিকল্পনা আছে, এনজিও বলছে তারা কাজ করছে। কিন্তু রাজধানীর পোশাক কারখানার পাশের হোস্টেলে ঘুমিয়ে পড়া ১৩ বছরের ছেলেটির চোখে যে ক্লান্তি, তা বলে দেয় আমাদের অগ্রগতি কতটা ভঙ্গুর।

গত বুধবার বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, শিশুশ্রম বন্ধে অন্তর্বর্তী সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে যে শিশুশ্রমের সংজ্ঞা বিদ্যমান, তা সংশোধনের কাজ চলছে। নতুন সংজ্ঞায় শিশুশ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট বয়সের সীমা নির্ধারণ করা হবে। আগামী নভেম্বরের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন করা হবে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৩ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Friday 27 June 2025

# শ্রমিকদের বেতন না দিয়ে বেশির ভাগ কারখানার মালিক বিদেশে পালিয়ে গেছেন- দাবি শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শ্রমিকদের বেতন-ভাতা না দিয়ে বেশির ভাগ কারখানার মালিক টাকা নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেছেন বলে দাবি করেছেন নৌ-পরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেছেন, বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার মালিকের যদি ব্যাংক হিসাব নেয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে তাদের ঋণ ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকার কম নয়। তারা টাকা নিয়েছে, এখন ব্যাংকে টাকা জমা দিচ্ছেন না। এজন্য তারা কারখানা চালাতে পারছে না। টাকা-পয়সা নিয়ে বেশির ভাগ মালিক বিদেশে চলে গেছে বলে উপদেষ্টার দাবি।

সাভারে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসিতে) সামরিক বাহিনীর এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা। অনুষ্ঠানে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এখন পর্যন্ত যেসব কারখানা বন্ধ হয়েছে সেগুলো বন্ধ হওয়ার মতোই ছিল মন্তব্য করে এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'ব্যাংক থেকে টাকা নিয়েছে কিন্তু কী করেছে.... শ্রমিকদের বেতন দেয়নি। কোনো কাজও করেনি। একটা কোম্পানি এ পর্যন্ত আমি পেলাম না যারা ৩০০ কোটি টাকার নিচে ঋণ খেলাপি আছে। তার পরও ব্যাংক টাকা দিয়েছে। পলিটিক্স কালেকশনে ব্যবসা করলে এ রকম হবে।'

রপ্তানি বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের চাকরির বিষয়ে উপদেষ্টা আরও বলেন, 'সব গার্মেন্টস তো বন্ধ হলে ১৭% এক্সপোর্ট হতো না এবং চিটাগাং পোর্ট কুলাতে পারছে না। যে কারখানাগুলো বন্ধ হয়েছে সেগুলো সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করাতো শ্রমিকদের দিয়ে। তাই খুব ডিফিকাল্ট নেই।' এতে অনেক বেকারত্ব বেড়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'অনেকে আবার নতুন করে অন্য কারখানায় কাজে যোগ দিয়েছে। বেক্সিমকো যে বন্ধ হয়েছে, সেসব কারখানার শ্রমিকরা চিটাগাংসহ অন্য যায়গায় কাজে যোগ দিয়েছে।'

THE FINANCIAL EXPRESS Sunday • June 22, 2025

## Collapse of Australian fashion brands

# Bangladeshi workers pay the price

***Since Global South garment workers are commonly paid a poverty wage as opposed to a living wage, workers cannot build a safety net to deal with unemployment***

*write*

***Justine Coneybeer and Alice Payne***

What is the Australian responsibility when clothing brands collapse, leaving overseas workers and suppliers unpaid? Since October 2024, Mosaic Brands, Jeanswest and Ally Fashion have all entered administration. While the focus is often on money owed to Australian workers and creditors, many creditors are workers in these brands' Global South supply chains. Australia has a responsibility to strengthen both mitigation and remediation processes to protect the rights of domestic and international workers.

Fashion retail group Mosaic Brands collapsed after entering into voluntary administration in October 2024 and no buyer has since been found. The group collectively owned nine brands, which could lead to the closure of over 800 stores, affecting 2700 Australian workers. In February 2025, the Australian government announced early access to the Fair Entitlements Guarantee for impacted workers.

The collapse of Mosaic Brands also impacts a network of approximately 23 Bangladeshi suppliers, who are owed as much as US$15 million. Since Mosaic sales contracts dictate 120-day payment terms - double what sustainable industry initiatives recommend - the majority of this debt is for work completed and delivered months prior to the collapse. If the US$15 million debt goes unpaid, Bangladeshi suppliers will need to shut down factories, leaving thousands of already vulnerable workers at higher risks of poverty, exploitation and modern slavery.

Since Global South garment workers are commonly paid a poverty wage as opposed to a living wage, workers cannot build a safety net to deal with unemployment. While there has been an industry-wide push for fashion companies to support living wages, fashion brands have been painfully slow in acting on this call.

Mosaic was no exception. The retail group published its Living Wage Roadmap in 2021, with the first step of verifying a living wage benchmark requiring two years, despite this standard already being well-established by existing NGOs like Asia Floor Wage. By 2024, Mosaic had hoped to engage in open dialogue with its suppliers. This painfully slow timeline is characteristic of the retailer group's dismal progress on mitigating modern slavery. Since 2020, Mosaic has published mandatory modern slavery statements under Australia's Modern Slavery Act (MSA). This disclosure regulation requires companies with a consolidated annual revenue of over AU$100 million (US$65 million) to describe their actions taken to mitigate identified modern slavery risks in their supply chain.

Mosaic's FY2023 Modern Slavery Statement describes the risk of modern slavery in Bangladesh as low, justifying this on the basis that Bangladesh is an International Accord country and Mosaic is an Accord signatory.

This argument misconstrues health and safety indicators as reliable modern slavery mitigators - unlike, for example, paying a living wage. Mosaic also justified this rating because its team visited supplier factories, a paternalistic example of Global North companies assuming they - rather than the workers themselves or union representatives - are qualified to approve of garment worker working conditions.

While Mosaic's modern slavery statement disclosed a list of anti-slavery tools that dictate how suppliers are required to comply with brand standards, it largely failed to reflect on how brand practices contribute to modern slavery risks. Mosaic's decisions to keep 120-day payment terms and continue to place orders while invoices went unpaid indicate a significant failure to recognise how its practices might exacerbate exploitative conditions.

Research suggests that Mosaic is not alone, with most Australian-based fashion brands regulated under the MSA demonstrating a propensity to ignore how their own practices contribute to the risk of modern slavery. This highlights the foreseeable conclusion that, as the oversaturated Australian fashion market squeezes out redundant companies, garment workers in the Global South will ultimately pay the price.

While the MSA has brought some reform, the fashion industry is built on a fundamentally unsustainable business model. Australia imports 1.4 billion items of clothing (56 items per person) annually, feeding an insatiable corporate and consumer appetite for cheap clothing that foregoes quality, ethics and the environment.

MSA's impact proves that voluntary corporate efforts alone are insufficient in stemming this unsustainable model. Mandatory due diligence is necessary to ensure that brands and retailers are not only held accountable for the harm they cause, but responsible for mitigating future risks to people and the environment.

To mitigate risks for garment workers, industry initiatives such as the Sustainable Terms of Trade Initiative have called on fashion brands to improve their purchasing practices by shortening payment terms, agreeing to penalties for late payments and aligning order scheduling with supplier needs.

Voluntary initiatives such as Seamless have seen the Australian fashion industry come together to collectively act on clothing waste. The same must be done to see the industry tackle major social issues such as living wages and unpaid wages. One proposal is the establishment of an industry-funded trust fund for garment workers in Australian supply chains to collectively finance worker training, living wages and remediation costs.

Australia has a duty to both mitigate and remediate harm. Looking forward, if Australia establishes mandatory due diligence obligations in global supply chains and works collectively to establish an industry trust fund for garment workers, companies will compete in a race to the top on social sustainability, rather than a race to the bottom on price.

***The piece is excerpted from www.eastasiaforum.org***

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 22.06.2025

# How Bangladeshi workers continue to suffer from Kafala rules in UAE

MIGRATION - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI

## Around 15 lakh Bangladeshis work in the UAE, the second-largest labour destination after Saudi Arabia

**TRAPPED BY KAFALA**

Bangladeshi workers in UAE face exploitation under Kafala rules

**WHAT IS KAFALA SYSTEM?**

- Foreign workers depend on a local sponsor (kafeel) — usually the employer
- It ties workers' legal status to the employers
- Changing jobs requires employers' formal permission
- Employers often hold workers' passports and documents

**HOW IT AFFECTS MIGRANTS?**

- The system forces many workers to endure abusive working conditions
- Domestic workers often work 12+ hours a day, 7 days a week
- Many face psychological, physical, and sexual abuse

**BANGLADESHI WORKERS IN UAE**

- Around 15 LAKH Bangladeshis work in the UAE
- It is the second-largest overseas labour destination after Saudi Arabia

**UAE LAGGING BEHIND ON REFORMS**

- Qatar and Saudi Arabia have recently reformed their Kafala systems
- The UAE has resisted similar reforms, drawing global criticism
- Rights groups continue to call for the abolition of the Kafala system

Bangladeshi migrant workers in the United Arab Emirates (UAE) continue to face systemic exploitation under the Kafala system — a widely criticised labour sponsorship framework that ties workers' legal status to their employers.

Countries like Qatar and Saudi Arabia reformed their systems in 2019 and 2020, respectively, easing restrictions on job mobility and exit permits. However, the UAE has resisted similar reforms, drawing criticism from international rights and labour advocacy organisations.

The Kafala system severely restricts migrant workers' freedom – prohibiting them from changing jobs without their employer's formal consent, even in cases involving abuse, wage theft, or hazardous working conditions.

Rajiul Hasan Rubel, a Bangladeshi migrant in Dubai, told TBS during a visit home, "I changed my company job in November 2020 with my employer's approval. Previously, I worked as an aluminium pipe fitter; now I work as a concrete mason.

"The provision to change companies was introduced towards the end of 2020 and was available for about a year. Then it was stopped and restarted for 5–6 months. Now it is closed again."

He added, "Because it's not available, Bangladeshis are not getting good jobs. Even though they know the work, they cannot move, so they are deprived of better pay. Often, companies don't offer good pay or a good working environment. But even if they want to, they cannot go anywhere," Rubel added.

Despite growing global pressure and examples of reform elsewhere in the Gulf, the UAE has yet to implement significant changes in the Kafala system.

Syed Saiful Haque, a migrant rights activist and chairman of the WARBE Development Foundation, which advocates for the rights and welfare of migrant workers, told TBS, "We send workers [to UAE] under a non-binding MoU, not a formal agreement. This weakens our position, despite thousands of our workers being there. With a binding deal, we could push harder when rights are violated."

TBS attempted to contact the labour counsellors at the Bangladesh embassies in Abu Dhabi and Dubai regarding the issue, but they did not respond to phone calls.

For many Bangladeshi workers, the consequences of trying to leave abusive employers are severe. Those who attempt to switch jobs without permission risk becoming undocumented, making them more vulnerable to arrest, exploitation, or deportation.

Rights groups continue to call on the UAE to dismantle the Kafala system and ensure greater protection for the millions of migrant workers who sustain key sectors of its economy.

According to the Australian Council of Trade Unions (ACTU), Australia's peak labour rights body, migrant workers constitute over 90% of the UAE's workforce and often face exorbitant recruitment fees and long-term debt bondage to their employers.

Unofficial estimates suggest that around 1.5 million Bangladeshis work in the UAE, making it the second-most popular destination for Bangladeshi migrants.

Shamim Ahmed Chowdhury, former secretary general of the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira), told TBS, "To resolve this issue, labour-sending countries need to unite and collectively pressure the destination countries. If we jointly refuse to send workers until the Kafala system is abolished, the affected countries will be compelled to dismantle it."

He also emphasised the importance of intensifying diplomatic efforts to achieve this.

### What is the Kafala system?

Under this system, foreign workers depend on a local sponsor (kafeel, usually the employer) who issues the employment contract and is supposed to bear full economic, social, and legal responsibility for them during the contract period. This arrangement places foreign labourers in a position of dependence and subordination to their sponsoring nationals.

The system exerts control over migrants by severely restricting opportunities for naturalisation and imposing a separate set of rights. Moreover, sponsors hold migrants' passports and other documents, controlling their mobility within the country and their ability to exit the territory—actions widely regarded as infringements on basic human rights.

Sponsors also oversee migrants' employment conditions and professional mobility since changing jobs typically requires changing sponsors, which is conditional on obtaining a "no-objection" certificate from the current employer.

### Kafala reforms in Qatar, Saudi Arabia

Qatar formally abolished the Kafala system in 2019 and implemented substantial policies to dismantle it throughout 2020 and 2021.

In Saudi Arabia, foreign workers have been able to switch jobs without their employers' permission since 2021, following long-awaited labour reforms in the Gulf region's most populous country.

Referring to Saudi Arabia and Qatar, migrant rights activist Syed Saiful Haque said: "When we spoke to returnee migrants from those countries, we found that our workers are still not fully benefiting from the relaxation of the Kafala system.

সমকাল রোববার | ২২ জুন ২০২৫

# শুধু আইন দিয়ে শিশুশ্রম বন্ধ করা কঠিন

সমকাল প্রতিবেদক

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেন, যে দেশে আইন করে যৌতুক বন্ধ করা যায়নি, বাল্যবিয়ে বন্ধ করা যায়নি; সে দেশে শুধু আইন দিয়ে শিশুশ্রম বন্ধ করা কঠিন।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে শনিবার রাজধানীর এফডিসিতে আয়োজিত ছায়া সংসদে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি। পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল আইএলও। সহায়তায় ছিল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। তত্ত্বাবধানে ছিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। 'শিশুশ্রমের প্রধান দায় রাষ্ট্রের নয়, সমাজের' শীর্ষক ছায়া সংসদে বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজকে পরাজিত করে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিতার্কিকরা চ্যাম্পিয়ন হন।

অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা শারমিন মুরশিদ বলেন, শিশুশ্রম সম্মানজনক নয়। এটি শিশুর অধিকার হরণ করে। কোনো সমাজে শিশুশ্রম থাকলে সেখানকার অর্থনীতির নৈতিকতা থাকে না। দারিদ্র্য ও শিশুশ্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শিশুশ্রম নিরসনে দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিশুশ্রম নিরসনে রাষ্ট্র ও সমাজকে মুখোমুখি দাঁড় করানো যাবে না। রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি মালিকানাধীন খাত, উন্নয়ন সহযোগীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান ও আইএলও বাংলাদেশ অফিসের শ্রম প্রশাসন বিভাগের প্রধান নীরান রামজুঠান। এতে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক সংগঠনের চেয়ারম্যান হাসান

**ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির ছায়া সংসদে শারমিন মুরশিদ**

আহমেদ চৌধুরী কিরণ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জাহেদা পারভীন প্রমুখ।

হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে বিগত সরকার দুই দফায় বিভিন্ন প্রকল্পে ৩৫২ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। দুর্নীতির কারণে এর সুফল পাওয়া যায়নি। সুবিধাবঞ্চিত শ্রমজীবী শিশু নির্বাচন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও আয় বর্ধনমূলক কাজের জন্য নির্ধারিত টাকা প্রদানে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ৩৫ লাখের বেশি। পথশিশু রয়েছে ৩৪ লাখ। এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত প্রায় ১১ লাখ শিশু। পথশিশুদের ৯৪ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা পায় না। ৫৮ শতাংশের বেশি পথশিশুর জন্মসনদ নেই। এর মধ্যে অনেকে রয়েছে, যাদের সঙ্গে বাবা-মায়ের যোগাযোগ নেই। মেয়ে পথশিশুদের মধ্যে ৪৬ ভাগ যৌন নির্যাতনের শিকার। অর্ধেকের বেশি পথশিশু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নয়। পথশিশুদের বড় একটা অংশ পরিত্যক্ত অবস্থায় ফুটপাত, ট্রেন, বাস ও লঞ্চঘাটে রাতযাপন করে।

প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন উপসচিব রোকেয়া পারভীন জুঁই, সিনিয়র সাংবাদিক মাঈনুল আলম, সাবেক বিতার্কিক ড. এস এম মোর্শেদ, চাইল্ড লেবার বিশেষজ্ঞ আফজাল কবির খান ও সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত বিপন।

কালের কণ্ঠ
। মঙ্গলবার । ২৪ জুন ২০২৫ ।

# সবুজ কারখানা পদক পাচ্ছে যারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম, জ্বালানি দক্ষতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও কর্মপরিবেশ উন্নত করার স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৫ সালের 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' পেতে যাচ্ছে দেশের ৩০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ১৬টি ভিন্ন শিল্প খাত থেকে এসব প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত করা হয়েছে। গতকাল সোমবার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিল্প খাতের শীর্ষ নির্বাহী এবং পরিবেশবিদরা উপস্থিত থাকবেন। সরকারের পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

গার্মেন্টস খাতে স্বীকৃতি পাচ্ছে ঢাকা টেক্সটাইল লিমিটেড, ইকোটেক্স লিমিটেড, ফকির ফ্যাশন লিমিটেড, তারা সিমা অ্যাপারেলস, আউকো টেক্স লিমিটেড ও স্কয়ার ফ্যাশনস লিমিটেড। আকিজ টেক্সটাইল, পাইওনিয়ার ডেনিম, কেডিএস টেক্সটাইল মিলস ও ফোর এইচ ডায়িং অ্যান্ড প্রিন্টিং স্বীকৃতি পাচ্ছে টেক্সটাইল খাতে। ইলেকট্রনিকস খাতে পুরস্কার পাচ্ছে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, ফেয়ার ইলেকট্রনিকস ও ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ। খাদ্য ও পানীয় খাতে আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ও হবিগঞ্জ অ্যাগ্রো লিমিটেড স্বীকৃতি পাচ্ছে। চা-শিল্প খাতে জেরিন টি গার্ডেন ও মির্জাপুর টি গার্ডেন পুরস্কার পাচ্ছে। এ ছাড়া অন্যান্য খাতে পুরস্কার পাচ্ছে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ, অ্যাডজি ট্রিমস, সুভিনিয়ার্স ফুটওয়্যার, কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড, এক্স সিরামিকস, রিমার্ক এইচবি লিমিটেড ও স্কয়ার টয়লেট্রিজ, এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস, পিএইচপি শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ ও কেআর শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ড, খুলনা শিপইয়ার্ড, বিএসআরএম স্টিলস, সেভেন সার্কেল (বাংলাদেশ) লিমিটেড। এই পুরস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্প খাতের পরিবেশগত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হওয়ার প্রতিফলন ঘটেছে।

NEW AGE
WEDNESDAY, JUNE 25, 2025,

# 30 factories win Green Factory Award 2025

**Staff Correspondent**

A TOTAL of 30 factories from 16 industrial sectors of the country have been awarded the prestigious Green Factory Award in recognition to their commitment to eco-friendly and sustainable production practices.

At the event, titled 'Green Factory Award 2025', organised by the Ministry of Labour and Employment on Tuesday in Dhaka, labour adviser M Sakhawat Hossain handed over the awards.

From the garments sector, Charka Textile Limited, Ecotex Limited, Fakir Fashion Limited, Tarasima Apparels Limited, Auko Tex Limited, and Square Fashions Limited were recognised for their environmentally friendly production practices.

Akij Textile Mills Ltd, Pioneer Denim Ltd, KDS Textile Mills Ltd, and Four H Dyeing and Printing Ltd were awarded for their sustainable initiatives in the textile sector.

Pragoti Industries was recognised in the automobile sector for the Green Factory Award 2025.

In the electric and electronics sector, Transcom Electronics Ltd, Fair Electronics Ltd, and Walton Hi-Tech Industries PLC received the award.

Adzi Trims Ltd, from the accessories and backward linkage industry, won the award.

In the food and beverage sector, Akij Food and Beverage Ltd and Habiganj Agro Limited were honoured for their eco-friendly production and waste management practices.

In the tea industry, Zareen Tea Garden and Mirzapur Tea Garden received the award.

From the leather sector, Shoeniverse Footwear Limited was acknowledged for its sustainable operations.

Karupannya Rangpur Limited, from the jute industry, and X Ceramics, from the tiles industry, were also awarded for their sustainable production practices.

In the cosmetics sector, Remark HB Limited and Square Toiletries Limited were among the recipients of the Green Factory Award 2025.

। ২৪ জুন ২০২৫। ১০ আষাঢ় ১৪৩২ সময়ের আলো

# ২১ শতাংশ চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত

● নিজস্ব প্রতিবেদক

## কুরবানির গরুর চামড়া নিয়ে সিপিডির গবেষণা

চলতি বছরের কুরবানি ঈদে অন্তত ২১ শতাংশ গরুর চামড়ায় 'ফ্লে কাট' ক্ষত তৈরি হয়েছে, যা চামড়ার মান ও বাজারমূল্য দুটোতেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এতে এসব চামড়া ভালো মানের চামড়ার তুলনায় গড়ে ৪৫ শতাংশ কম দামে বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। সোমবার রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে 'বাংলাদেশের চামড়ার সাপ্লাই চেইন : কাঁচা চামড়ার গুণগত মান ও মূল্য নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক গবেষণার মূল্যায়ন কর্মশালায় এ তথ্য তুলে ধরেন সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী তামিম আহমেদ। বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ) এবং লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের (এলএসবিপিসি) সহায়তায় ও ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত চার মাস ধরে গবেষণাটি চালানো হয়।

ফ্লে কাট বলতে বোঝানো হয়, চামড়া ছাড়ানোর সময় অতিরিক্ত চাপ বা ভুলভাবে ধারালো অস্ত্র ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ক্ষতচিহ্ন। এই দাগ ও ছেঁড়ার কারণে ভালো মানের চামড়াও নিম্নমানের বা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে।

তামিম আহমেদ বলেন, 'অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতার কারণে বিপুল পরিমাণ কাঁচা চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের গবেষকরা সরেজমিন গিয়ে কাটা ও ছেঁড়া চামড়া ফেলে দেওয়া অবস্থায় পেয়েছেন।'

গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকা শহরে কুরবানির পশুর সংখ্যা ২০ লাখ ছাড়ালেও পেশাদার কসাই আছেন মাত্র ১১ হাজার ৬০০ জন (বাংলাদেশ মাংস ব্যবসায়ী সমিতির হিসাব অনুযায়ী)। সারা দেশের হিসেবে ২০২৫ সালের ঈদে মাত্র ৪ দশমিক ৮ শতাংশ গরু পেশাদার কসাই দিয়ে জবাই হয়েছে। ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ ক্ষেত্রে কুরবানিদাতা নিজেই পশু জবাই করেছেন, আর ৮১ দশমিক ৯ শতাংশ কুরবানি হয়েছে মাদরাসা বা মসজিদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে; যাদের অধিকাংশই প্রশিক্ষিত কসাই নন।

তামিম আহমেদ বলেন, 'দক্ষ কসাই এবং কার্যকর কসাইখানার অভাবে চামড়া নষ্ট হচ্ছে। সঠিকভাবে চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় দেশের চামড়াশিল্প ক্ষতির মুখে পড়ছে।'

সরকার নির্ধারিত দামে এবারের ঈদে ঢাকায় প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত গরুর চামড়া ৬০-৬৫ ও ঢাকার বাইরে ৫৫-৬০ টাকা দরে কেনার কথা। কিন্তু বাস্তবে মানের তারতম্যের কারণে ভালো মানের চামড়ার গড় দাম ছিল ৩৯ টাকা, আর কাটা ও দাগযুক্ত খারাপ মানের চামড়ার গড় দাম ২৭ টাকা। প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, এবারের ঈদে দেশে কুরবানি হয়েছে ৯১ লাখ ৩৬ হাজার ৭৩৪টি পশু। এর মধ্যে গরু ও মহিষ ছিল ৪৭ লাখ ৫ হাজার ১০৬টি।

সাভারের হেমায়েতপুরের চামড়াশিল্প নগরে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জমি কেনার অনুমতি না থাকায় বিদেশি বিনিয়োগ আসছে না বলেও গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষণা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, কুরবানির সময়

## ২১ শতাংশ চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর

চামড়া সংরক্ষণের জন্য অনেকেই লবণ ব্যবহার করেননি। কুরবানিদাতাদের কেউই লবণ ব্যবহার করেননি, ৩৭ শতাংশ মাদরাসা এবং ৮৩ শতাংশ মৌসুমি ব্যবসায়ী লবণ ছাড়াই চামড়া বিক্রি করেছেন। ফলে চামড়ার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তামিম আহমেদ বলেন, 'ভালো দাম পেতে হলে চামড়ার মান নিশ্চিত করতে হবে। সঠিকভাবে জবাই ও চামড়া ছাড়ানো এবং যথাযথ সংরক্ষণ জরুরি। আমরা দেখেছি বেঙ্গল মিট প্রতিটি গরু সঠিকভাবে জবাই করে চামড়া ছাড়ানোর ফলে সেটির চামড়া প্রায় ২ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।'

গবেষণায় ঢাকাসহ বরিশাল, চট্টগ্রাম, নাটোর ও ময়মনসিংহ জেলার মোট ৭৬৮ জন অংশীজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন কুরবানিদাতা, মাদরাসা ও এতিমখানার প্রতিনিধি, মৌসুমি ব্যবসায়ী, বেপারি, আড়তদার, ট্যানারি মালিক ও কর্মচারীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। সভাপতিত্ব করেন বিটিএ চেয়ারম্যান শাহীন আহমেদ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান।

DHAKA THURSDAY JUNE 26, 2025
ASHAR 12, 1432 BS
The Daily Star

# Over 90% women work at informal sector: study

UNB, *Dhaka*

Over 90 percent of working women in Bangladesh are employed in the informal sector, which was particularly hard-hit during the pandemic, a new study has found.

The findings were shared at a seminar titled "Strengthening Systems for Pandemic Preparedness among Working Women Living in Informal Settlements in Urban Bangladesh" yesterday.

It was jointly organised by icddr,b, the Institute of Epidemiology, Disease Control and Research (IEDCR), the Ministry of Health and Family Welfare, and SickKids, Canada, with funding support from the International Development Research Centre (IDRC), Canada.

The event, held at the icddr,b in Dhaka, brought together key stakeholders to discuss the Women RISE study findings and their policy implications.

Led by Dr Sohana Shafique, the study assessed the experiences of working women in informal settlements and factories in Dhaka and Gazipur before and during the pandemic.

"I believe the results of this study will help all of us to prepare for any impending pandemic. We should be careful now as Covid-19 cases are increasing again," said Dr Tahmeed Ahmed, executive director of icddr,b.

Health ministry additional secretary Mohammad Nora Alam Siddique said, "The ministry is committed to collaborating with the cross-sectional groups to improve the systems."

Dr Tahmina Shirin, director of IEDCR, stressed the importance of evidence-based collaboration to enhance pandemic resilience and social protection coverage for urban poor working women.

The research showed notable improvements following targeted interventions.

Knowledge regarding respiratory infection exposure routes increased by 29.59 percent overall, with a 36.28 percent rise among informal sector workers.

Preventive practice also improved by 15.95 percent overall, while knowledge of Social Safety Net Program registration increased by 16.26 percent among informal workers.

The research also showed dietary diversity among working women increased by 11.58 percent overall, with formal sector workers seeing a 22.30 per cent rise.

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৬ জুন ২০২৫

# জীবনের চেয়ে বেশি ভয় ছিল চাকরি হারানোর

**করোনাকাল নিয়ে গবেষণা**

নগরের দরিদ্র এলাকার মানুষদের নিয়ে গবেষণাটি করে আইসিডিডিআরবি। করোনাকালে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে, সেটি ছিল মূল উপজীব্য।

- ৩% নারী আর্থিক অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ উদ্বেগ আক্রান্ত করেছিল ৫৩% পুরুষকে।
- ঘরভাড়া ও ঋণ পরিশোধ নিয়ে উদ্বেগ ছিল ৪৫ শতাংশ নারী ও ৫০ শতাংশ পুরুষের মধ্যে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

কোভিড-১৯ মহামারিতে সারা দেশে মানুষ যখন জীবন রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তখন নগরে দরিদ্র এলাকাগুলোতে দেখা গেছে এক ভিন্ন চিত্র। এসব এলাকায় জীবন বাঁচানোর চেয়ে বেশি উদ্বেগ ছিল আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা ও চাকরি হারানোর ভয়। পুরুষদের চেয়েও কর্মজীবী নারীদের মধ্যে এ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছিল বেশি।

শহরে বসবাসকারী কর্মজীবী নারীদের মহামারি মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে আইসিডিডিআরবির (আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র) করা এক গবেষণায় এ চিত্র উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার এক সেমিনারে এ গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

গবেষণায় সহযোগিতা করেছে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং কানাডার সিককিডস নামের একটি সংস্থা। কানাডার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের আর্থিক সহায়তায় এ গবেষণা করা হয়েছে। গাজীপুরের ছয়টি কারখানা ও আইসিডিডিআরবির আরবান হেলথ অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিক সারভেইল্যান্স সিস্টেম সাইটে এ গবেষণা করা হয়েছে।

গবেষণায় নেতৃত্ব দেওয়া আইসিডিডিআরবির আরবান হেলথ, ইউনিভার্সেল হেলথ কাভারেজ, হেলথ সিস্টেম অ্যান্ড পপুলেশন স্টাডিজের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর সোহানা শফিক বলেন, কোভিড-১৯-এর যেমন প্রত্যক্ষ কিছু প্রভাব ছিল, তেমনি পরোক্ষ কিছু প্রভাবও পড়েছে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে। নগরের দরিদ্র এলাকাগুলোতে কোভিডের সময় কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে সেটা আমরা তুলে এনেছি গবেষণায়।

সোহানা শফিক বলেন, কোভিডের সময় নগরে দরিদ্র এলাকাগুলোতে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ। আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা, খাবার, চাকরি হারানো, ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার ভয় কোভিডের সময় এসব বিষয় নিয়ে সর্বোচ্চ উদ্বেগ ছিল নগর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ৮৩ শতাংশ নারী আর্থিক অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। এ উদ্বেগ আক্রান্ত করেছিল ৫৩ শতাংশ পুরুষকে। সামর্থ্যের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার কেনা নিয়ে উদ্বেগ ছিল ৬০ শতাংশ নারীর। এ উদ্বেগ ছিল মাত্র ১৫ শতাংশ পুরুষের মধ্যে। আয় হ্রাস ও চাকরি হারানোর উদ্বেগ ছিল ৫৬ শতাংশ নারী ও ৩৩ শতাংশ পুরুষের মধ্যে। ঘরভাড়া ও ঋণ পরিশোধ নিয়ে উদ্বেগ ছিল ৪৫ শতাংশ নারী ও ৫০ শতাংশ পুরুষের মধ্যে।

সোহানা বলেন, তাই নীতিগুলো শুধু স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক সাজালে হবে না, একই সঙ্গে এসব উদ্বেগ মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সঙ্গে নিয়ে নীতিগুলো সাজাতে হবে। এ কারণে আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয় জোরদার করার সুপারিশ করেন তিনি।

কোভিড-১৯ নিয়ে যতগুলো স্টাডি হয়েছে, সব কটিতে দেখা গেছে, নগরে দরিদ্র এলাকাগুলোতে সচেতনতার কাজ কম হয়েছে। সোহানা আরও বলেন, বিশেষ করে তৈরি পোশাক কারখানা, যেখানে একসঙ্গে অনেক মানুষ বসবাস করেন। এ জায়গাগুলোতে কোভিড-১৯ নিয়ে সচেতনতার অনেক গাইডলাইন ছিল, কিন্তু বাস্তবায়নে অসুবিধা ছিল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে রেসপিরেটরি প্যাথোজেনের (শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ঘটানো জীবাণু) বিষয়ে সচেতনতার পরামর্শ এসেছে জানিয়ে তিনি বলেন, যেকোনো রেসপিরেটরি প্যাথোজেনের মহামারি ঘটানোর সক্ষমতা আছে। এগুলো এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বলা হয়েছে, এ ধরনের জীবাণু সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যখন মহামারি থাকে না, তখনই এ বিষয়ে নগরের দরিদ্র এলাকায় সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

স্বাগত বক্তব্যে আইসিডিডিআরবির নির্বাহী পরিচালক তাহমিদ আহমেদ বলেন, 'আমাদের গবেষণা ও কাজ সম্পর্কে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি অবহিত আছেন। আমাদের খ্যাতি আমাদের দায়িত্বকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এ গবেষণা ভবিষ্যতের কোন মহামারির ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে, সে বিষয়ে একটি রোডম্যাপের মতো কাজ করবে।'

সেমিনারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন, 'এ গবেষণা এমন সময়ে করা হলো, যখন আরও একটি মহামারি আমাদের দুয়ারে করাঘাত করছে। গ্রামে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে আরবান প্রাইমারি হেলথকেয়ারকে আরও কার্যকর করার চেষ্টা করছে।'

সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন নারী সংস্কার কমিশনের সদস্য হালিদা খানুম আখতার, আইসিডিডিআরবির জ্যেষ্ঠ পরিচালক সারাহ্ এম সালওয়ে ও রোগতত্ত্ব, রোগনির্ণয় ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক তাহমিনা শিরীন।

DHAKA FRIDAY JUNE 27, 2025
ASHAR 13, 1432 BS
The Daily Star

# Safety net allocation inadequate

## NGOs say the poor are being left uncared for

**STAR BUSINESS REPORT**

Bangladesh's allocation to social safety net programmes is inadequate, and a significant portion of the existing funds does not reach the poor, said speakers at a discussion in Dhaka yesterday.

They highlighted the need to prioritise schemes that directly support the poor and marginalised, such as old-age, disability, and maternity allowances. Programmes not directly linked to poverty alleviation should be excluded from the social safety net, they added.

The discussion, titled "Social Safety Net Programme and the National Budget to Address Inequality", was organised by the Right to Food Bangladesh network at the Jatiya Press Club.

Mohsin Ali, general secretary of Right to Food Bangladesh, said the interim government formed on August 8 is now being tested on how it will act on the issue of social safety nets.

He said that while the introduction of the National Social Security Strategy in 2015 was a good initiative, the beneficiary selection process remains unclear in practice. Saidur Rahman Khan, director general of the Department of Social Services, said complaints about allowance disbursement have declined in recent times.

"We are working to prevent duplication so that the same person does not receive allowances from multiple sources," he added.

"We need to think about what a social safety net means, who should receive it, and how it should be delivered," said MM Akash, former economics professor at Dhaka University.

He stressed the importance of utilising social initiatives to reduce pressure on the state.

SM Zulfiqar Ali, research director at the Bangladesh Institute of Development Studies, said that while the number of allowances and beneficiaries has increased in the FY2025-26 budget, the monthly allowance amount still falls short of the poverty line income.

Right to Food Bangladesh made several recommendations, including reviewing and excluding programmes that do not align with core poverty-reduction objectives, increasing the allocation and per-beneficiary amount, and introducing new schemes for the urban poor.

NEWAGE TUESDAY, JUNE 24, 2025,

# Child workers are but ignored

by AKM Ashraf Uddin

Child labour remains a pressing crisis globally. According to estimates by the ILO and UNICEF, as of 2024, around 138 million children were engaged in labour, with approximately 54 million involved in hazardous tasks that endanger their health and development. Agriculture continues to account for the majority of cases, representing 61 per cent of all child labour. These figures speak to a systemic global failure, but the crisis is particularly pronounced in countries like Bangladesh, where informal economies thrive without regulation or oversight.

In Bangladesh, the 2022 National Child Labour Survey paints a grim picture. Among the country's 39.9 million children aged between 5 and 17, 3.54 million — roughly 8.9 per cent — are engaged in some form of work. Of these, 1.78 million qualify as being involved in child labour, representing a 4.5 per cent increase since the last comparable survey in 2013. Even more concerning, over one million children are engaged in hazardous work. Although this number has decreased by 16.5 per cent since 2003, the prevalence remains unacceptable. These numbers, however, are based on national legal frameworks that still do not fully align with international standards — particularly regarding age thresholds and the definition of hazardous labour.

One of the most telling examples of the child labour crisis lies in Keraniganj, a rapidly industrializing area across the Buriganga River from Dhaka. Over the last two decades, Keraniganj has become a major hub for informal ready-made garment production, with more than 7,500 unregistered units operating largely out of sight. These makeshift garment factories produce clothing for local markets and low-end exports, often operating from cramped residential buildings that escape both registration and inspection. In this grey economy, children work silently and invisibly — some estimates suggest that out of the 300,000 to 400,000 workers in Keraniganj, a significant portion (more than 1,500) are children under the age of 14.

These children endure gruelling 13-16 hour workdays as helpers, ironers, finishers, and even machine operators. Exposed to chemical fumes, electrical hazards, and sharp tools — often without ventilation, proper lighting, or safety gear — their physical and mental well-being is constantly at risk. Gender-insensitive and unhygienic toilets further increase their vulnerability, particularly for girls. These children do not entitle to earn anything for two years, have no contracts, and are recruited informally through intermediaries. For them, work is not a choice but a consequence of poverty, debt, and family pressure. Their reality meets every definition of forced labour and modern slavery as outlined in international law.

While Bangladesh has made legislative progress — the Bangladesh Labour Act 2006 (amended in 2018) prohibits employment of children under 14 and limits adolescents to non-hazardous work — the enforcement of these laws is virtually non-existent in informal hubs like Keraniganj. The government has officially banned 43 types of hazardous work for anyone under 18, many of which are rampant in informal RMG units. These legal provisions mirror the requirements of ILO Convention No. 138 on Minimum Age and Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour, both ratified by Bangladesh. Yet, these commitments have failed to materialize into action on the ground.

Recognising the depth of the challenge, the Labour Law Reform Commission in 2024 made crucial recommendations. These include a total ban on hazardous labour for those under 18, legal recognition and protection for informal workers, and the criminalization of forced and coerced labour. The Commission also emphasized mandatory child labour reporting across supply chains and called for tighter integration of labour inspection with education, social services, and child protection. These recommendations directly support the ILO's 2021 Roadmap for the Elimination of Child Labour, which underscores the importance of expanding universal education, strengthening inspections, and providing decent work and social protection for adults.

On the international front, the responsibility is not limited to governments alone. The European Union's Strategy on the Rights of the Child, its Action Plan on Human Rights and Democracy, and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive are reshaping the global supply chain landscape. Brands sourcing from Bangladesh can no longer claim ignorance regarding the origins of their products. Under these frameworks, companies are legally obligated to ensure that their entire supply chains — including informal and subcontracted layers — are free of child labour and human rights abuses.

Yet, despite these legal frameworks and institutional declarations, informal clusters like Keraniganj remain unmapped and unmonitored. Labour inspectors are understaffed and lack jurisdiction in unregistered enterprises. Local governments have neither the mandate nor the resources to regulate these spaces, while transitional education programs remain scarce. Families, left unsupported by weak social protection systems, continue to send children into the workforce out of sheer necessity. The result is a systemic ecosystem of exploitation, where child labour is not only permitted but, in many cases, silently endorsed.

To address this crisis, Bangladesh must adopt a combined sector-based and area-based strategy. A sector-focused approach should target high-risk industries such as RMG, leather, recycling, construction, domestic work, and agriculture. Legal enforcement, supply chain accountability, and compliance mechanisms must be strengthened across these sectors. Simultaneously, an area-based approach should zero in on informal hotspots like Keraniganj. This would involve mapping all active factories, establishing community-level child protection monitoring, facilitating school reintegration, and ensuring family access to social safety nets. These efforts must be coordinated by multiple stakeholders, including trade unions, NGOs, local authorities, and national bodies.

What is needed now is not another statement of intent but bold action. The government must immediately begin implementing the LLRC's recommendations, expand the coverage of the Department of Inspection for Factories and Establishments to include informal areas, and build a coordinated national plan aligned with the ILO roadmap and SDG 8.7. Global brands must enforce their due diligence responsibilities under HREDD and CSDDD, ensuring traceability into the deepest layers of their production networks. Civil society must keep up the pressure, exposing violations and pushing for reform wherever child exploitation persists.

The children of Keraniganj are not invisible — they are ignored. They are workers without rights, students without schools, and citizens without protections. Let 2025 be the year we honour our obligations not in theory but in practice. If not we should renew our commitment aligning with the global community and ensure achievement by 2030. Ending child labour is not just a development target — it is a moral imperative. A just and prosperous Bangladesh must begin with protecting the dreams and dignity of every child.

*AKM Ashraf Uddin is executive director of*

DHAKA TUESDAY JUNE 24, 2025
ASHAR 10, 1432 BS
The Daily Star

# Bangladesh sees sharp decline in quality rawhides: CPD study

**QUALITY AND PRESERVATION ISSUES**

- Only **20%** of rawhides are of good quality now
- Seven years ago, **60-70%** of rawhides were high grade
- **21%** of rawhides were damaged by flay cuts
- **46%** of hides were left in open spaces after slaughter
- Dust, germs, and bad weather spoiled many rawhides

**SLAUGHTERING PRACTICES**

- There is a lack of skilled butchers during Eid-ul-Azha
- Only **4.8%** of cattle were slaughtered by professionals this Eid
- Over **80%** of animals were slaughtered by untrained people

SOURCE: CPD RESEARCH PAPER

**CPD's recommendations**

- The government should remove policy barriers for investors in Savar tannery estate
- There should be different pricing for salted and unsalted hides to ensure better quality

STAR BUSINESS REPORT

The availability of good quality rawhides has fallen sharply in Bangladesh over the years, although overall supply has increased, according to a research report.

Some 60 percent to 70 percent of rawhides were of good quality seven to eight years ago, but now less than 20 percent meet the standard, it said.

The Centre for Policy Dialogue (CPD) conducted the research under an initiative jointly undertaken by the Bangladesh Tanners Association (BTA) and the Leather Sector Business Promotion Council under the Ministry of Commerce.

Khondaker Golam Moazzem, research director at the CPD, led a three-member team in conducting the study. The other two are Tamim Ahmed, a senior research associate, and Atikuzzaman Shazeed, a programme associate.

Ahmed presented the research paper titled "Bangladesh's Leather Supply Chain: Ensuring Quality and Price of Raw Hides" at a workshop in Dhaka Club yesterday.

Ahmed said ensuring the quality of rawhides was important because high-quality hides not only guarantee better prices but also reduce waste and help produce high-value exportable leather products.

He said if animals are not slaughtered and skinned properly, cuts, tears, or structural damage may occur on the hides. As a result, high-quality hides often end up becoming low-grade or unusable, he mentioned.

In Bangladesh, there is a shortage of skilled butchers during the Eid-ul-Azha period for slaughtering and skinning cattle, he said.

While it is estimated that over 20 lakh animals are sacrificed in Dhaka alone during this time, the city has only about 11,600 trained butchers, he added.

The report also revealed that during Eid-ul-Azha in 2025, only 4.8 percent of cattle were slaughtered by professional butchers.

In 13.3 percent of cases, the animal owners themselves carried out the slaughter, while in most cases (81.9 percent), the task was performed by representatives from madrasas or mosques, many of whom are not trained butchers, it said.

Due to inexperience and a lack of skills in skinning, a significant portion of rawhides was damaged, especially through flay cuts, it added.

Flay cuts refer to incisions or marks on the hide caused by excessive pressure or improper use of sharp tools while removing the skin.

According to the report, 21 percent of rawhides were affected by flay cuts during this year's Eid-ul-Azha.

The survey also found that 46 percent of sacrificial animal owners left the hides in open spaces after the slaughter, while in 36 percent of cases, madrasa authorities and seasonal traders kept the hides in the open.

In 14 percent of cases, wholesalers kept the hides in open areas, it said.

This unhygienic and unplanned storage method likely exposed the rawhides to adverse weather conditions, dust, and germs, causing deterioration in their quality, it added.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# Bangladesh sees

Tamim Ahmed also said the government needs to remove policy barriers related to land purchase and plot allocation for both foreign and local investors within the Savar Tannery Industrial Estate (STIE).

The leather associations, the government, and plot owners should sit together to decide how the vacant spaces can be utilised by other potential investors, he said.

Associations should also offer foreign investors the benefits that their members get, he added. Khondaker Golam Moazzem said in determining the price of rawhides, there should be separate rates for salted and unsalted hides.

The price for salted rawhides should be set high enough to encourage proper salting. Price variations should also reflect some basic quality standards, he added.

Shaheen Ahamed, chairman of the BTA, said if the STIE's central effluent treatment plant (CETP) can be made fully functional, it would be possible to increase exports by Tk 50,000 to Tk 60,000 crore within the next four to five years.

He said this would also create opportunities for foreign investment in the country's leather sector.

Md Shakawat Ullah, senior vice-chairman of the BTA, also urged for the CETP to be made fully functional. "After that, we will see how to increase the price of leather," he said.

Mahbubur Rahman, secretary to the Ministry of Commerce, said next year, instead of distributing free salt for preserving rawhides, the possibility of offering incentives for selling salted rawhides would be considered.

He believes that this would encourage faster and better preservation of rawhides.

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার ১১ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 25 June 2025

# ৯৮ শতাংশ ট্যানারি মালিকের অভিযোগ চামড়া দাগযুক্ত ছিল: সিপিডির গবেষণা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশে পশুর চামড়ার বাজারমূল্য কম হওয়ার অন্যতম কারণ, চামড়ার গুণগত মানের অবনতি। বিশেষ করে কোরবানির সময় দক্ষ লোক দিয়ে পশু জবাই না করায় ও দেরীতে লবণ যুক্ত করায় চামড়ার মান খারাপ হয়ে যায়।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকার হেমায়েতপুরে অবস্থিত ট্যানারি প্রতিষ্ঠানগুলো গত কোরবানির সময় যে চামড়া সংগ্রহ করেছিল তার মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশ চামড়াই ছিল কমবেশি দাগযুক্ত। এ ছাড়া ৬৮ শতাংশ চামড়ায় ছোট-বড় কাটা ছিল।

সম্প্রতি রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে 'বাংলাদেশের চামড়া সরবরাহ শৃঙ্খল: কাঁচা চামড়ার মান ও মূল্য নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক ওই জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়।

সিপিডি বলেছে, সঠিক উপায়ে জবাই না করলে এবং চামড়া ছাড়ানো না হলে চামড়ায় কাটা দাগ পড়ে, ছিড়ে যায় বা গঠনগত ক্ষতিসাধন হয়। এতে চামড়ার মান ভালো থাকে না বরং অনেক ক্ষেত্রেই নিম্নমানের বা অকেজো হয়ে যায়। এ ছাড়া প্রাকৃতিক কারণেও মান কমে যায়। যেমন, ট্যানারিগুলো যেসব চামড়া সংগ্রহ করেছিল, তার মধ্যে ২৩ শতাংশ চামড়া গরমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দীর্ঘ সময় লবণ না দিয়ে রাখায় এমনটা হয়েছে। এসব চামড়ার মধ্যে ১৮ শতাংশ শেষ পর্যন্ত পচে গেছে।

৭ জুন দেশে ঈদ উল আজহা বা কোরবানির ঈদ উদ্‌যাপিত হয়। তখন ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নাটোর ও ময়মনসিংহ- এই পাঁচ জেলায় জরিপটি পরিচালনা করে সিপিডি। এতে কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ৭৬৮ অংশীজনের কাছ থেকে থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন কোরবানিদাতা, মাদ্রাসা ও এতিমখানার প্রতিনিধি, স্থানীয় মৌসুমি ব্যবসায়ী, ব্যাপারী, আড়তদার ও ট্যানারিমালিক।

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ) ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান লেদার বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (এলএসবিপিসি) যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান। আরও বক্তব্য দেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও বিটিএ চেয়ারম্যান মো. শাহীন আহমেদ। মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী তামিম আহমেদ।

> ঢাকার হেমায়েতপুরে অবস্থিত ট্যানারি প্রতিষ্ঠানগুলো গত কোরবানির সময় যে চামড়া সংগ্রহ করেছিল তার মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশ চামড়াই ছিল কমবেশি দাগযুক্ত। এ ছাড়া ৬৮ শতাংশ চামড়ায় ছোট-বড় কাটা ছিল

অনুষ্ঠানে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'চামড়ার মূল্য নির্ধারণে লবণসহ ও লবণছাড়া উভয় ধরনের দাম রাখা উচিত। আগামী বছর থেকেই এটি হতে পারে। লবণসহ চামড়ার দাম এতটা বেশি রাখা উচিত যেন তা চামড়ায় লবণ লাগানোর বিষয়ে উৎসাহ তৈরি করে।' এ ছাড়া কাঁচা চামড়া রপ্তানির সুযোগ অব্যাহত রাখা উচিত বলে জানান তিনি। চামড়া খাতে বিদেশি বিনিয়োগ নেই। চামড়া শিল্প নগরীতে বিদেশি কেউ জমি কিনতে পারে না। এসব জায়গায় শিথিলতা আনা প্রয়োজন।

সিপিডির জরিপে উঠে এসেছে, চলতি বছরের কোরবানি ঈদে ৫২ শতাংশ গরু জবাই করা হয়েছে রাস্তাঘাটে। এ ছাড়া খোলা মাঠে ২৬ শতাংশ, বাড়ির পরিত্যক্ত জায়গায় সাড়ে ৮ শতাংশ ও বাগানের মধ্যে প্রায় ৯ শতাংশ গরু জবাই করা হয়েছে। এর বাইরে মাত্র ৩ দশমিক ২ শতাংশ গরু স্লটারহাউসে (পশু জবাইখানা) এবং ১ দশমিক ৬ শতাংশ পশু সরকার নির্ধারিত স্থানে জবাই করা হয়েছে।

দেশে ঈদ মৌসুমে গবাদিপশু জবাই ও চামড়া ছাড়ানোর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কসাইয়ের অভাব রয়েছে বলে জানায় সিপিডি। ঢাকায় ২০ লাখের বেশি গরু কোরবানি হলেও এ জেলায় প্রশিক্ষিত কসাইয়ের সংখ্যা মাত্র ১১ হাজার ৬০০।

জরিপে উঠে আসে, চলতি বছর ঈদুল আজহায় সময় প্রায় ৮২ শতাংশ পশু কোরবানি হয়েছে মাদ্রাসা বা মসজিদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই প্রশিক্ষিত নন। এ ছাড়া ১৩ শতাংশের বেশি পশু জবাই করেছেন কোরবানিদাতা নিজেই। মাত্র ৪ দশমিক ৮ শতাংশ পশু পেশাদার কসাইয়ের মাধ্যমে জবাই করা হয়েছে।

দক্ষ লোক দিয়ে কাজ না করানোয় এবারের ঈদে অন্তত ২১ শতাংশ কোরবানিদাতার গরুর চামড়ায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে গভীর কাটা-ছেঁড়া (ফ্লে কাট) হয়েছে। ফলে এসব চামড়ার তেমন দামই পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া সিপিডির জরিপকারীরা কোরবানির সময় সরেজমিনে গিয়ে কাটা ও ছেঁড়া চামড়া ফেলে দেওয়া অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন।

কোরবানির পর (লবণ দেওয়ার আগে) দ্রুত চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও অবহেলার চিত্র উঠে এসেছে। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর ৪৬ শতাংশ কোরবানিদাতা পশু জবাইয়ের পর চামড়া খোলা স্থানে ফেলে রেখেছিলেন। এ ছাড়া চামড়া সংগ্রহ করা মাদ্রাসা প্রতিনিধি ও মৌসুমি ব্যবসায়ীদের ৩৬ শতাংশে এবং ১৪ শতাংশ আড়তদার ও পাইকারি ব্যবসায়ী দীর্ঘ সময় চামড়া খোলা জায়গায় সংরক্ষণ করেছেন। এ কারণে বৃষ্টি, সূর্যের অত্যধিক তাপ, ধুলাবালু ও রোগজীবাণুর সংক্রমণে অনেক চামড়ার গুণগত মান নষ্ট হয়েছে।

এদিকে সরকার প্রতিবছর লবণযুক্ত চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দেয়, কিন্তু কাঁচা চামড়া প্রতিবারই অনির্ধারিত দামেই বেচাকেনা হয়। কোরবানিদাতা, মৌসুমি ব্যবসায়ীসহ যে কেউ লবণযুক্ত করে চামড়া সংরক্ষণ করতে পারলেও এ কাজে তাঁদের মধ্যে অনীহা দেখা গেছে।

জরিপমতো কোনো কোরবানিদাতাই নিজে চামড়ায় লবণ যুক্ত করেননি। ৮৩ শতাংশ মৌসুমি ব্যবসায়ী ও ৩৭ শতাংশ মাদ্রাসা লবণ দেওয়া ছাড়াই চামড়া বিক্রি করেছে। অথচ এবারের ঈদুল আজহার সময় স্থানীয় পর্যায়ে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য সরকার বিনা মূল্যে ২০ কোটি টাকার লবণ সরবরাহ করেছিল। প্রায় ১১ হাজার ৫৭১ টন লবণ দেশের সব কটি জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এতিমখানা, মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে বিতরণ করা হয়।

সিপিডি বলেছে, চলতি বছর কোরবানির পশুর চামড়ায় লবণ বিতরণকে ঘিরে বেশ কিছু অভিযোগ উঠেছে। যেমন অনেক মাদ্রাসা, এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং সরকারি বরাদ্দের লবণ পায়নি। আবার যারা পেয়েছে, তাদের অনেকেই চামড়ায় লবণ না দিয়ে কাঁচা চামড়া ও লবণ আলাদাভাবে বিক্রি করেছে।

WEDNESDAY JUNE 25, 2025
ASHAR 11, 1432 BS
The Daily Star

# Govt to amend labour law by Oct: adviser

## 30 factories receive ministry's green award

STAR BUSINESS REPORT

The government will complete bringing about amendments to the Bangladesh Labour Act by October this year as the country has committed to improving it to international standards, said Labour and Employment Adviser Brig Gen (retd) M Sakhawat Hussain yesterday.

Afterwards, it will be possible to provide it to the International Labour Organization (ILO) as proof of the progress made in labour rights, he said.

Bangladesh had made the commitment earlier as the international community, including the ILO, European Union (EU), and the US, had been pressing for it over the past couple of years.

The adviser also said he had to face a lot of queries from international communities on several occasions at the ILO meetings, as the country still lacked the improvements.

He also inspired entrepreneurs and factory owners to use renewable energy for sustainable production and environmental protection.

The adviser was speaking at a ceremony at Osmani Memorial Hall in Dhaka to present the Ministry of Labour and Employment's Green Factory Award 2025.

Hussain, along with Industries Ministry Adviser Adilur Rahman Khan, handed over the awards to the recipients.

The government recognised 30 factories in 16 categories with the award for their initiatives to curb environmental pollution and adopt eco-friendly technologies.

The 30 factories were selected from a shortlist of 72 based on environmental management, worker welfare, safety, and innovation.

Adilur Rahman said it was not only an award but also a form of "green initiative" deeply rooted in the country's industrial policy.

Currently, Bangladesh has the highest number of factories—248—that have attained the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certificate.

Zaraif Ayaat Hossain, *right*, head of strategy & transformation of Transcom Group, receives Green Factory Award 2025 on behalf of Eskayef Pharmaceuticals Ltd and Transcom Electronics Ltd from Brigadier General (retd) M Sakhawat Hussain, labour and employment adviser, and Adilur Rahman Khan, industries ministry adviser, at a function in Dhaka yesterday. PHOTO: COLLECTED

Of them, 105 are in the platinum category and 129 in gold. Nine out of the world's 10 greenest factories are also in Bangladesh, he said.

On behalf of the award recipients, Uzma Chowdhury, director (corporate finance) of Pran-RFL Group, said they tried to establish such factories as the focus was not only on production but also on caring for the environment.

They have always prioritised the environment and social efficiency since the establishment of Chorka Textile and Habiganj Agro Limited, she said.

They have been exporting garment items and processed foods from these two factories, she also said.

The factories have solar systems, energy-efficient machinery, rainwater harvesting systems, energy management systems, and effluent treatment plants (ETP), while ensuring workplace safety, said Chowdhury.

The award-winning factories under the readymade garment (knit) category are Chorka Textile Ltd, Echotex Ltd, and Fakir Fashion Limited.

Those under the woven garment category are Tarasima Apparels Ltd, Auko-Tex Ltd, and Square Fashions Ltd.

The textile category had four—Akij Textile Mills Limited, Pioneer Denim Limited, KDS Textile Mills Ltd (Unit-2), and Four H Dyeing and Printing Ltd.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# Govt to amend labour law by October

FROM PAGE B1

Pragoti Industries Limited was awarded under the automobile industry factory category.

Three factories were awarded under the electric and electronics goods manufacturing category–Transcom Electronics Limited, Fair Electronics Limited, and Walton Hi-Tech Industries PLC.

Adzi Trims Ltd was awarded under the accessories and backward linkage factory category.

Akij Food and Beverage Ltd and Habiganj Agro Ltd were awarded under the processed food factory category.

Zareen Tea Garden and Mirzapore Tea Garden were awarded under the tea industry category. Shoeniverse Footwear Ltd was awarded under the hide industry (finished goods) category.

Karupannya Rangpur Limited and X Ceramics Ltd were awarded under the jute mills and tiles and ceramics industries categories, respectively.

Remark HB Limited and Square Toiletries Limited received the award under the cosmetics factory category. Eskayef Pharmaceuticals Limited won the award under the pharmaceutical industries category.

PHP Ship Breaking Industries Limited, Khulna Shipyard Limited, and KR Ship Recycling Yard were given the award under the shipbuilding and shipbreaking industries category.

Seven Circle (Bangladesh) Ltd received the award under the cement factory category, while BSRM Steels Ltd was given the award under the steel mill category.

Each award came with a certificate, a memorabilia, and a cheque of Tk 100,000.

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ২৬ জুন ২০২৫

# কর্মজীবী নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

## কভিড মহামারি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের ৯০ শতাংশের বেশি কর্মজীবী নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, যাঁরা কভিড মহামারিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছেন। মহামারির কারণে নারী-পুরুষ উভয়ের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গতকাল বুধবার ঢাকায় 'বাংলাদেশের শহরের অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলোতে বসবাসকারী কর্মজীবী নারীদের মধ্যে বৈশ্বিক মহামারি মোকাবেলার প্রস্তুতির জন্য সিস্টেম শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক আলোচনাসভায় এমন তথ্য জানানো হয়। শহরে বস্তি এবং পোশাক কারখানায় কর্মরত নারীদের মহামারি মোকাবেলায় আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সভাটি হয়।

মহাখালীর সাসাকাওয়া অডিটরিয়ামে গবেষণার তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আয়োজনটি করে আইসিডিডিআরবি। এতে সহযোগিতা করেছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং কানাডার সিককিডস। এই গবেষণায় আর্থিক সহায়তা দিয়েছে কানাডার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার। সভায় 'ওম্যান রাইজ' গবেষণার মূল ফল এবং নীতিগত সুপারিশ নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও নীতিনির্ধারকরা আলোচনায় অংশ নেন।

ডা. সোহানা শফিকের নেতৃত্বে পরিচালিত 'ওম্যান রাইজ' গবেষণাটি কভিড মহামারির আগে, চলাকালে এবং পুনরুদ্ধারের সময় বস্তি ও কারখানায় কর্মরত নারীদের অভিজ্ঞতা গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছে। ঢাকা ও গাজীপুরে আইসিডিডিআরবির আরবান হেলথ অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিক সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম সাইট এবং গাজীপুরের ছয়টি তৈরি পোশাক কারখানায় গবেষণাটি চালানো হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সীমিত সম্পদের শহুরে পরিবেশে জেন্ডার, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্যের পারস্পরিক প্রভাব বোঝা। মহামারি প্রতিরোধের সক্ষমতা বাড়াতে একটি বিশেষ কৌশল তৈরি ও তার কার্যকারিতা মূল্যায়নে সিস্টেম থিংকিং এবং জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

আইসিডিডিআরবির নির্বাহী পরিচালক তাহমিদ আহমেদ বলেন, 'এই গবেষণার ফল আমাদের সবাইকে ভবিষ্যতের যেকোনো মহামারির জন্য প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবে। আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ কভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা আবারও বাড়ছে। তবে এটি আমাদের চলমান কাজগুলোকে আরো পরিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করারও একটি সুযোগ।'

এরপর সোহানা শফিক গবেষণার মূল দিকগুলো তুলে ধরেন। তিনি দেখান, কিভাবে কভিড-১৯ মহামারিতে বস্তি ও কারখানায় কর্মরত নারীরা বিশেষভাবে ঝুঁকিতে পড়েছিলেন এবং শহুরে স্বাস্থ্যসেবায় কী ধরনের ফাঁকফোকর ছিল। গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োগ করা বিশেষ উদ্যোগগুলো কিভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তা-ও তিনি বিস্তারিত জানান।

কেস স্টাডি হিসেবে মিরপুর বস্তির ২৮ বছর বয়সী এক গৃহকর্মী জানান, মহামারির সময় সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে খরচের চাপে তাঁকে কানের দুল বিক্রি করতে এবং ঋণ নিতে হয়েছে, যার ফলে তাঁর মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এর পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে কর্মসংস্থান কমেছে এবং খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপের ফলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি এসেছে। শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের বিস্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান সামগ্রিকভাবে ২৯.৫৯ শতাংশ বেড়েছে, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের মধ্যে ৩৬.২৮ শতাংশ। লক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা ২৪.৭১ শতাংশ বেড়েছে, যেখানে আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের মধ্যে ৩১.৬১ শতাংশ এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের মধ্যে ১৯.৬০ শতাংশ বেড়েছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান ২১.২৪ শতাংশ বেড়েছে। এতে আনুষ্ঠানিক খাতের ১৮.২৫ শতাংশ এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের ২৩.৪৩ শতাংশ কর্মী উপকৃত হয়েছেন। হাত ধোয়ার সঠিক সময় সম্পর্কে জ্ঞানও আনুষ্ঠানিক খাতের ২৪.৭০ শতাংশ এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের ২৭.৬৬ শতাংশ কর্মীর মধ্যে বেড়েছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অনুশীলনও ১৫.৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা আনুষ্ঠানিক খাতের ১৬.৯৭ শতাংশ এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের ১৫.৪১ শতাংশ উভয় ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান। কর্মজীবী নারীদের মধ্যে খাদ্যের বৈচিত্র্য সামগ্রিকভাবে ১১.৫৮ শতাংশ বেড়েছে, বিশেষ করে আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের মধ্যে এটি বেড়েছে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য ও জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র ফ্যাকাল্টি হালিদা হানুম আখতার।

নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, 'আমি অনুরোধ করব এই গবেষণার ফল নীতিনির্ধারকদের কাছে পাঠানোর জন্য, যাতে আমরা আমাদের উদ্যোগগুলোর যথাযথ পর্যালোচনা করতে পারি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে আমরা পুরো সিস্টেমকে আরো উন্নত করতে পারি।'

সময়ের আলো
সোমবার। ৩০ জুন ২০২৫

# গৃহকর্মীদের প্রতি ইনসাফ করা চাই

মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ

ইসলাম মানুষকে ন্যায় ও ইনসাফ শেখায়। সমাজের উপরস্থ ও অধীনস্থ শ্রেণির মধ্যে সম্পর্ক ও আচার-ব্যবহার কেমন হবে, সে ব্যাপারেও রয়েছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্দেশনা। বাসাবাড়ি, দোকানপাট অথবা চাকরির স্থলে যারা কাজের সহযোগিতা করে থাকেন তাদের প্রতি সদয় আচরণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ মানুষ হিসেবে সবাই সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। মৌলিক অধিকার সবার সমান। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার অধিকার সবার ক্ষেত্রে সমান। ব্যক্তিস্বাধীনতাও সবার ক্ষেত্রে সমান। মর্যাদার দিক দিয়ে ইসলামে ধনী-গরিব সবাই সমান। রাসুল (সা.) খাদেম, শ্রমিক ও কাজের লোকদের প্রতি সদাচরণ, তাদের প্রতি দয়ামায়া ও ইনসাফ প্রদর্শনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আর এই কারণেই শিশু জায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) নিজের পিতা-মাতা ও জ্ঞাতিগোষ্ঠী থেকে প্রিয়নবী (সা.)-কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

**ভুলত্রুটি ক্ষমা করা**

মানুষ হিসেবে কেউই ভুলমুক্ত নয়। মালিক যেমন ভুল করতে পারেন, তেমনি শ্রমিকের থেকেও প্রকাশ পেতে পারে অনেক ভুলত্রুটি। কখনো ভুল হয়ে গেলে আমাদের কর্তব্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার একজন কাজের ছেলে আছে, সে অন্যায় করে এবং আমাকে কষ্ট দেয়। আমরা কাজের লোকদের কতবার ক্ষমা করব? এ কথা শুনে তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি আবার একই কথা জিজ্ঞাসা করল। এবারও রাসুল (সা.) কোনো উত্তর দিলেন না। লোকটি তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর নবীজি (সা.) বললেন, তোমরা কাজের লোকদের প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমা করবে (তিরমিজি, হাদিস : ১৯৪৯)। রাসুল (সা.) প্রথম দুবার চুপ ছিলেন কেন? এ ব্যাপারে হাদিসবিশারদগণ বলেন, লোকটির এমন প্রশ্ন নবীজি (সা.) অপছন্দ করেছিলেন। কেননা ক্ষমা করা একটি উত্তম গুণ, যখনই হোক আর যেভাবেই হোক। এখানে সংখ্যা নির্ধারণ করার প্রয়োজন কী! তবে উল্লেখিত হাদিসে সত্তর সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং বেশি থেকে বেশি ক্ষমা করা বোঝানো হয়েছে।

**সাধ্যাতিরিক্ত কাজ না চাপানো**

মানুষকে আল্লাহ নির্দিষ্ট সহ্যক্ষমতা ও কর্মক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কেউই তার সাধ্যের অতিরিক্ত করতে সক্ষম নয়। তাই কাজের লোকদের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, অধীনস্থদের জন্য অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা মালিকের ওপর আবশ্যক এবং সাধ্যের বাইরে তার ওপর কাজ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না (মুসলিম, হাদিস : ১৬৬২)। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, সব উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, কাজের লোককে তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজের আদেশ করা বৈধ নয়। যদি এমন কাজ দেওয়া হয় তা হলে নিজে বা অন্যের মাধ্যমে তাকে সহযোগিতা করতে হবে।

**একসঙ্গে পানাহার করা**

রাসুল (সা.) খাদেম ও কাজের লোকদের সঙ্গে বসে পানাহার করতে কখনো সংকোচ বোধ করতেন না। বরং উম্মতে মুসলিমাকে এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেছেন, যখন খাদেম খাবার প্রস্তুত করে তোমার সামনে পেশ করে, তখন (পারলে তাকে তোমার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াও) তাকে যদি তোমার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াতে না পারো অন্তত তার হাতে দুয়েক লোকমা তুলে দাও। কারণ এ খাবার প্রস্তুত করতে গিয়ে আগুনের তাপ ও সব কষ্ট তো সেই সহ্য করেছে (বুখারি, হাদিস : ২৫৫৭)। অথচ অনেক সময় আমাদের সমাজের আচরণ হয় খুবই দুঃখজনক। মালিকদের খাবারের অবশিষ্টাংশ এদের খেতে দেওয়া হয় বা বাজার থেকে সরবরাহকৃত উন্নতমানের খাবার পরিবেশিত হয় মালিক পক্ষের টেবিলে আর বেচারি কাজের মেয়ের জন্য বরাদ্দ থাকে অনুন্নত দায়সারাগোছের কিছুর ব্যবস্থা।

**প্রহার না করে বুঝিয়ে বলা**

কাজের লোক বা গৃহকর্মী নির্যাতন একটি নির্মম সত্য বিষয়। কাজের মেয়েকে বেত্রাঘাত, গরম খুন্তির ছ্যাঁকা, গরম পানি ঢেলে দিয়ে গা ঝলসে দেওয়ার ঘটনাও অহরহ প্রকাশিত হয় আজকাল। অথচ এমন কাজ আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ধর্মের দৃষ্টিতেও মহা অন্যায়ের কাজ। বিখ্যাত সাহাবি হজরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, 'আমি মদিনায় ১০ বছর রাসুল (সা.)-এর খেদমত করেছি। আমি ছিলাম অল্পবয়স্ক বালক। আমার সব কাজ রাসুল (সা.)-এর মর্জিমাফিক হতো না। কিন্তু এই দীর্ঘসময় তিনি কখনো আমাকে ধমক দেননি এবং বলেননি যে, এটা কেন করেছ বা এটা কেন করোনি' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৭৪)? হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) কখনো তাঁর খাদেমকে প্রহার করেনি। তাঁর কোনো স্ত্রীকেও কখনো প্রহার করেননি। বরং সারা জীবনে তিনি একবারের জন্যও নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেননি (মুসলিম, হাদিস : ২৩২৫)। কাজের লোক ও গৃহকর্মীদের সঙ্গে আমাদের আচরণ যদি হয় রাসুল (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের, তা হলে তাদের মুখে হাসি ফুটবেই। আর তখন এদের খুশিতে হেসে উঠবে আমাদের সমাজের চারপাশ।

DHAKA SATURDAY JUNE 28, 2025
ASHAR 14, 1432 BS
The Daily Star

# Who's holding the baby while she works?

**H.M. Nazmul Alam**
*is an academic, journalist, and political analyst. He can be reached at nazmulalam.rijohn@gmail.com.*

**H.M. NAZMUL ALAM**

At eight in the morning, the university gates open to a stream of students, faculty members, and staff. Among them is a young woman, hurriedly pushing a stroller with one hand while balancing a laptop bag on her shoulder. She kisses her child goodbye—hesitantly—and rushes to her classroom. This scene, while increasingly common in our academic spaces, is also deeply revealing. It tells the quiet story of working mothers in Bangladesh, one rarely acknowledged in institutional policy, yet urgent and emotionally resonant. The question is no longer whether we need daycare centres in educational institutions, but how much longer we will deny their necessity.

In Bangladesh, as of 2023, women accounted for 65.5 percent—roughly 252,000—of primary school teachers. In lower secondary and secondary education, women made up 23.5 percent and 25.4 percent of teaching staff, respectively. At the tertiary level, the figure stood at 27.76 percent. While this progress is commendable, it uncovers an institutional paradox: women are encouraged to enter education, but the support systems necessary to retain them—such as on-campus daycare—remain grossly inadequate.

In a country where over 42.68 percent of women participate in the labour force, the absence of institutional childcare support forces many to underperform, take extended leave, or leave the workforce altogether. This is not just an economic issue; it is a question of social justice.

When a new mother returns to work after maternity leave, her most daunting challenge is not academic performance or professional capability—it is childcare. Who will hold her baby while she lectures? Who will feed her child when she is busy grading papers?

Extended families, the once-trusted support system, are no longer a viable option, especially in urban nuclear households. Domestic workers are both hard to find and, more importantly, often untrained and unsupervised. As one working mother shared, "Since I have no relatives in Dhaka, it was extremely difficult for me to take care of my child during office hours. I was constantly anxious at work until I found a reliable daycare." Her story is echoed in thousands of households.

While workplaces must adapt to the changing contours of the workforce, universities carry an added moral burden. They are institutions of enlightenment, equality, and future-building. Yet, they are often the last to adapt to gender-sensitive infrastructure. A university without a daycare centre is an environment that punishes women for choosing both motherhood and career. It sends a message, deliberate or not, that the ideal academic is childless or male. For student-mothers and faculty alike, this results in missed classes, disrupted research, and emotional stress.

Moreover, universities are uniquely equipped to provide quality daycare facilities. With departments in psychology, early childhood education, or nursing, many campuses could develop high-standard, supervised centres that double as experiential learning labs. It's a win-win: educators can teach, students can learn, and children can thrive.

Let's be clear: daycare is not just a holding room. It is a place of cognitive, social, and emotional growth. High-quality daycare centres are structured around a child's needs. Trained caregivers follow regimented schedules that include nutritious meals, story time, group play, arts and crafts, and basic literacy work. A growing body of research shows that children who attend structured daycare are more emotionally resilient and perform better academically in their early school years. In Bangladesh, this is especially important, given the rampant inequalities in early childhood education access. Moreover, daycare centres, when well-regulated, play a preventive role in child abuse. They reduce the dependency on untrained domestic help or leaving children unattended, both of which are common risk factors for neglect and trauma.

Section 94 (1.2) of Bangladesh Labour Act mandates that every institution with more than 40 female employees must provide a daycare facility for children under six.

**Daycare is a place of cognitive, social, and e**

However, enforcement is lax, and compliance is more the exception than the rule. Many institutions offer a "sick room" or a single nanny in an empty office room, which is a far cry from what children or their mothers deserve. The few quality daycare centres that do exist remain expensive and inaccessible to most middle- and lower-income families. The market cannot solve what policy refuses to address.

There remains significant stigma around daycare use in Bangladesh. Some see it as

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

a symbol of parental failure or laziness. Others believe young children must remain only in familial settings. But these myths are increasingly out of touch with urban realities.

The truth is, even stay-at-home mothers can benefit from daycare facilities. Children need socialisation with peers. They need space to run, explore, and engage. No amount of screen time or solitary play can replace the developmental advantages of structured group interaction.

Moreover, with proper training and regulation, daycare workers can offer a level of specialised developmental care that most homes cannot. From speech therapy to emotional support, their role is indispensable.

If we are serious about building an inclusive, equitable Bangladesh—one where women can thrive as mothers and professionals—we must reimagine our public institutions. Every university, college, and school must have a functioning, safe, and affordable daycare facility.

This is not just about mothers. It is about the next generation of Bangladeshis—whom they grow up to be, how they socialise, what opportunities they receive, and whom they trust. A society that refuses to hold its children with care cannot claim to hold a future worth striving for.

As a nation, we have spent years trying to increase women's participation in education and employment. Now, we must complete the loop. We must invest not only in women's work but also in what makes their work sustainable: comprehensive childcare.

Let us remember the wisdom of Kahlil Gibran, who once wrote, "Your children are not your children. They are the sons and daughters of Life's longing for itself." If life longs for anything, it is care, continuity, and compassion. Let us not fail it at the gate.

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৪ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Saturday 28 June 2025

# ট্রাম্পের শুল্কনীতি পোশাক শিল্পের জন্য মরণফাঁদ: শ্রমিক ফেডারেশন

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প এবং ৪০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের জন্য মরণফাঁদ বলে অভিযোগ করেছেন এই শিল্পের শ্রমিকরা। একই সঙ্গে তারা মার্কিন বাজারে বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্যের শুল্ক এবং কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দাবি করেছেন। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক প্রতিবাদী মানববন্ধনে তারা এই দাবি জানান। জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন এই মানববন্ধনের আয়োজন করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, 'গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশের প্রধান এবং একমাত্র শিল্প, যা দেশের ৮৪ শতাংশ রপ্তানি কাভার (পূরণ) করে। এই সেক্টরে কাজ করেন ৪০ লাখ শ্রমিক, যাদের অধিকাংশই নারী এবং গ্রাম থেকে আসা স্বল্পশিক্ষিত পুরুষ। পুঁজিবিহীন গরিব মানুষের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম এই পোশাক খাত।'

তারা বলেন, 'গার্মেন্টস শিল্প শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতি নয়, নারীমুক্তি এবং নারীস্বাধীনতার মেরুদণ্ড। বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্যের প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে দেশটির বাজারে বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্যের শুল্ক ১০ শতাংশ। গত এপ্রিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশি পণ্যে ৩৭ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করেন। পরে ৩ মাসের জন্য এটি স্থগিত করলেও ৩ মাস প্রায় শেষ। অথচ ট্রাম্প ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ১৩টিসহ মোট ৬৩টি দেশের জন্য তিনি শুল্ক নির্ধারণ করেছেন অনেক কম।'

শ্রমিকরা বলেন, 'তুরস্ক, ব্রাজিল, মেক্সিকো, মরক্কোর মতো গুরুত্বপূর্ণ পোশাক রপ্তানিকারক দেশের জন্য শুল্ক বৃদ্ধি না করে আগের শুল্ক বহাল রেখেছেন। এছাড়া বিশ্বে আরও ১৫টি দেশে শুল্কহার একই রেখেছেন। অথচ বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের জন্য শুল্ক নির্ধারণ করেছেন ৩৭ শতাংশ। এটি চরম বিবেচনাহীন, অমানবিক এবং নারীমুক্তির বাধা বলেও অভিযোগ করেন তারা।'

তাদের দাবি, এই শুল্ক কার্যকর হলে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের নারীমুক্তি, নারীর স্বাধীনতা, নারীর অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেবে। তাই আমরা এবং দেশের গার্মেন্টস শ্রমিকরা উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত, ভীত-সন্ত্রস্ত।

বক্তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প এবং ৪০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের জন্য মরণফাঁদ উল্লেখ করে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্যের শুল্ক এবং কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের দাবি জানান। কর্মসূচি থেকে তারা মার্কিন বাজারে বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্যের শুল্ক এবং কোটামুক্ত সুবিধার দাবিতে আগামী ১৫ জুলাই মার্কিন দূতাবাসে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় কর্মসূচিতে ফেডারেশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. হোসেন, আইনবিষয়ক সম্পাদক রবিউল চৌধুরী, সিবিএ সম্পাদক মো. কাশেম, কোষাধ্যক্ষ মনিরা মুন্নি, মো. সবুজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 11 June 2025

e-mail : sangbadecc

# মে মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ২৯৭ কোটি মার্কিন ডলার

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

মে মাসে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ২৯৭ কোটি মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। এই উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশিরা।

যদিও ২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কালে রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষস্থান বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। কখনো সংযুক্ত আরব আমিরাত, কখনো যুক্তরাষ্ট্র, আবার কখনো যুক্তরাজ্য হয়ে উঠেছে রেমিট্যান্স প্রেরণে শীর্ষ দেশ। তবে গত দুই মাস এই প্রবাহে সৌদি আরবের অবস্থান আবারও শীর্ষে উঠে এসেছে, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মে মাসে মোট ২৯৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্সের মধ্যে সৌদি আরব থেকে এসেছে ৫৩ কোটি ৩৪ লাখ ডলার; যা মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ১৮ শতাংশ। আর দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এসেছে ৩৫ কোটি ১৫ লাখ ডলার বা ১১ দশমিক ৮৪ শতাংশ। এছাড়া ৩৪ কোটি ৬৮ লাখ ডলার নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছে যুক্তরাজ্য। চতুর্থ অবস্থানে মালয়েশিয়া ৩৪ কোটি ডলার এবং পঞ্চম অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে ২২ কোটি ৩৬ লাখ ডলার। পর্যায়ক্রমে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় অন্য দেশগুলো হলো ওমান, ইতালি, কুয়েত, কাতার ও সিঙ্গাপুর।

সংশ্লিষ্টদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স মূলত দুটি আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে আসে-ব্যাংক এবং এক্সচেঞ্জ হাউস। এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে সংগৃহীত রেমিট্যান্স স্থানীয় ব্যাংকগুলো কিনে নেয় এবং সুবিধাভোগীদের কাছে টাকা পরিশোধ করে। দেশের মোট রেমিট্যান্সের বড় অংশই আসে এই এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে।

যেসব দেশের এক্সচেঞ্জ হাউস নিবন্ধিত, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সবচেয়ে এগিয়ে। ফলে প্রবাসীরা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই টাকা পাঠান না কেন, অনেক সময় সেই অর্থ ক্লিয়ার হয় ওই নিবন্ধিত দেশ থেকেই। উদাহরণস্বরূপ, কেউ সৌদি আরব থেকে অর্থ পাঠালেও, যদি তা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে পাঠানো হয়, তাহলে তা রেকর্ড হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্স হিসেবে।

> মে মাসে মোট ২৯৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্সের মধ্যে সৌদি আরব থেকে এসেছে ৫৩ কোটি ৩৪ লাখ ডলার; যা মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ১৮ শতাংশ। আর দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এসেছে ৩৫ কোটি ১৫ লাখ ডলার বা ১১ দশমিক ৮৪ শতাংশ

এই প্রক্রিয়ার কারণে বেশ কিছু বছর ধরে রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষ দেশ হিসেবে প্রকৃত উৎস নয়, বরং এক্সচেঞ্জ হাউস নিবন্ধনের দেশগুলোর নাম উঠে আসছে। কারণ, বেশির ভাগ ব্যাংক ক্লিয়ারিং-এর দেশকেই রেমিট্যান্সের উৎস দেশ হিসেবে দেখিয়ে রিপোর্ট করত, প্রকৃত উৎস নয়। এই ভুল রিপোর্টিংয়ের কারণে প্রায় তিন বছর ধরে শীর্ষ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশ হিসেবে অনেক সময় প্রকৃত দেশ নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্র বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের নাম প্রকাশ পেয়েছে। এ পরিস্থিতির পরিবর্তনে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি নির্দেশনা জারি করেছে, যাতে প্রতিটি ব্যাংক প্রকৃত উৎস দেশ অনুযায়ী রেমিট্যান্স হিসাব করে রিপোর্ট প্রদান করে। এই নির্দেশনা কার্যকর হওয়ায় এখন রেমিট্যান্সের সঠিক উৎস দেশ চিহ্নিত হচ্ছে এবং তথ্য উপস্থাপনেও স্বচ্ছতা ফিরেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ২৭৫ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে সর্বোচ্চ অর্থ এসেছে সৌদি আরব থেকে৪৯ কোটি ১৪ লাখ ডলার, যা মাসিক মোট রেমিট্যান্সের ১৭.৮৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে৩৭ কোটি ২১ লাখ ডলার। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে ৩৩ কোটি ডলার, যা মোট রেমিট্যান্সের ১২.০২ শতাংশ; এতে দেশটি তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। চতুর্থ স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য, যেখান থেকে এসেছে ২৯ কোটি ৪১ লাখ ডলার। পঞ্চম স্থানে রয়েছে মালয়েশিয়া, যেখান থেকে এসেছে ২১ কোটি ৯ লাখ ডলার। এছাড়া শীর্ষ ১০ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশের তালিকায় এরপর রয়েছে কুয়েত, ইতালি, ওমান, সিঙ্গাপুর এবং কাতার।

এর আগে একক মাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণের রেকর্ড গড়েছে ২০২৪ সালের মার্চ মাস। ওই মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ৩৩০ কোটি মার্কিন ডলার, যা এক মাসে রেমিট্যান্স আহরণের সর্বোচ্চ পরিমাণ। মার্চ মাসে রেমিট্যান্স প্রেরণে শীর্ষস্থান অধিকার করে যুক্তরাষ্ট্র, যেখান থেকে এসেছে ৫৪ কোটি ৬১ লাখ ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত, যেখান থেকে এসেছে ৫০ কোটি ৮৩ লাখ ডলার। তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে৩৪ কোটি ৮৪ লাখ ডলার। এছাড়া চতুর্থ স্থানে ছিল যুক্তরাজ্য এবং পঞ্চম স্থানে ছিল মালয়েশিয়া। আগের অর্থবছরের সামগ্রিক হিসাবেও একই রকম প্রবণতা দেখা গেছে। সেসময় রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষে ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত, দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্র, তৃতীয় যুক্তরাজ্য, চতুর্থ সৌদি আরব এবং পঞ্চম স্থানে ছিল মালয়েশিয়া।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে এবং আগস্টে এসেছে ২২২ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ৪১ লাখ, অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার এবং নভেম্বর মাসে ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে ২৬৪ কোটি ডলার, জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ২৫২ কোটি ৮০ লাখ ডলার, মার্চে ৩২৯ কোটি ডলার, এপ্রিলে ২৭৫ কোটি ডলার এবং মে মাসে ২৯৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। অর্থাৎ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর টানা ৮ মাস দুই বিলিয়ন এবং মার্চে তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে বাংলাদেশে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে মে পর্যন্ত প্রবাসীরা মোট ২ হাজার ৭৫০ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। যা তার আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৮ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। আগের অর্থবছরে একই সময় রেমিট্যান্স এসেছিল দুই হাজার ১৩৭ কোটি মার্কিন ডলার।

NEW AGE WEDNESDAY, JUNE 11, 2025,

# RMG exports to US grow by 29.34pc in Jan-Apr

Staff Correspondent

THE country's readymade garment exports to the United States, the single largest export destination of Bangladesh, experienced a robust growth of 29.34 per cent to $2.98 billion in January-April of 2025, amid ongoing tariff fears.

According to the latest data published by the US Office of Textiles and Apparel, Bangladeshi exporters exported RMG items worth $2.3 billion in the corresponding period of 2024.

During the first four months of 2025, Bangladesh outpaced its major competitors in terms of export growth rates.

In January-April of 2025, the North American country's RMG imports from its global suppliers also witnessed a positive growth of 10.67 per cent to $26.21 billion, compared with those of $23.7 billion in the same period of 2024.

In terms of volume, Bangladeshi RMG exports to the US from in the mentioned period also saw a positive growth of 28.31 per cent to 979.27 million square metres, up from 763.22 million square metres in the same period in 2024, according to OTEXA data.

A file photo shows workers sewing clothes at a readymade garment factory on the outskirts of Dhaka. — New Age photo

As the third-largest supplier to the US, Bangladesh's market share in the North American country stood at 9.80 per cent as of April 2025.

Amid the ongoing trade war between the US and China, Vietnam surpassed China as the top exporter to the US in March 2025, which it maintained in April.

In the January-April period, Vietnam remained the top RMG exporter to the US market. With a positive growth of 16.08 per cent, the East Asian country exported apparel items worth $5.09 billion, surpassing the $4.38 billion recorded in the same period of 2024.

Vietnam held a market share of 19.18 per cent.

The OTEXA data stated that China exported apparel items worth $4.35 billion in the reporting period, representing a 0.6 per cent increase from $4.33 billion in the same period of 2024, and claiming a market share of 20.23 per cent.

Followed by Bangladesh, India secured the fourth position in the US market by exporting RMG items worth $2 billion in January-April of 2025, registering a positive growth of 20.30 per cent compared with that of $1.66 billion in the same period of 2024, with a market share of 6.15 per cent in the US.

Indonesia posted a positive growth of 15.61 per cent by exporting RMG goods worth $1.6 billion to the US in the mentioned period, higher than that of $1.13 billion in the same period of 2024.

RMG imports by the US from Cambodia increased

## RMG exports

Continued from page 6

by 19.79 per cent to $1.23 billion in January-April of 2025, higher than those of $1.02 billion recorded in the same period of 2024, according to the OTEXA data.

In January-April of 2025, Indonesia and Cambodia held the fifth and sixth place, respectively, with a market share of 5.46 per cent and 4.90 per cent.

However, the country's RMG manufacturers are still concerned about the US' 37-per cent tariff imposition on all Bangladeshi exporting products, though it has been paused for 90 days.

They stated that the 90-day pause was not a permanent or sustainable solution and the government should take immediate action through diplomatic channels to resolve the issue before the 90-day period ends.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said that the country must narrow trade imbalance to protect exporters from the US tariff.

However, he said, the abnormal imposition of tariffs on Chinese products accelerated the shifting of work orders to Bangladesh, which in turn impacted US exports.

According to the OTEXA data, Bangladesh's apparel exports to the US in 2024 saw a marginal 0.75 per cent growth, reaching $7.34 billion compared with those of $7.29 billion in 2023, amid fluctuations in shipments throughout the year.

বণিকবার্তা রোববার, জুন ১৫, ২০২৫ ■ আষাঢ় ১, ১৪৩২

### ২০২৫ সালের জানুয়ারি-এপ্রিল

# ইউরোপে তৈরি পোশাক রফতানিতে ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫ সালের প্রথম চার মাসে (জানুয়ারি-এপ্রিল) আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা চীন, ভারত, তুরস্ক, ভিয়েতনামসহ প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় সর্বোচ্চ। এ সময় বাংলাদেশ ইউরোপের বাজারে ৭ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের পোশাক রফতানি করেছে। যেখানে ২০২৪ সালের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৬ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন ইউরো। এ হিসাবে এক বছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ইউরো। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান বিষয়ক দপ্তর ইউরোস্ট্যাটের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

এ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে চীনের পর ইইউতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক রফতানিকারক দেশের অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। আলোচ্য সময়ে চীন ইউরোপে ৭ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের পোশাক রফতানি করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ বা ১ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ইউরো বেশি। তবে প্রবৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ চীনকেও ছাড়িয়ে গেছে। ইউরোর হিসাবে বাংলাদেশই সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

ইউরোস্ট্যাটের প্রতিবেদনে মাসভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইইউতে ১ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের তৈরি পোশাক রফতানি করে বাংলাদেশ, যা আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ৬০ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি। ফেব্রুয়ারিতে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ২৮ শতাংশ, মার্চে ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ ও এপ্রিলে ছিল ৬ শতাংশ।

রফতানিকারকদের মতে, জানুয়ারিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধির পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০২৪ সালের শেষ ভাগের কিছু অর্ডার ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে চালান করা, বছরের শুরুতেই ইউরোপের খুচরা বিক্রেতাদের বড় আকারের অর্ডার এবং সম্ভাব্য বাজার ও লজিস্টিক ঝুঁকির কারণে কিছু অর্ডার আগেভাগে পাঠানো।

ইউরোপের বাজারে তৈরি পোশাক আমদানি সামগ্রিকভাবে ২০২৫ সালের প্রথম চার মাসে ১৫ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ৩০ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছেছে। এর আগের বছর এর পরিমাণ ছিল ২৬ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ইউরো। বাংলাদেশ ও চীন মিলে এ অতিরিক্ত আমদানির ৭০ শতাংশের বেশি জোগান দিয়েছে।

চীনের রফতানি ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন ইউরো, যেখানে আগের বছর ছিল ৬ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ইউরো। এ সময়ে তুরস্কের অবস্থান তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছিল; দেশটির রফতানি ৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ইউরোতে নেমে এসেছে, যেখানে ২০২৪ সালে এ অংক ছিল ৩ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ইউরো।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেশও ভালো প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে। ভারতের রফতানি ২১ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ইউরো। ভিয়েতনামের রফতানি ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ইউরোতে। এছাড়া পাকিস্তানের রফতানি ২৫ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ইউরো।

এদিকে কম্বোডিয়া সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ হিসেবে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। দেশটি ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২৪ সালের ১ দশমিক শূন্য ৯ বিলিয়ন ইউরো থেকে রফতানি বাড়িয়ে ১ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ইউরোতে উন্নীত করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারে চাহিদা পুনরুদ্ধার, প্রতিযোগী মূল্যে পণ্য সরবরাহ ও দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প আবারো শক্ত অবস্থান নিয়েছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে এ ধারা ধরে রাখতে উৎপাদন সক্ষমতা, পরিবেশগত মানদণ্ড ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন।

এদিকে ইউরোপ ছাড়াও বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি বেড়েছে। গত দুই বছরে দেশটি গড়ে ৭৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক আমদানি করেছে। সবচেয়ে বেশি আমদানি করা উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও ভারতসহ আরো কয়েকটি দেশ।

চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জানুয়ারি এপ্রিল) মার্কিন পোশাক আমদানির প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অধীনস্থ অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের পরিসংখ্যানে এ চিত্র উঠে এসেছে।

জানুয়ারি-এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র ২৯৮ কোটি ৩০ লাখ ডলারের পোশাক আমদানি করেছে। এ হিসাবে ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির হিসাবে বাংলাদেশের পরই রয়েছে ভারত। আলোচ্য সময়ে দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্র ২০০ কোটি ৯ লাখ ডলারের পোশাক আমদানি করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০ দশমিক ৩০ শতাংশ বেশি।

DHAKA TUESDAY JUNE 17, 2025
ASHAR 3, 1432 BS
The Daily Star

FILE PHOTO

# Bangladesh's RMG exports to the US rise by 29% in Jan-Apr

STAR BUSINESS REPORT

Garment shipments from Bangladesh to its single largest destination, the USA, surged by 29.33 percent year-on-year to $2.98 billion in the January-April period of the year, according to data from the Office of Textiles and Apparel (OTEXA).

Also, the overall import of garments by the USA from the world increased by 10.65 percent year-on-year to $26.22 billion in the same period, according to OTEXA, which works with other Department of Commerce units and US agencies in advancing US competitiveness at home and abroad.

Apparel shipments to the USA have shown significant growth as US-based international clothing retailers and brands sourced goods from all over the world to escape the Trump administration's high reciprocal tariff.

US President Donald Trump imposed high reciprocal tariffs on imported goods, and the new rate was supposed to come into effect from April 9. However, just before the new tariffs came into effect, Trump announced a three-month pause, the deadline for which will end on July 9.

In his announcement, Trump also said the baseline 10 percent new tariff would be in place for all countries except China, as the tariff on Chinese goods was 145 percent.

Exporters from all over the world took advantage of the comparatively lower tariff during the three-month pause and exported goods in significant volumes to the US.

As a result, garment exports from other countries also increased during this time.

For instance, China experienced a 0.66 percent rise in exports, while the amount stood at 20.3 percent for India, 19.57 percent for Pakistan, and 16.06 percent for Vietnam.

In terms of volume, garment exports to the US also increased during the January-April period.

Bangladesh witnessed an increase of 28.30 percent, Vietnam 12.05 percent, China 1.80 percent, India 20.63 percent, and Pakistan 24.07 percent.

However, the unit price per piece varied across countries.

In the case of Bangladesh, the per-unit price increased by 0.80 percent, which rose by 3.58 percent for Vietnam.

However, the per-unit price decreased by 1.12 percent in the case of China, while the decline was 0.27 percent for India and 3.63 percent for Pakistan, according to the OTEXA data.

THE FINANCIAL EXPRESS Tuesday • June 24, 2025

# BD's apparel exports to EU surge to $8.07b

Bangladesh's apparel exports to the European Union (EU) witnessed a notable surge, reaching US$8.07 billion during the January–April period of 2025, up significantly from $6.51 billion in the same period of 2024, reports UNB.

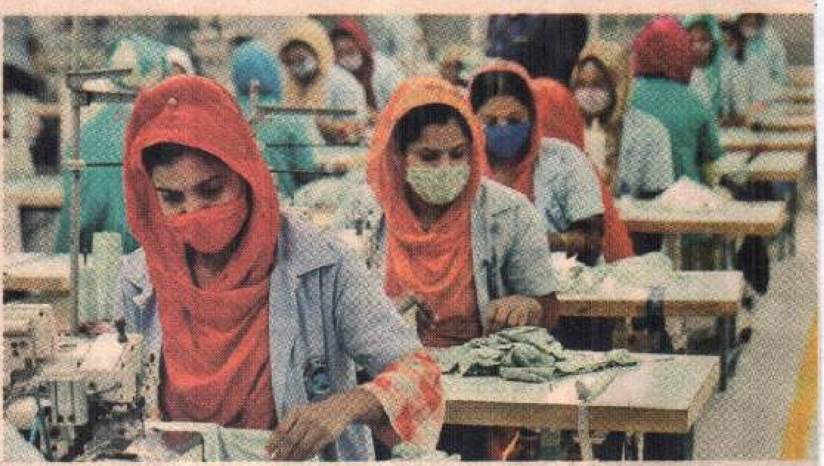

This impressive growth represents a 23.98 per cent rise in the country's readymade garment (RMG) exports, largely fuelled by a 19.71 per cent increase in export volume.

According to Eurostat, the EU's global apparel imports also saw substantial growth in the first four months of 2025, rising by 14.21 per cent to a total of $32.49 billion.

This overall rise was accompanied by a notable 15.84 per cent increase in volume, despite a slight 1.41 per cent drop in average unit prices.

Bangladesh's performance is particularly commendable for its rising unit prices across various categories within the EU, even as China maintains its leading position and Vietnam continues to post strong results.

The sector, however, faces several challenges, including growing tensions in the US market and intensifying competition from China within the EU.

Besides, the ongoing conflict between Iran and Israel poses significant concerns for businesses, causing trade disruptions and increased operational costs.

Industry experts stress the importance of Bangladesh maintaining its competitive edge and planning strategically for sustained growth in the EU market.

This includes strict compliance with forthcoming EU regulations, which are expected to influence the volume of work orders from 2025 onwards.

At the same time, continued efforts to explore new markets are considered vital for diversifying Bangladesh's export portfolio and reducing dependence on the EU and US markets.

A comparative analysis of major apparel exporters to the EU during this period reveals substantial growth among several countries:

China's apparel exports to the EU reached $8.39 billion, up from $6.90 billion in the same period of 2024–an increase of 21.49 per cent in value and a notable 7.37 per cent rise in unit price.

Vietnam posted a 15.62 per cent growth, with exports totalling $1.48 billion, alongside a 5.68 per cent increase in unit price.

India, Pakistan, and Cambodia recorded exports of $2.01 billion, $1.42 billion, and $1.56 billion respectively, with growth rates of 20.58 per cent, 23.42 per cent, and 31.78 per cent.

In contrast, Turkey experienced a 5.41 per cent decline in apparel exports to the EU, totalling $3.10 billion during January–April 2025.

বণিক বার্তা বুধবার, জুন ২৫, ২০২৫

# ব্রুনাই শ্রমবাজার উন্মুক্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ব্রুনাই শ্রমবাজার উন্মুক্ত করে সব এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর সুযোগ দেয়ার দাবি জানিয়েছে ব্রুনাই রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটি এ দাবি জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, আমরা বায়রা সদস্যরা অতি কষ্টে ব্রুনাই শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হই। হঠাৎ করে ব্রুনাইয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের যোগসাজশে দুর্নীতির মাধ্যমে কৌশলে বায়রা সদস্যদের অধিকার হরণ করে একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান বোয়েসেলের মাধ্যমে ব্রুনাই দারুসসালামে কর্মী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যার ফলে আমরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হই।

অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্যে অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি ইকরাম চৌধুরী বলেন, 'ব্রুনাইয়ে বেসরকারিভাবে লোক পাঠাতে না দেয়া বায়রা সদস্যদের মৌলিক অধিকার হরণের শামিল। এ সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য এবং বোয়েসেলের পাশাপাশি বায়রা সদস্যদেরও দেশটিতে শ্রমিক পাঠানোর অনুমতি দিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, সচিব, বিএমইটির ডিজির সঙ্গে দেখা করে আমাদের দাবি উত্থাপন করেও কোনো সুবিচার পাইনি।'

বোয়েসেল চাহিদা পূরণ করতে পারছে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ব্রুনাই দারুসসালামে প্রচুর কর্মীর চাহিদার বিপরীতে বোয়েসেল'মাত্র ২ শতাংশ শ্রমিক প্রেরণে সক্ষম হয়। এ অবস্থায় ব্রুনাই দারুসসালামের সুন্দর বাজারটি বোয়েসেলের গদাই লস্করি সরকারি ব্যবস্থাপনার জন্য হাতছাড়া হয়ে বাংলাদেশ রেমিট্যান্স হারাতে যাচ্ছে।'

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার চৌধুরী, সাংগঠনিক ও আইন সম্পর্কিত সম্পাদক মো. নুরুল আলম, বায়রা, আটাব ও হাবের অন্যতম নেতা এমএ রশিদ শাহ সম্রাট ও সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিল্লাল হোসেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন বুধবার ॥ ১৮ জুন ২০২৫

# লিবিয়া থেকে ফিরেছেন আরও ১৫৮ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন আরও ১৫৮ অভিবাসী বাংলাদেশি। গতকাল সকালে বোরাক এয়ারের একটি ফ্লাইটে তারা ঢাকায় পৌঁছান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদের অভ্যর্থনা জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ত্রিপোলিতে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহায়তায় তাদের দেশে ফেরত আনা হয়েছে। জানা যায়, প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশিদের বেশির ভাগই

## লিবিয়া থেকে ফিরেছেন

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ গমনের উদ্দেশে মানব পাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করেন। তাদের অধিকাংশই সেখানে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। দেশে ফেরত আসার পর এই ভয়ংকর পথ পাড়ি দিয়ে আর যেন কেউ লিবিয়ায় না যায় এ বিষয়ে তাদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

ত্রিপোলির বাংলাদেশ দূতাবাস জানায়, প্রতিনিধিদল ইতোপূর্বে তাজুরা ডিটেনশন সেন্টার পরিদর্শন করে আটক বাংলাদেশিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং যাচাইবাছাইয়ের পর তাদের অনুকূলে ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৪ জুন ২০২৫,

# সংকুচিত হচ্ছে বিদেশে কর্মসংস্থান

শ্রমবাজার

**অধিকাংশ শ্রমবাজার বন্ধ। কর্মীর চাহিদা কমছে সৌদিতে। নানা অভিযোগে নারীরাও বিদেশে যাওয়ার উৎসাহ হারাচ্ছেন।**

> বিদেশে কর্মসংস্থান বাড়ার তেমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। নতুন শ্রমবাজার চালুর ক্ষেত্রেও তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। যেসব দেশে সম্ভাবনা আছে, সেটিও কাজে লাগানো হচ্ছে না।
>
> **শাকিরুল ইসলাম**, চেয়ারপারসন, ওকাপ

**মহিউদ্দিন**, ঢাকা

বিদেশে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের শুরু থেকেই শীর্ষে আছে সৌদি আরব। এখন পর্যন্ত বিদেশে যাওয়া কর্মীদের ৩৪ শতাংশেরই গন্তব্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশ। চলতি বছরের মে পর্যন্ত পাঁচ মাসে কাজের জন্য দেশ ছেড়ে যাওয়া কর্মীদের ৭৩ শতাংশই গেছেন সৌদিতে। তবে এ শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে আসছে।

অন্যদিকে বন্ধ রয়েছে বাংলাদেশিদের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। তৃতীয় শীর্ষে থাকা ওমানের বাজারও বন্ধ রয়েছে গত বছর থেকে। গত বছরের জুন থেকে বন্ধ হয়ে আছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। অবশ্য এটি দ্রুত চালু করতে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে। সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় চাহিদামতো কর্মী পাঠানো যাচ্ছে না। ইউরোপে কর্মী পাঠানোর সম্ভাবনাও সেভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

অভিবাসন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রমবাজারের ওপর নির্ভরতার কারণেই বিদেশে কর্মী পাঠানোর হার বাড়ছে না। এর কারণ হিসেবে তাঁরা বলছেন, সৌদি আরবের চাহিদা একই রকম থাকবে না। ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ হিসেবে সৌদিতে ব্যাপক অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে কর্মীর চাহিদা বেড়েছিল। তবে এরই মধ্যে তা কমতেও শুরু করেছে। চলতি জুন মাসে ভিসা বন্ধ রেখেছে সৌদি। জুলাইয়ে নতুন ঘোষণা দিতে পারে দেশটি। বিকল্প শ্রমবাজার চালু করা না গেলে কর্মী পাঠানো কমে যাবে।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২২ সালে বিভিন্ন দেশে কাজ নিয়ে গেছেন ১১ লাখের বেশি কর্মী। ২০২৩ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩ লাখে। তবে ২০২৪ সালে ৩ লাখ কমে হয় ১০ লাখ।

বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে দেশ ছেড়েছেন ৪ লাখ ২০ হাজার কর্মী। তাঁদের মধ্যে তিন লাখই গেছেন সৌদি আরবে। এরপর রয়েছে কাতার। দেশটিতে ৪০ হাজার কর্মী গেছেন। ২৬ হাজারের বেশি কর্মী গেছেন সিঙ্গাপুরে।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সৌদি যেতে অধিকাংশ কর্মী পরিচিত বা স্বজনের মাধ্যমে নিয়োগের চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে থাকেন। এ নিয়ে একটি দালাল শ্রেণিও তৈরি হয়েছে। তারা নকল নিয়োগপত্র গছিয়ে দেয়। তাই কেউ কেউ সৌদিতে গিয়ে কাজ পান না, প্রতারিত হন। এটি বন্ধ হলে দেশটিতে গিয়ে বেকার থাকার অভিযোগ কমে আসবে।

রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) সাবেক মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, সৌদি আরবে এক মাস ভিসা বন্ধ। নতুন চাহিদাও কমে গেছে। জুলাইয়ে দেশটি কী ধরনের ঘোষণা দেয়, সে জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কর্মী নিয়োগে তারা আরও যাচাই-বাছাই চালু করতে পারে। তাই বিকল্প শ্রমবাজার চালু করতেই হবে।

### কমছে নারী কর্মীও

বিদেশে কর্মসংস্থানে বাংলাদেশি নারীদের মূল গন্তব্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। অধিকাংশ নারীই যান গৃহকর্মী হিসেবে। তাঁদের কেউ কেউ নানা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে দেশে ফিরে আসেন। যৌন নিপীড়নের অভিযোগও আছে। এতে নারীদের মধ্যে বিদেশে যাওয়ার উৎসাহ কমছে।

বিএমইটির তথ্য বলছে, ২০২২ সালে বিদেশে নারী কর্মী গেছেন ১ লাখ ৫ হাজার ৪৬৬ জন। ২০২৩ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৭৬ হাজার ১০৮, অর্থাৎ আগের বছরের তুলনায় কমে ২৮ শতাংশ। গত বছর এটি আরও কমে ৬১ হাজার ১৫৮-তে নেমে এসেছে। কমার হার ২০ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে গেছেন ২৪ হাজার ৬১৭ নারী। এর মধ্যে সৌদি আরবে গেছেন ১৭ হাজার ৭৮৬ জন। সাড়ে চার হাজার নারী গেছেন জর্ডানে।

অর্থাৎ গত কয়েক বছরে বিদেশে কর্মসংস্থান বাড়লেও আনুপাতিক হারে নারী কর্মীর সংখ্যা কমছে। ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল—এই তিন বছর বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। এ সময় বিদেশে গেছেন ৩৪ লাখের বেশি কর্মী। এর মধ্যে নারী কর্মী গেছেন আড়াই লাখের কম। অথচ ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর লক্ষাধিক নারী কর্মী বিদেশে গেছেন। ২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে এ সংখ্যা কমে আসে। পরের দুই বছর আবার বাড়ে। তবে দুই বছর ধরে কমছে।

বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্রের (বিএনএসকে) নির্বাহী পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে নারী কর্মীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত হয়নি। এ ছাড়া সৌদিতে বাসাবাড়ির কাজে যে শ্রম দিতে হয়, সে তুলনায় তেমন আয় হয় না। বিভিন্ন অভিযোগ তো আছেই। তাই নারীদের আগ্রহ কমে গেছে। আবার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বিকল্প উৎস হিসেবে আফ্রিকার দেশ থেকে কর্মী নিচ্ছে।

### সম্ভাবনা কাজে লাগানোর তাগিদ

বৈদেশিক শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে আসার প্রধান কারণ একক দেশের ওপর নির্ভরতা বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা বলছেন, একটা সময় কোনো এক দেশে বিপুল হারে কর্মী যেতে শুরু করেন। এরপর নানা সমস্যা তৈরি হওয়ার পর ওই শ্রমবাজার কয়েক বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তখন আরেক দেশে কর্মী পাঠানো শুরু হয়। এভাবে ঘুরেফিরে হাতে গোনা কয়েকটি দেশের শ্রমবাজারে সীমিত হয়ে আছে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান।

পরিস্থিতি আসলেই হতাশাজনক বলে মনে করেন তৃণমূল অভিবাসীদের সংগঠন অভিবাসীকর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রামের (ওকাপ) চেয়ারপারসন শাকিরুল ইসলাম। প্রস্তাবিত বাজেটে আগের চেয়েও এ খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে উল্লেখ করে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বিদেশে কর্মসংস্থান বাড়ার তেমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। নতুন শ্রমবাজার চালুর ক্ষেত্রেও তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। যেসব দেশে সম্ভাবনা আছে, সেটিও কাজে লাগানো হচ্ছে না।

ঢাকা : বুধবার ১১ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 25 June 2025

সংবাদ

# ইইউর বাজারে পোশাক রপ্তানিতে চীনের কাছাকাছি বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দীর্ঘদিন ধরেই শীর্ষে রয়েছে চীন। তবে এবারে পোশাক রপ্তানিতে দেশটির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি চীনের চেয়ে মাত্র ৩২ কোটি ডলার কম হয়েছে।

ইইউর পরিসংখ্যান কার্যালয়ের (ইউরোস্ট্যাট) তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে চলতি বছরের প্রথম চার মাস জানুয়ারি-এপ্রিলে ৩ হাজার ২৪৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কোম্পানিগুলো। এ আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি।

আলোচ্য চার মাসে ইইউর বাজারে চীন ৮৩৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে একই সময়ে ইইউর বাজারে বাংলাদেশ ৮০৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেশি।

ইউরোস্ট্যাটের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ইইউর বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনের তুলনায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেশ পিছিয়ে ছিল। যদিও গত বছর চীনের চেয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি বেশি ছিল।

২০২৩ সালে ইইউর বাজারে চীন ২ হাজার ৫৪১ কোটি ডলার ও বাংলাদেশ ১ হাজার ৮৮৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। পরের বছর (২০২৪) চীনের রপ্তানি ২ দশমিক ৬১ শতাংশ বেড়ে ২ হাজার ৬০৭ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। অন্যদিকে বাংলাদেশের রপ্তানি দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৭৮ কোটি ডলার। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

ইইউর বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে অর্থের হিসাবে পিছিয়ে থাকলেও পরিমাণে চীনকে টপকে যায় বাংলাদেশ, ২০২২ সালে। সেবার বাজারটিতে বাংলাদেশ ১৩৩ কোটি ও চীন ১৩১ কোটি কেজি কাপড়ের সমপরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। গত বছর চীনের চেয়ে ২ কোটি কেজির সমপরিমাণ তৈরি পোশাক কম রপ্তানি করে বাংলাদেশ।

চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ চীনকে ছাড়িয়ে গেছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ৪৮ কোটি ও চীন ৩৮ কোটি কেজি কাপড়ের সমপরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে।

বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানির আর্থিক মূল্যে শেষ পর্যন্ত চীনকে টপকে শীর্ষ স্থানে পৌঁছাতে পারবে কি না, এমন প্রশ্ন করা হয় তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেলকে। জবাবে তিনি বলেন, 'ইইউর বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশের ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এটি বজায় থাকলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে চীনকে টপকে যেতে পারে বাংলাদেশ।'

ইইউর বাজারে চীন ও বাংলাদেশের পর শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে তুরস্ক, ভারত, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়া।

এর মধ্যে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে তুরস্ক ৩১০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। দেশটির রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ৪১ শতাংশ কমেছে। এ বাজারে গত বছর তুরস্ক ১ হাজার ৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে।

চলতি বছরের জানুয়ারি-এপ্রিল সময়ে ইইউর বাজারে ভারত ২০১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সাড়ে ২০ শতাংশ বেশি। একই সময়ে কম্বোডিয়া ১৫৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। তাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩১ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 28.06.2025

# 36 Bangladeshis held in Malaysia over 'militancy ties'

MIGRATION – BANGLADESH

**TBS REPORT**

Malaysian authorities have arrested 36 Bangladeshi nationals who have been found to be "directly involved in a radical militant movement based on Islamic State extremist beliefs and violent ideology", Malaysian Home Minister Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail said yesterday.

The arrests took place in three phases starting from 24 April this year during police's planned security operations in the Selangor and Johor states, Malay Mail reported quoting the Malaysian home minister.

He said, out of the 36 detained, five have been charged under the offences relating to terrorism in the Penal Code. Fifteen others have been served deportation orders, while the remaining 16 are still under investigation.

The minister also said the police had found that this group had created recruitment cells within their community for the purposes of "indoctrination of radical beliefs, collecting funds for terrorism activities and to topple the legitimate government in their country of origin".

Saifuddin said the home ministry will continue to strengthen intelligence capabilities and increase enforcement, besides working together with both domestic and foreign security agencies to ensure Malaysia remains peaceful, stable and free from threats of terrorism.

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৭ জুন ২০২৫,

# কারখানায় ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বিএটিবিসি

**উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি**

এখন স্থানীয় ও রপ্তানি বাজারের প্রায় সব সিগারেট তৈরি হবে এই কারখানায়।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

প্রায় ৬০ বছর পর ঢাকা থেকে কারখানা সাভারে সরিয়ে নিচ্ছে সিগারেট উৎপাদন ও বাজারজাতকারী বহুজাতিক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি বা বিএটিবিসি। কোম্পানিটি রাজধানীর মহাখালী থেকে তাদের কারখানা সাভারের আশুলিয়ায় সরিয়ে নিচ্ছে।

কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, আগামী ১ জুলাই থেকে এই কারখানায় হবে বিএটিবিসির প্রধান উৎপাদনকেন্দ্র। আগে আশুলিয়ার এই কারখানায় সীমিত পরিসরে রপ্তানির জন্য নানা ধরনের সিগারেট তৈরি করা হতো। এখন স্থানীয় ও রপ্তানি বাজারের প্রায় সব সিগারেট তৈরি হবে এই কারখানায়। এ কারণে কারখানাটির উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে নতুন করে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানিটি।

দেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি বিএটিবিসি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের নতুন এই বিনিয়োগের তথ্য জানিয়েছে। এ-সংক্রান্ত ঘোষণায় কোম্পানিটি জানায়, গত বুধবার অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় সাভারের কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে ২৯৭ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। এই অর্থ বিনিয়োগ করা হবে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যাংকঋণ করে।

এর আগে গত ১৯ জুন বিএটিবিসির পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের কারখানা রাজধানীর মহাখালীর নিউ ডিওএইচএস থেকে আশুলিয়ায় স্থানান্তর করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে কোম্পানির নিবন্ধিত ঠিকানাও বদল করে সাভারের আশুলিয়ার ধামসোনার বলিভদ্র বাজারে স্থানান্তর করা হয়েছে। নতুন এ ঠিকানায় ১ জুলাই থেকে কোম্পানিটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবে। একই দিনে বন্ধ হয়ে যাবে কোম্পানিটির ঢাকার কারখানার কার্যক্রম।

কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, কারখানা স্থানান্তরের পাশাপাশি কোম্পানিটির করপোরেট কার্যালয়ও স্থানান্তর করা হচ্ছে। ১৯৬৫ সালে ঢাকার মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় বহুজাতিক এই কোম্পানিটির কারখানা স্থাপন করা হয়। সেটি ছিল বাংলাদেশে তাদের দ্বিতীয় কারখানা। তার আগে ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে কোম্পানিটির প্রথম কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। এখন ৬০ বছর পর এসে মহাখালী থেকে কারখানা সরিয়ে নিচ্ছে কোম্পানিটি।

জানা যায়, মহাখালীতে কারখানার জায়গা ইজারা নিয়ে এত দিন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল কোম্পানিটি। প্রতি ইজারা চুক্তির মেয়াদ ৩০ বছর এবং মেয়াদ নবায়নের সুযোগ ছিল সর্বোচ্চ ৯০ বছর পর্যন্ত। তবে মহাখালীর এই কারখানা আবাসিক এলাকায় হওয়ায় পরিবেশবাদীরা তা সরানোর দাবি করে আসছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। এ অবস্থায় ৬০ বছর কার্যক্রম পরিচালনার পর বাকি ৩০ বছরের জন্য ইজারা নবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিল কোম্পানিটি। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা নবায়ন না করলে কোম্পানিটি আইনি লড়াইয়ে নামে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ গত ২৮ মে বিএটি বাংলাদেশের করা আপিল খারিজ করে দেন। এরপর ১৯ জুন কোম্পানিটি তাদের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর ও কারখানা সরানোর ঘোষণা দেয়।

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত। ১৯৭৭ সালে কোম্পানিটি ডিএসইতে তালিকাভুক্ত হয়। এটি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত দেশি-বিদেশি ভালো মানের কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম। ঢাকার বাজারে গতকাল বৃহস্পতিবার কোম্পানিটি লেনদেনের শীর্ষ ১০ কোম্পানির তালিকায় ছিল। এদিন এটির শেয়ারের দাম ৭ টাকা ৭০ পয়সা বা প্রায় ৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২৮০ টাকায়। গতকাল বৃহস্পতিবার ডিএসইতে কোম্পানিটির প্রায় সোয়া ৮ কোটি টাকার প্রায় ৩ লাখ শেয়ারের হাতবদল হয়। কোম্পানিটি সর্বশেষ ২০২৪ সালের জন্য বিনিয়োগকারীদের ৩০০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে। অর্থাৎ প্রতি শেয়ারের বিপরীতে একজন শেয়ারধারী ৩০ টাকা লভ্যাংশ পেয়েছেন।

কোম্পানিটির সর্বশেষ আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে কোম্পানিটি ৩১৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এ সময় কোম্পানিটি ব্যবসা করেছে প্রায় ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকার। আর গত বছর শেষে কোম্পানিটির মুনাফা ছিল ১ হাজার ৭৫১ কোটি টাকা।

- ১৯৬৫ সালে ঢাকার মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় বহুজাতিক এই কোম্পানির কারখানা স্থাপন করা হয়। ৬০ বছর পর এসে মহাখালী থেকে কারখানা সরিয়ে নিচ্ছে কোম্পানিটি।
- সাভারের আশুলিয়ায় নতুন ঠিকানায় ১ জুলাই থেকে কোম্পানিটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবে। একই দিনে বন্ধ হয়ে যাবে কোম্পানিটির ঢাকার কারখানার কার্যক্রম।
- ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়।
- চলতি বছরের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে কোম্পানিটি ৩১৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে।

NEW AGE
SATURDAY, JUNE 28, 2025,

# Malaysia arrests 36 Bangladeshis

**Staff Correspondent**

THE Malaysian police have arrested 36 Bangladeshis for their alleged direct involvement in a radical extremist movement centred on extremist beliefs and terrorist ideology.

Malaysian online news portal the Malay Mail, quoting the country's home minister Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, reported on Friday that the people were arrested this week.

Saifuddin said the police's planned security operations started on April 24 with three phases of arrests in Selangor and Johor.

He said that five of the 36 arrestees were identified as being involved in offences relating to terrorism.

The five have been charged at the Sessions Court in Shah Alam and Johor Bahru.

The report, referring to Saifuddin, said that 15 of the arrestees were issued orders for deportation, and the remaining 16 were under further investigation over their involvement in the extremist movement.

'The Special Branch team's intelligence and coordinated action revealed that this group brought in extremist beliefs based on the Islamic State ideology into the country,' the report quoted Saifuddin's Friday statement as saying.

The minister added that the police had also found that this group had created recruitment cells within their community for the purposes of indoctrination of radical beliefs, collecting funds for terrorist activities and toppling the legitimate government in their country of origin.

'Any attempts to make Malaysia a base for militant operations or transit centre for extremism movements will be tackled with firm, quick and effective action,' the report also quoted Saifuddin as saying.

সময়ের আলো শনিবার। ২৮ জুন ২০২৫।

# যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গার্মেন্টস পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা দাবি

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্যের শুল্ক এবং কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দাবি করেছেন গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। একই সঙ্গে তারা বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প এবং ৪০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের জন্য মরণফাঁদ। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক প্রতিবাদী মানববন্ধনে তারা এই দাবি জানান। জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন এই মানববন্ধনের আয়োজন করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশের প্রধান এবং একমাত্র শিল্প, যা দেশের ৮৪ শতাংশ রফতানি কাভার (পূরণ) করে। এই সেক্টরে কাজ করেন ৪০ লাখ শ্রমিক, যাদের অধিকাংশই নারী এবং গ্রাম থেকে আসা স্বল্পশিক্ষিত পুরুষ। পুঁজিবিহীন গরিব মানুষের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম এই পোশাক খাত।

তারা বলেন, গার্মেন্টস শিল্প শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতি নয়, নারীমুক্তি এবং নারীস্বাধীনতার মেরুদণ্ড। বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্যের প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে দেশটির বাজারে বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্যের শুল্ক ১০ শতাংশ। গত এপ্রিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশি পণ্যে ৩৭ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করেন। পরে ৩ মাসের জন্য এটি

**ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি পোশাক শিল্পের জন্য মরণফাঁদ**

স্থগিত করলেও ৩ মাস প্রায় শেষ। অথচ ট্রাম্প ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ১৩টিসহ মোট ৬৩টি দেশের জন্য তিনি শুল্ক নির্ধারণ করেছেন অনেক কম।

শ্রমিকরা বলেন, তুরস্ক, ব্রাজিল, মেক্সিকো, মরক্কোর মতো গুরুত্বপূর্ণ পোশাক রফতানিকারক দেশের জন্য শুল্ক বৃদ্ধি না করে আগের শুল্ক বহাল রেখেছেন। এ ছাড়া বিশ্বে আরও ১৫টি দেশে শুল্কহার একই রেখেছেন। অথচ বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের জন্য শুল্ক নির্ধারণ করেছেন ৩৭ শতাংশ। এটি চরম বিবেচনাহীন, অমানবিক এবং নারীমুক্তির বাধা বলেও অভিযোগ করেন তারা।

তাদের দাবি–এই শুল্ক কার্যকর হলে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের নারীমুক্তি, নারীর স্বাধীনতা, নারীর অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেবে। তাই আমরা এবং দেশের গার্মেন্টস শ্রমিকরা উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত, ভীত।

বক্তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প এবং ৪০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের জন্য মরণফাঁদ উল্লেখ করে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্যের শুল্ক এবং কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের দাবি জানান।

কর্মসূচি থেকে তারা মার্কিন বাজারে বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্যের শুল্ক এবং কোটামুক্ত সুবিধার দাবিতে আগামী ১৫ জুলাই ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় কর্মসূচিতে ফেডারেশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. হোসেন, আইনবিষয়ক সম্পাদক রবিউল চৌধুরী, সিবিএ সম্পাদক মো. কাশেম, কোষাধ্যক্ষ মনিরা মুন্নি, মো. সবুজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সমকাল রোববার। ২৯ জুন ২০২৫

# বছরে শ্রমবাজারে ২২ লাখের প্রবেশ, প্রশিক্ষণ পায় ১.৯%

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশে প্রতিবছর শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে প্রায় ২২ লাখ নতুন কর্মক্ষম মানুষ। তবে তাদের মধ্যে মাত্র ১ দশমিক ৯ শতাংশ আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পায়। বাকি সবাই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই সরাসরি শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে।

গতকাল শনিবার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত ঝরে পড়া শিশুদের জন্য দক্ষতাভিত্তিক সাক্ষরতা (স্কিলফো) প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (বিএনএফই) এবং ইউনিসেফ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, বিশেষ অতিথি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ড. খ. ম. কবিরুল ইসলাম এবং সম্মানিত অতিথি ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স। সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্বপ্রাপ্ত) সাখাওয়াত হোসেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বিদ্যালয়বহির্ভূত কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রণীত এই পাইলট প্রকল্পটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। কক্সবাজারে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হয়েছে প্রায় সাত হাজার কিশোর-কিশোরী। প্রকল্পটি এখন ১৬ জেলায় সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে এক লাখেরও বেশি এনইইটি (যারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত নয়) শ্রেণির কিশোর-কিশোরী প্রাথমিক সাক্ষরতা ও শ্রমবাজারের চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাবে।

**উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ইউনিসেফ প্রকল্পের তথ্য**

**চাকরিপ্রাপ্তির হার ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি**

স্কিলফো মডেলের লক্ষ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানিয়ে অনুষ্ঠানে বলা হয়, স্কিলফো প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের কার্যকর সাক্ষরতা, গণনাজ্ঞান, কারিগরি দক্ষতা, ডিজিটাল ও আর্থিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। এসবই বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর (বিএনকিউএফ) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকল্প এলাকার নির্বাচন করা হয়েছে স্থানীয় যুব জনসংখ্যা, দক্ষতা চাহিদা, চাকরির সম্ভাবনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিবেচনায়।

উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, স্কিলফো মডেল অনুসরণে দেশের ১৬ জেলায় প্রকল্প সম্প্রসারণ হচ্ছে। এই মডেলে সামান্য পরিবর্তন এনে ভবিষ্যতে দেশের ৬৪ জেলায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। যদি তা সফলভাবে সম্পন্ন হয়, তাহলে আমাদের শিক্ষা নিয়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে এবং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা হবে নেতৃত্বের মূল ভিত্তি।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। একটি হলো, ব্যক্তির সম্ভাবনার বিকাশ এবং অপরটি তাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযোগী করে গড়ে তোলা। আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনায় এই উভয় দিকের সমন্বয় অপরিহার্য।

ইউনিসেফ প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, স্কিলফোর সফলতা প্রমাণ করে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কম সাক্ষরতাসম্পন্ন এবং 'এনইইটি' যুব সমাজকেও কার্যকরভাবে ক্ষমতায়িত করা সম্ভব। এটি অপরাধ, বাল্যবিয়েসহ বিভিন্ন নেতিবাচক প্রবণতার ঝুঁকিও হ্রাস করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী কিশোরীদের (৮৩.১%) চাকরিপ্রাপ্তির হার ছেলেদের (৬১.৩%) চেয়ে বেশি।

জানা গেছে, পাইলট প্রকল্পের সাফল্য এবং প্রমাণভিত্তিক ফলাফল পর্যালোচনার পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো স্কিলফো মডেলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি তরুণদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করবে। স্কিলফোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি এবং জাতীয় প্রকল্পের সঙ্গে একীভূত করা হবে।

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার ১৬ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Monday 30 June 2025

e-mail : sangbadecc

# জাপান ও ভারতে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) নতুন বাজারগুলোতে মোট ৬০৪ কোটি মার্কিন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ বেশি।

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

অপ্রচলিত বা নতুন বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) নতুন বাজারগুলোতে মোট ৬০৪ কোটি মার্কিন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের শীর্ষ পাঁচ নতুন রপ্তানি গন্তব্য হচ্ছে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত এই পাঁচ বাজারের মধ্যে জাপান ও ভারতে তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে সবচেয়ে বেশি, তা যথাক্রমে ১০ ও ১৭ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি বেড়েছে মাত্র ২ শতাংশ। তবে রাশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ায় তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমেছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে দেশ থেকে সব মিলিয়ে ৩ হাজার ৬৫৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি এর আগের ২০২৩২৪ অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১০ দশমিক ২০ শতাংশ বেশি। প্রচলিত সব বাজারেই অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডায় রপ্তানি বেড়েছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে সবার শীর্ষে জাপান। চলতি অর্থবছরের মে পর্যন্ত ১১ মাসে দেশটিতে ১১২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১০ দশমিক ৩২ শতাংশ বেশি। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশটিতে ১০৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছিল।

অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত দেশটিতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা ৭৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া তৃতীয় শীর্ষ অপ্রচলিত বাজার রাশিয়ায় বাংলাদেশ থেকে গত জুলাই-মে সময়ে ৩১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় সাড়ে ৯ শতাংশ কম।

চলতি অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে প্রতিবেশী ভারতে ৬১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরে দেশটিতে ৫৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। তার আগের অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল ৬৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

ভারতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেলেও বাজারটিতে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন দেশের রপ্তানিকারকেরা। এর কারণ হলো, গত মাসে স্থলপথে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানি নিষিদ্ধ করেছে ভারত সরকার। সে অনুযায়ী শুধু ভারতের নব সেবা ও কলকাতা সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে দেশটির আমদানিকারকেরা বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানি করতে পারবেন।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুন ২, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ১৯, ১৪৩২

## বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

গাইবান্ধা সদর উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোফাজ্জল হোসেন গাদু (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাকে বাঁচাতে গিয়ে স্ত্রীও আহত হন। তিনি বর্তমানে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ফ্যানের লাইন চালু করতে গিয়ে গত শনিবার বিকালে সদর উপজেলার ঘাগোয়া ইউনিয়নের শাহাপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোফাজ্জল হোসেন গাদু ওই গ্রামের মৃত জালাল হোসেনের ছেলে।
**বণিক বার্তা প্রতিনিধি, গাইবান্ধা**

প্রথম আলো • রোববার, ১ জুন ২০২৫,

## ৭ জেলায় সড়কে ৯ জন নিহত

**প্রথম আলো ডেস্ক**

দেশের সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বিকেল থেকে গতকাল শনিবার দুপুরের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে।

রাজবাড়ীর কালুখালীতে গতকাল দুপুরে গরুবাহী ট্রাক খাদে পড়ে নিহত হয়েছেন দুই ব্যক্তি। তাঁরা হলেন কুষ্টিয়ার মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম (৩৫) ও খবির উদ্দিন (৫০)। এ ঘটনায় দুটি ষাঁড়ও মারা গেছে।

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে ট্রাকচাপায় শুক্রবার বিকেলে নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী রবিউল ইসলাম (২৪) ও সাগর শেখ (২৩)। তাঁরা সম্পর্কে মামাতো-ফুফাতো ভাই।

রংপুরের মিঠাপুকুরে গতকাল দুপুরে বাসের ধাক্কায় নিহত হন অটো ভ্যানের যাত্রী সবজি বিক্রেতা বেলাল হোসেন (৫০)। চুয়াডাঙ্গা সদরে দুপুরে আলমসাধুর ধাক্কায় নিহত হন সিরাজুল ইসলাম (৬০)।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সকালে ট্রাকচাপায় নিহত হন শাহিনা খাতুন (৪৫)। ভোলার লালমোহন পৌরসভায় সকালে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হন মো. আবুল কালাম (৬২)। বিকেলে তাঁর মৃত্যু হয়। পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার গোলাব্দিগছ এলাকায় গতকাল দুপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী আবু হাসান (২৩)।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২ জুন ২০২৫

## পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু

■ **কুমিল্লা প্রতিনিধি**

কুমিল্লায় ডাম্প ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। কুমিল্লা-চাঁদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের জেলার বরুড়া উপজেলার শিলমুড়ী দক্ষিণ ইউনিয়নের বাঁশপুর এলাকায় শনিবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের তারেক মিয়া (২৮) ও একই উপজেলার রঘুদাউদপুর গ্রামের বিল্লাল মিয়া (৩০)। জেলার লাকসাম ক্রসিং হাইওয়ে থানার ওসি মো. আদেল আকবর রবিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

**ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) সংবাদদাতা জানান,** ফুলবাড়ীতে নিজ পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদ্‌যাপন করতে এসে সড়কে ঝরে গেল জাপান প্রবাসী মঞ্জু আলমের (৫৫) প্রাণ। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার রাত ৮টার দিকে ফুলবাড়ী-রংপুর মহাসড়কের মহেশপুর গোল চত্বর নামক এলাকায়। নিহত জাপান প্রবাসী মঞ্জু আলম ফুলবাড়ী পৌর এলাকার কাঁটাবাড়ী গ্রামের মৃত আব্দুল খালেক মোড়লের ছেলে। দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মতিয়ার রহমান বলেন, লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সড়ক আইনে মামলা দায়ের করা হবে।

সংবাদ
মঙ্গলবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Tuesday 3 June 2025

## বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

**প্রতিনিধি, পূর্বধলা (নেত্রকোনা)**

নেত্রকোনার পূর্বধলায় বেকারিতে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোফাজ্জল হোসেন (৩০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় উপজেলার গোহালাকান্দা ইউনিয়নের জালশুকা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত মোফাজ্জল হোসেন উপজেলার খলিশাউর ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামের মৃত মরমুজ ফকিরের ছেলে। তিনি স্থানীয় কাদির বেকারিতে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পূর্বধলা থানার ওসি মোহাম্মদ নুরুল আলম জানান, নিহতের পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

যুগান্তর
সোমবার ২ জুন ২০২৫
editorial.i

## গাজীপুরে কারখানায় পানি পানে অসুস্থ শতাধিক শ্রমিক

**গাজীপুর প্রতিনিধি**

গাজীপুর মহানগরীর সাইনবোর্ড এলাকায় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় পানি পান করে শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রোববার বেলা ১১ টার দিকে ওই এলাকার রিয়াজ এক্সপোর্ট অ্যাপারেল নামের কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। অসুস্থদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনার পর কারখানা কর্তৃপক্ষ ছুটি ঘোষণা করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানাধীন সাইনবোর্ড এলাকায় প্রতিদিনেরমত রিয়াজ এক্সপোর্ট অ্যাপারেল কারখানায় সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগদান করেন। বেলা ১১টার দিকে শ্রমিকরা পানি পান করে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করে। পরে তাদেরকে স্থানীয় তায়রুন্নেসা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। জানা গেছে, সাইনবোর্ড এলাকায় রিয়াজ এক্সপোর্ট অ্যাপারেলস লি. নামের ওই কারখানায় ২ হাজার ৮শ শ্রমিক কর্মরত। যথারীতি প্রতিদিনের মতো রোববার সকালেও শ্রমিকরা কাজে যোগ দেন। পরে কারখানার সরবরাহকৃত পানি পান করার পর প্রথমে কয়েকজন পেটব্যথায় আক্রান্ত হন। পরে অসুস্থদের সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিকে ছাড়িয়ে যায়। এদিকে গুরুতর অসুস্থ শ্রমিকদের মধ্যে ৬৭ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বাকীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাহ আলী বলেন, গুরুতর অসুস্থ ৬৭ জন ভর্তি আছে।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুন ২, ২০২৫ ■

## মাগুরায় তিন কলেজছাত্র ও গাইবান্ধায় ট্রাকচালক নিহত

**বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মাগুরা ও গাইবান্ধা**

মাগুরায় বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী তিন কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। গতকাল মাগুরা-ঝিনাইদহ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন রবিন (২৩), সাজিম (২০) ও জয় (২২)। অন্যদিকে শনিবার রাতে গাইবান্ধায় দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে একটির চালক নিহত হয়েছেন।

মাগুরা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির এসআই সিদ্ধার্থ সাহা জানান, গতকাল বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে মাগুরা-ঝিনাইদহ মহাসড়কের আবালপুর নামক স্থানে একটি বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী কলেজছাত্র রবিন ও জয় ঘটনাস্থলে মারা যান। অন্য আরোহী গুরুতর আহত সাজিমকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মোটরসাইকেলের তিন আরোহী মাগুরা থেকে তাদের বাড়ি ফিরছিলেন।

অন্যদিকে ঝিনাইদহ থেকে ছেড়ে আসা একটি দ্রুতগামী বাস তাদের চাপা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারা কলেজ থেকে কোচিং শেষে বাড়ি ফিরছিলেন।

অন্যদিকে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে জহরুল ইসলাম নান্টু (৪০) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। এছাড়া ট্রাকটির হেলপার গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত জহরুল ইসলাম নান্টু বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার জোগারপাড়া গ্রামের সেকেন্দার আলীর ছেলে।

যুগান্তর
সোমবার ২ জুন ২০২৫
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

## সাভারে বজ্রপাতে শ্রমিকের মৃত্যু

**যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর**

সাভারের আশুলিয়ায় ও বজ্র পাতে ইদু মিয়া (৬০) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকালে আশুলিয়ার ভাদাইল এলাকার তিনবন্ধু মোড় এলাকার একটি বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করার সময় বজ্র পাতে রাজমিস্ত্রি ইদু মিয়ার মৃত্যু হয়। নিহত ইদু মিয়া গাইবান্ধার পলাশবাড়ী থানাধীন কুঁজোপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পরিবারসহ আশুলিয়ার ভাদাইল এলাকায় ভাড়া থেকে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। নিহতের স্বজনরা জানায়, ভাদাইলের তিনবন্ধু মোড় এলাকায় একটি বাড়ির নির্মাণ কাজ করছিলেন ইদু মিয়া। এ সময় বজ্র সহ ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে বজ্র পাতে ইদু আহত হয়। পরে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সংবাদ ঢাকা : সোমবার ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Monday 2 June 2025

# খাবার খেয়ে ঈশ্বরদী ইপিজেডের শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, মৃত্যু ১

প্রতিনিধি, ঈশ্বরদী (পাবনা)

ঈশ্বরদী ইপিজেডের চারটি পোশাক কারখানায় দুপুরের খাবার খেয়ে শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গত শুক্রবার বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। অসুস্থ শ্রমিকদের ঈশ্বরদী ইপিজেডের নিজস্ব হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পাবনা ও রাজশাহীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে নাকানো ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি, আইএমবিডি কোম্পানি, ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও লিমিটেড ও রেনেসাঁ বারিন্দ লিমিটেড নামের চারটি প্রতিষ্ঠানের শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ম অনুযায়ী তাদের সব শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার দুপুরেও খাবার দেওয়া হয়। খাবার খাওয়ার কিছু সময় পর একজন দু'জন করে বেশ কয়েক শ্রমিক পেটে ব্যথা অনুভব করেন। সন্ধ্যায় ছুটির সময় শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের প্রথমে ইপিজেডের নিজস্ব হাসপাতাল ও ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে গুরুতর অসুস্থদের পাবনা ও রাজশাহীতে পাঠানো হয়।

পোশাক শ্রমিক মনোয়ারা খাতুন বলেন, প্রতিদিনের মতো দুপুরের খাবার খেয়ে তারা কাজ শুরু করেন। বিকেলের দিকে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করার পর থেকে বারবার পায়খানা ও বমি হতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্য সহকর্মীরাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে ভর্তি আরও বেশ কয়েক শ্রমিকের সঙ্গে কথা বললে তারাও একই ধরনের কথা বলেন। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নাকানো ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির ম্যানেজার (এইচআর) মেহেদী হাসান বলেন, এ ঘটনায় ইতোমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত করার পর বোঝা যাবে কী কারণে একসঙ্গে এত মানুষ অসুস্থ হলো। রেনেসাঁ বারিন্দ লিমিটেডের লজিস্টিক অফিসার আব্দুল্লাহ্-আল-মামুন বলেন, ইপিজেডের চারটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা প্রায় একযোগে অসুস্থ হয়েছেন বলে তিনি জেনেছেন। কী কারণে এত শ্রমিক অসুস্থ হয়েছেন, তা ধারণা করতে পারছেন না তিনি। এ ঘটনায় ঈশ্বরদীর ভারপ্রাপ্ত ইউএনও শাহাদাত হোসেন খান, থানার ওসি আ স ম আব্দুন নূরসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ শ্রমিকদের খোঁজখবর নিয়েছেন।

ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার রকিবুল হাসান বলেন, শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪৫ শ্রমিককে ভর্তি রাখা হয়েছে। বাকিদের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাদের পাবনা ও রাজশাহীতে পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে শুক্রবার দুপুরে এক শ্রমিক মারা গেছেন। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসা শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আলী এহসান জানান, সাপ্লাই লাইনে লিকেজের ফলে পানি দূষিত হয়ে ও খাবারে বিষক্রিয়ার কারণে শ্রমিকরা অসুস্থ হয়েছেন বলে তিনি ধারণা করছেন। প্রাথমিকভাবে তারা সবাই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ভারপ্রাপ্ত ইউএনও শাহাদাত হোসেন খান বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া ও তদন্তের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৪ জুন ২০২৫,

ঢাকা

# ধানমন্ডিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গাড়িচালকের মৃত্যু

রাজধানীর ধানমন্ডিতে মো. রাফিজ ইসলাম (২৫) নামের এক প্রাইভেট কারচালক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। গাড়ি পরিষ্কার করতে পানির লাইনের সুইচ দিতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। গতকাল শুক্রবার ধানমন্ডি ১৯ নম্বর রোডের একটি বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাফিজ ওই বাড়ির একজনের ব্যক্তিগত গাড়ির চালক ছিলেন এবং ওই বাড়িতেই থাকতেন। রাফিজকে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন সহকর্মী আল আমিন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, সকাল সাড়ে আটটার দিকে রাফিজ গাড়ি পরিষ্কার করার জন্য পানির লাইনের সুইচ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। অচেতন অবস্থায় রাফিজকে উদ্ধার করে সকাল ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের নিয়ে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন বলে জানান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পের পুলিশ পরিদর্শক মো. ফারুক। পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, মৃতদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি ধানমন্ডি থানায় জানানো হয়েছে। রাফিজের গ্রামের বাড়ি ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার হাসানগঞ্জ গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আমির হোসেন।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, ঢাকা

যুগান্তর | সোমবার ২ জুন ২০২৫ •
E-mail : sportsjugantc

# ঘিওরে বজ্রপাতে প্রাণ গেল নারীর, ছেলেসহ আহত ২

## আমতলী ও শাল্লায় দুজনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

ঘিওরে গরুর ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্র পাতে নারীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে তার ছেলেসহ অপর এক নারী। এছাড়া বজ্র পাতে আমতলী ও শাল্লায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **মানিকগঞ্জের ঘিওরে** গরুর ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্র পাতে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় সঙ্গে থাকা তার ছেলে ও অপর এক নারী আহত হয়েছেন। রোববার বিকালে বালিয়াখোড়া ইউনিয়নের সাইংজুরী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বজ্র পাতে নিহত সূর্য রানী সরকার সাইংজুরী গ্রামের যোগেশ সরকারের স্ত্রী। আহত ছেলে বাঁধন (১০) ও প্রতিবেশী মায়া রানী সরকার (৪০) হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। **বরগুনার আমতলীতে** মাঠে গরু আনতে গিয়ে বজ্র পাতে বেল্লাল খাঁন (৩০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম আমতলী গ্রামে রোববার ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বেল্লাল ওই গ্রামের আতাহার খাঁনের ছেলে। **সুনামগঞ্জের শাল্লায়** মাছ ধরতে গিয়ে বজ্র পাতে সেলিম মিয়া নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার ভোরে আটগাঁও ইউনিয়নের মির্জাপুর গ্রামে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সেলিম ওই গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে। ওসি শফিকুল ইসলাম বজ্র পাতে যুবকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর | বুধবার ৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

# ঈশ্বরদী ইপিজেডে ডায়রিয়ায় দুই নারী শ্রমিকের মৃত্যু

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি

ঈশ্বরদী ইপিজেডে পানি দূষণজনিত অব্যাহত ডায়রিয়া পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না হওয়ায় জীবন ঝুঁকিতে রয়েছেন শ্রমিকরা। এর মধ্যে দুজন নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন মাহফুজা খাতুন ও কনা খাতুন। সোমবার রাতে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পরদিন ৩ জুন সকালে মাহফুজা খাতুন ও রোববার কনা খাতুনের মৃত্যু হয়। মাহফুজা ঈশ্বরদী পৌর শহরের পিয়ারাখালী জামতলা এলাকার সাগর হোসেনের স্ত্রী। তিনি নাকানো ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিতে শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ইপিজেডের সাপ্লাই পানি পান করে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি তার পরিবারের। রোববার রাতে ১টায় তিলকপুর গ্রামের কনা খাতুনের মৃত্যু হয়েছে। কনা ফমিন ইসলামের স্ত্রী। তিনি ইপিজেডের আইএইচএম কোম্পানির কোয়ালিটি কাটিং সেকশনের কর্মী ছিলেন। গত কয়েকদিনে ইপিজেডের বিভিন্ন কোম্পানির পাঁচ শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়েছেন। ঈশ্বরদী ইপিজেডের ডায়রিয়া পরিস্থিতির অবনতি ও দুই নারী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সোমবার ২ জুন বিকাল থেকেই তদন্তের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে কমিটি। ৬ সদস্যের এ কমিটির টিম লিডার রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক এএইচএম মোস্তফা কামাল। অন্য সদস্যরা হলেন টেকনিক্যাল অফিসার শরিফ উদ্দিন হাসনাত, মেডিকেল অফিসার ফাহমিদা ফাইজা, সহকারী সার্জন রাজেশ দেব, আইইডিসিআরের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট সোহেল রানা এবং ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট সজিবুল ইসলাম। ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য প.প কর্মকর্তা আলী এহসান এ ব্যাপারে জানান, সোমবার বিকাল থেকে তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছেন। তারা প্রথমে ঈশ্বরদী ইপিজেড পরিদর্শন করেন।

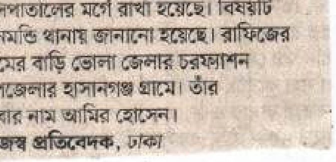

কনা খাতুন মাহফুজা খাতুন

প্রথম আলো • বুধবার, ১১ জুন ২০২৫,

# ৬ দিনে ২১ জেলায় নিহত ৩২

**সড়ক দুর্ঘটনা**

গতকাল মঙ্গলবার তিন জেলায় নিহত হয়েছেন চারজন। এ ছাড়া গত সোমবার ছয় জেলায় নয়জন নিহত হন।

**প্রথম আলো ডেস্ক**

এবার ঈদের ছুটিতে সড়কে গত ছয় দিনে ২১ জেলায় ৩২ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার তিন জেলায় নিহত হয়েছেন চারজন। এ ছাড়া গত সোমবার ছয় জেলায় নয়জন নিহত হন। গতকাল দিনাজপুরের বিরামপুরে লিচুবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আবু হামদী (২৩) নামের এক ট্রাকচালকের সহকারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া গতকাল খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় টেম্পো উল্টে পরমিলা ত্রিপুরা (৩২) নামের এক নারী মারা গেছেন। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে গতকাল সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা লেগে রউফ আলী (৫০) ও তৃষা খাতুন (২৮) নামের দুজন নিহত হয়েছেন।

এর আগে সোমবার ফেনীর দাগনভূঞায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মো. নিঝুম (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। নিঝুম নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চৌধুরীহাট এলাকার মো. জয়নালের ছেলে। সে কোম্পানীগঞ্জের চৌধুরীহাট উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

নরসিংদীর শিবপুরে সোমবার যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের আরোহী তিন যুবক নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন শিবপুর উপজেলার মাছিমপুর ইউনিয়নের মির্জাকান্দি এলাকার মৃত জামাল উদ্দিনের ছেলে সাইফুল ইসলাম (২৫), বদু মিয়ার ছেলে আশিক মিয়া (২৩) ও বাবুল মিয়ার ছেলে অপু মিয়া (২০)। তাঁরা তিনজন বন্ধু ছিলেন।

গোপালগঞ্জে সোমবার মোটরসাইকেল-প্রাইভেট কার মুখোমুখি সংঘর্ষে ফয়সাল শেখ (১৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী কিশোর নিহত হয়েছে।

সোমবার বাগেরহাটের ফকিরহাটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক যাত্রী (৩৫) নিহত হয়েছেন। তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।

খুলনায় ট্রাকের ধাক্কায় সোমবার ইজিবাইকের চালকসহ দুজন নিহত হন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন ইজিবাইকের চালক রফিকুল ইসলাম (৫৬) ও যাত্রী তানজিল (১২)।

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মোটরসাইকেলের চাপায় তাহমিনা আক্তার (৫) নামের এক শিশু মারা গেছে। শিশুটি আলগী ইউনিয়নের নাওরা গ্রামের লিয়াকত শেখের মেয়ে। এর আগে রোববার কুমিল্লার হোমনায় অটোরিকশার ধাক্কায় মো. রিফাত (১০) নামে এক মাদ্রাসাপড়ুয়া ছাত্র মারা গেছে। নিহত রিফাত দৌলতপুর গ্রামের মো. লিটন মিয়ার ছেলে।

এ ছাড়া রোববার চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলা, সিলেট নগর এবং চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিক্ষানবিশ চিকিৎসকসহ চারজন নিহত হয়েছেন। চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ-পেন্নাই সড়কের বরদিয়া সেতু এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ছিদ্দিকুর রহমান (৫০) ও তপন চৌধুরী (৩৫) নিহত হন।

সিলেটে ট্রাকচাপায় রহিমা আক্তার (২৭) নামের এক শিক্ষানবিশ চিকিৎসক নিহত হন। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার মাদামবিবিরহাট এলাকায় বাসচাপায় দিদারুল আলম (৪৫) নিহত হন।

এর আগে শনিবার বগুড়ার শেরপুরে ট্রাক উল্টে ফজলুর রহমান (৪৫) নামের এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। একই দিনে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় সড়ক পার হতে গিয়ে গাড়িচাপায় নিহত হন চান মিয়া (৩৬) ও তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় জিয়া উদ্দিন (২৭) নামের আরেক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হন।

শুক্রবার ময়মনসিংহে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস মসজিদে ঢুকে গেলে ঘটনাস্থলেই বাবা পারভেজ (৪০) ও তাঁর ৮ বছর বয়সী ছেলে নিহত হয়। কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলায় পৃথক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহীসহ অন্তত তিনজন নিহত হন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন পাকুন্দিয়া উপজেলার জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নের চরটেকি গ্রামের দুলাল মিয়া (৪৫), একই ইউনিয়নের তারাকান্দি গ্রামের শাহাব উদ্দিন (৫৫) ও ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার অরণ্যপাশা গ্রামের প্রয়াত আনোয়ার হোসেনের ছেলে সারোয়ার হোসেন (১৫)। ফরিদপুরের মধুখালীতে বাসচাপায় নিহত হন আমিনুল ইসলাম (৫৫)।

এর আগে বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী মোস্তফা হোসেন (৪৫), তাঁর স্ত্রী সেলিনা খাতুন (৪০) ও শিশু মাহিন (৮) নিহত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বৃহস্পতিবার সড়ক দুর্ঘটনায় জামালপুরে মারা যান একজন।

যুগান্তর | বুধবার ৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

# ট্রাকে মাইক্রোবাসের ধাক্কা বাবা ও দুই ছেলে নিহত

**যুগান্তর ডেস্ক**

টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলায় ট্রাকে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় বাবা ও দুই ছেলে নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার করাতিপাড়া বাইপাস এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। এ ছাড়া পাঁচ স্থানে আরও ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে সুপারভাইজার, নাটোরে চালকসহ দুজন, কুমিল্লায় শিশু, ফরিদপুরে ব্যবসায়ী ও ভোলায় যুবক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) :** রূপগঞ্জে কভার্ডভ্যান চাপায় বাসের সুপারভাইজার বাচ্চু মিয়া নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রূপসী এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। বাচ্চু মিয়া নরসিংদী মনোহরদী থানাধীন খিদিরপুর এলাকার লাল মিয়ার ছেলে। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সুপার ডিলাক্স পরিবহণের সুপারভাইজার হিসাবে কর্মরত ছিল।

**টাঙ্গাইল ও বাসাইল :** নিহতরা হলেন—শেরপুর সদর উপজেলার কামারচর এলাকার আমজাদ এবং তার দুই ছেলে রাতুল ও অতুল। রাত থেকেই মহাসড়কের পাশে ট্রাকটি দাঁড়িয়েছিল। সকালে ঢাকা থেকে শেরপুরগামী মাইক্রোবাস ওই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই বাবা ও তার দুই ছেলে মারা যান। দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক ও রাতুলদের মাসহ তিনজন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

**নাটোর :** নাটোরে পিকআপ চাপায় যুবক মোহাম্মদ রনি এবং ব্যবসায়ী বৃদ্ধ আব্দুল মজিদ প্রাণ হারিয়েছেন। পাবনার বেড়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা তারা। সোমবার চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাট থেকে ছেড়ে আসা পাবনাগামী পিকআপ শহরের চক বৈদ্যনাথ চামড়াপট্টি এলাকায় বিকল হয়ে যায়। চালক রনি ও ব্যবসায়ী মজিদ গাড়িটি সারাচ্ছিল। এ সময় আরেকটি পিকআপ তাদেরকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন।

**ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) :** ব্রাহ্মণপাড়ায় ভ্যানগাড়ির ধাক্কায় শিশু নুরজাহানের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার উপজেলার চান্দলা গজারিয়া এলাকার সিদলাই-চান্দলা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নুরজাহান উপজেলার চান্দলা রামচন্দ্রপুর (পূর্ব পাড়া) রফিক ডাক্তার বাড়ির রুহুল আমিনের মেয়ে।

**ফরিদপুর :** বোয়ালমারীতে পিকআপের ধাক্কায় গরু ব্যবসায়ী লিয়াকত হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের কাদীরদি কলেজসংলগ্ন আঞ্চলিক সড়কে গাড়ি উলটে গেলে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। লিয়াকত মাগুরার সংকোচখালি গ্রামের এসেন মোল্লার ছেলে।

**চরফ্যাশন দক্ষিণ (ভোলা) :** চরফ্যাশনে কাভার্ডভ্যান-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক নুরনবীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার উপজেলার শশীভূষণের কলেজহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নুরনবী দক্ষিণ আইচা থানাধীন চর-মানিকা ৯নং ওয়ার্ড করিম পাড়া সেকান্তর ব্যাপারী বাড়ির শানু বেপারীর ছেলে। তিনি অটোচালক ছিলেন।

প্রথম আলো • রোববার, ১৫ জুন ২০২৫,

মানিকগঞ্জ

# বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলায় বজ্রপাতে রবিন শেখ (৩০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেলে উপজেলার খলসী ইউনিয়নের কুমুরিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রবিন কুমুরিয়া গ্রামের মো. মাসুম শেখের ছেলে। তিনি কৃষিকাজ করতেন। দৌলতপুর থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে কুমুরিয়া গ্রামে বাড়ির অদূরে রবিন কৃষিজমিতে কাজ করছিলেন। এ সময় বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে স্বজন ও প্রতিবেশীরা স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দৌলতপুর থানার ওসি আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে।

*প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ*

বণিক বার্তা

বুধবার, জুন ১১, ২০২৫ ■ ৭

# নরসিংদীতে তিন বন্ধুসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৩

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

নরসিংদীতে বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী তিন বন্ধু নিহত হয়েছেন। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, দিনাজপুর, পাবনা, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো ১০ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৭ জন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**নরসিংদী :** জেলার শিবপুরে যাত্রীবাহী বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী তিন বন্ধু নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ইটাখোলা-শিবপুর আঞ্চলিক সড়কের বান্ধারদিয়া পেট্রল পাম্প এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন শিবপুর উপজেলার মাছিমপুর ইউনিয়নের মির্জাকান্দী গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে সাইফুল ইসলাম (২২), একই গ্রামের বদরুদ্দিনের ছেলে আশিক (২২) ও বাবুল মিয়ার ছেলে অপু (২০)।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, তিন বন্ধু মোটরসাইকেলে খেলার সামগ্রী কেনার জন্য নরসিংদী যান। বাড়ি ফেরার পথে রাত সাড়ে ১১টার দিকে বান্ধারদিয়া পেট্রল পাম্পের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাস মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা তিন বন্ধুই গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাদের শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সাইফুল ও আশিককে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান অন্য বন্ধু অপু। শিবপুর মডেল থানার ওসি আলফাস হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

**নারায়ণগঞ্জ :** জেলার রূপগঞ্জে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। সোমবার রাতে উপজেলার তারাবো এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি হলেন তারাবোর সুলতানবাগ এলাকার আবুল হাসান আসিফের ছেলে শাহরিয়ার হাসান আকাশ (২৯)। অন্যজন অটোরিকশাচালক।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সোমবার রাতে তারাবো বিশ্বরোড এলাকা থেকে অটোরিকশায় সুলতানবাগ এলাকার বাড়িতে ফিরছিলেন শাহরিয়ার হাসান আকাশ (২৯) ও তার বন্ধু সায়মন (২৯) এবং তামিম সরকার (২৯)। পথে একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে অটোরিকশাটির সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই মারা যান চালক। আহত হন যাত্রী শাহরিয়ার হাসান আকাশ, তার বন্ধু সায়মন ও তামিম সরকার। তাদের মধ্যে শাহরিয়ার হাসান আকাশ ও তামিম সরকারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আকাশকে মৃত ঘোষণা করেন।

**সিরাজগঞ্জ :** শাহজাদপুরে ট্রাকের পেছনে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল সকালে উপজেলার মশিপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন পাবনার বেড়া উপজেলার হাটুরিয়া গ্রামের কেসমত প্রামাণিকের ছেলে রউফ আলী (৫০) ও একই উপজেলার দাসপাড়া গ্রামের সাজ্জাদ হোসেনের স্ত্রী মোছা. তৃষা খাতুন (২৮)।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি আব্দুর রউফ জানান, বেড়া থেকে অটোরিকশাটি যাত্রী নিয়ে আসছিল। মশিপুর এলাকায় পৌঁছলে সামনে থাকা একটি ট্রাক হঠাৎ ব্রেক করলে অটোরিকশাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে দুজন মারা যান। আহত অন্য দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

**খাগড়াছড়ি :** জেলার মাটিরাঙ্গায় যাত্রীবাহী মাহিন্দ্রা উল্টে পরমিলা ত্রিপুরা (৪০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ সময় গাড়িতে থাকা আরো দুই যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে পানছড়ি-তবলছড়ি সড়কের বিরাশিটিলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত পরমিলা ত্রিপুরা মাইসছড়ি এলাকার গুজা ত্রিপুরার স্ত্রী।

**দিনাজপুর :** লিচুবাহী ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে ট্রাকচালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রাকচালক গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের টাটকপুর বেলডাঙ্গা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল হামিদ (২৩) বগুড়ার শাহজাদপুর উপজেলার মণ্ডলপাড়া গ্রামের রাসেল মণ্ডলের ছেলে। আহত মুমিন (৩৮) একই এলাকার জাহিদুল ইসলামের ছেলে। বিরামপুর থানার ওসি মমতাজুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

**পাবনা :** চাটমোহরে আম বিক্রি করতে যাওয়ার সময় মাইক্রোবাসের চাপায় জহুরুল ইসলাম (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোর ৬টার দিকে উপজেলার বোয়াইলমারী গোরস্তান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার হরিপুর কুঠিপাড়া গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে।

**গোপালগঞ্জ :** প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ফয়সাল শেখ (১৫) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকলে আরোহী লাবিব শেখ (১২) ও রাকিব শেখ (২২)। সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতী ইউনিয়নের মল্লিকেরমাঠ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি খোরশেদ আলম এ তথ্য জানান। নিহত ফয়সাল শেখ বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার বড়বাড়িয়া গ্রামের আলম শেখের ছেলে।

**বাগেরহাট :** জেলার ফকিরহাটে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় চালকসহ আহত হয়েছেন আট যাত্রী। সোমবার রাত আড়াইটার দিকে খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের ফকিরহাট উপজেলার মূলঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। মরদেহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার ওসি শেখ নুরুজ্জমান।

**নাটোর :** সিংড়ায় যাত্রীবাহী বাসচাপায় রমজান আলী নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সিংড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রমজান আলী উপজেলার পাটকোল গ্রামের খাদেম মোল্লার ছেলে। পেশায় তিনি রিকশাচালক ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝলমলিয়া হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ওসি মাহবুবুর রহমান।

যুগান্তর | বুধবার ১১ জুন ২০২৫
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

# ঈদের ছুটিতে সড়কে ঝরল ৩৫ প্রাণ

**ঢাকা :** রাজধানীতে পিকআপের ধাক্কায় শিশু জুঁই আক্তার ও ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবক কৌশিক আহমেদ নয়ন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ডেমরা পাইটি ব্র্যাক ব্যাংকের সামনে জুঁই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় তার মা-বাবাও আহত হন। জুঁইয়ের বাবার নাম রঞ্জন আলী। এদিকে খিলগাঁও নাগধার পাড়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন কৌশিক আহমেদ নয়ন। বৃহস্পতিবার সকালে খিলগাঁও নাগধার পাড় সামিরা ফিলিংস্টেশনের সামনে ডেমরা মহাসড়কে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। নয়ন নারায়ণগঞ্জে গার্মেন্টে চাকরি করতেন। ঈদ উপলক্ষ্যে পরিবারকে আগেই গ্রামের বাড়ি নাটোরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সকালে নারায়ণগঞ্জ থেকে মোটরসাইকেলে ঈদ করতে গ্রামের বাড়ি নাটোরে যাচ্ছিলেন। কৌশিক নাটোরের বাগাতিপাড়া থানার নুরপুর মালঞ্চি গ্রামের মৃত সাজেদুর রহমানের ছেলে।

**বগুড়া :** শাজাহানপুরে ঈদগাহ মাঠে যাওয়ার পথে সড়কে নিহতরা হলেন—উপজেলার বামুনিয়া মন্ডলপাড়ার আবদুর রাজ্জাকের ছেলে নাবিল পরিবহণের চালক চাঁন মিয়া ও তার চার বছরের ছেলে আবদুল্লাহ। শনিবার সকালে উপজেলার নয়মাইল এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**চরফ্যাশন দক্ষিণ (ভোলা) :** চরফ্যাশন উপজেলার চর মাদ্রাজ ২নং ওয়ার্ডে ট্রাকের ধাক্কায় শ্রমিক কালু দেওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে চরফ্যাশনে আসার

সমকাল | বৃহস্পতিবার | ১২ জুন ২০২৫

ময়মনসিংহ নগরীর চায়না মোড় এলাকায় বুধবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে যায়। এ ঘটনায় বাসটির চালকের সহকারী নিহত হন। আহত হন ৯ যাত্রী ● সমকাল

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১২ জুন ২০২৫
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

# ঈশ্বরদীতে সড়কে মা মেয়েসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

পাবনার ঈশ্বরদীতে কাভার্ডভ্যান চাপায় মা ও মেয়েসহ তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার সকালে উপজেলার ছলিমপুর ইউনিয়নের মুন্নার মোড়ে লালনশাহ সংযোগ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় ছয় স্থানে আরও আটজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ফরিদপুর ও মাগুরায় দুই শিশু, কিশোরগঞ্জে অটোযাত্রীসহ তিনজন, নওগাঁয় মৎস্য কর্মকর্তা, ময়মনসিংহে চালকের সহকারী এবং কুমিল্লায় যুবক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ

ময়মনসিংহ : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উলটে হেলপার মঞ্জুরুল হাসান নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৯ যাত্রী। বুধবার সকালে নগরীর চায়না মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মঞ্জুরুল শেরপুরের শ্রীবরদী এলাকার বাসিন্দা।

বণিক বার্তা
শনিবার, জুন ১৪, ২০২৫

# সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ছয়জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

চট্টগ্রামে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ, জয়পুরহাট, ভোলা ও মাগুরায় আরো চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

জয়পুরহাট : আক্কেলপুরে মাইক্রোবাসের সঙ্গে ভটভটির সংঘর্ষে ভটভটিচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে আক্কেলপুর-বগুড়া সড়কের গোপীনাথপুর কড়ইতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মহিদুল ইসলাম (৪০) বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া শাবলা গ্রামের মৃত খোরশেদ আলমের ছেলে। এ ঘটনায় মাইক্রোবাসের চালকসহ দুজন আহত হয়েছেন।

সময়ের আলো
সোমবার | ১৬ জুন ২০২৫

# বজ্রপাতে বেনাপোল বন্দর শ্রমিকের মৃত্যু

● জেলা প্রতিনিধি

যশোরের শার্শা উপজেলার ৯নং উলাশী ইউনিয়নের কন্যাদহ গ্রামের একটি মাঠে বজ্রপাতে বেনাপোল স্থলবন্দর হ্যান্ডেলিং শ্রমিক ইউনিয়ন-৯২৫-এর সাধারণ সম্পাদক সহিদ আলীর ছোট ভাই আইয়ুব হোসেন (৪২) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত আইয়ুব হোসেন বেনাপোল স্থলবন্দর হ্যান্ডেলিং শ্রমিক ইউনিয়নের ক্রেন সাইটের সাধারণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রোববার আনুমানিক দুপুর ১২টার সময় উলাশী ইউনিয়নের কন্যাদহ গ্রামের একটি মাঠে গরুকে ঘাস খাওয়াতে যান আইয়ুব হোসেন। গরু মাঠে বেঁধে ফিরে আসার সময় বজ্রপাতে তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। তিনি শার্শার কন্যাদাহগ্রামের আবদুল কাদেরের ছেলে। উলাশী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুল হামিদের ছোট ভাই। এ বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে শার্শা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ শহিদুল ইসলাম শহিদ বলেন, আইয়ুব হোসেন ছিলেন সদালাপী, নম্র-ভদ্র ও সবার প্রিয় একজন মানুষ।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩
Dhaka : Thursday 12 June 2025

## বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারে গিয়ে ট্রলারডুবি, ১৬ জেলে উদ্ধার

প্রতিনিধি, কুয়াকাটা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারে গিয়ে ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ট্রলারে থাকা ১৬ জেলেকে উদ্ধার করে স্থানীয় জেলেরা।

সামুদ্রিক মাছ আহরণের ওপর সরকারের ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা গত মধ্যরাতে শেষ হয়। শেষ মুহূর্তে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আগেভাগেই মাছ ধরতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরের পায়রা বন্দরের শেষ বয়া এলাকায় 'এফবি আনোয়ারা' নামের একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটে।

তবে ট্রলারটিতে থাকা ১৬ জন মাঝিমাল্লা প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

উদ্ধার হওয়া জেলেদের ভাষ্যমতে, কলাপাড়া উপজেলার ধুলাসার ইউনিয়নের চাপলি বাজার এলাকা জাহিদ ব্যাপারীর মালিকানাধীন ট্রলার নিয়ে গত সোমবার বিকেলে সাগরে মাছ ধরার উদ্দেশ্য গভীর সমুদ্রে যাত্রা করেন। লক্ষাধিক টাকার রসদ নিয়ে তারা সমুদ্রে নামেন। যাত্রা পথেই এ ঘটনা ঘটে। ডুবে যাওয়া ট্রলারটির বাজার মূল্য প্রায় কোটি টাকা।

গত মঙ্গলবার বিকেল থেকে ট্রলারটি ঢেউয়ের তোড়ে ফেটে ভেতরে পানি ঢুকতে শুরু করে। পাওয়ার পাম্প দিয়ে পানি সেচেও কাজ হয়নি। একপর্যায়ে সন্ধ্যা ৭টার দিকে ট্রলারটি ডুবে যায়। ডুবির পরপরই ট্রলারে থাকা জেলেরা মালিকপক্ষকে ফোনে খবর দিলে স্পিডবোট পাঠিয়ে প্রায় আড়াই ঘন্টা পর প্রথম দফায় ৬ জন ও দ্বিতীয় দফায় ১০ জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

ট্রলার মাঝি মজনু ফরাজী বলেন, হঠাৎ ট্রলারে প্রচুর পানি উঠতে শুরু করে। আমরা খোঁজাখুঁজি করেও পানির ওঠার স্থান পাইনি। এর পরে জীবন রক্ষা জন্য দ্রুত কিনারায় আসার জন্য চালাতে থাকি। আমরা বালতি, থাল দিয়া পানি সেঁচতে থাকি তবে এত পরিমাণ পানি উঠে যা বলে বুঝানো যাবে না।

তিনি আরও বলেন, পায়রা বন্দরের শেষ বয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সেখান থেকে কিনারায় আসতেই মাঝপথে বসে হঠাৎ পানি উঠে ট্রলারটি তলিয়ে যায়। পরে স্পিড বোডের মাধ্যমে আমাদেরকে উদ্ধার করে জেলেরা।

উদ্ধার হওয়া জেলেদের মধ্যে যাদের নাম জানা গেছে তারা হলেন- রহমান মাঝি (৪০), মজনু ফরাজি (৪২), সবুজ (৩০), এনায়েত হোসেন (৪৮), মেজবাউদ্দীন মিজু (৩৭), সজিব (২২) নাসির, হৃদয় ও মুন্না (৩১)। কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ কেন্দ্রের ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল জানান, বিষয়টি

যুগান্তর
রোববার ১৫ জুন ২০২৫
১ আষাঢ় ১৪৩২

# ঘোড়াঘাটে ট্রাকে বাসের ধাক্কায় ঝরল ৫ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৫ জন। শনিবার ভোরে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের ঘোড়াঘাট উপজেলার নূরজাহানপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে আরও ১২ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ফরিদপুরে পুলিশ কর্মকর্তাসহ তিনজন, মুন্সীগঞ্জে দুই বাসযাত্রী, ঝালকাঠিতে চালকসহ দুজন, কুষ্টিয়ায় যুবকসহ দুজন, টাঙ্গাইলে ট্রাকচালক এবং রাজশাহী ও চাঁদপুরে দুই আরোহী রয়েছেন।

**ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

**দিনাজপুর ও হাকিমপুর :** নিহতরা হলেন—পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার টুনিরহাট এলাকার আব্দুল খালেকের ছেলে সেনাসদস্য এরশাদ হোসেন ওরফে রাশেদ, ঠাকুরগাঁও সদরের কেকেবাড়ি এলাকার হাশেম আলীর মেয়ে ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তামান্না আক্তার, ঠাকুরগাঁওয়ের ভুল্লি উপজেলার বড় বালিয়া এলাকার তারিকুল ইসলামের ছেলে আরিফ ইসলাম, বাসের সুপারভাইজার নওগাঁ সদরের পারশিকারপুর গ্রামের মৃত আক্কাস আলীর ছেলে আমিনুল ইসলাম ও ঢাকার সাভার উপজেলার রাশেদ ভূঁইয়ার ছেলে কিবরিয়া ভূঁইয়া। শুক্রবার পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী নাবিল পরিবহণের যাত্রীবাহী বাস ঢাকায় যাচ্ছিল। পথে ওই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে দ্রুতগতিতে আসা বাসটি পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলে তিনজন এবং উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে বাকি দুজন মারা যান।

পুলিশ কর্মকর্তাসহ সাত স্থানে সড়কে নিহত আরও ১২

**ফরিদপুর :** বোয়ালমারীতে গাছে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এসআই বোরহান উদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুরে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বোয়ালমারী পৌরসভার সোতাসী ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বোরহান উদ্দিন যশোরের অভয়নগর উপজেলার পায়ড়া গ্রামের কোবাদ আলীর ছেলে। তিনি প্রায় এক বছর ধরে মাগুড়া জেলার মহম্মদপুর থানায় কর্মরত ছিলেন। এছাড়া আলফাডাঙ্গায় মোটরসাইকেল-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ ফকির নিহত হয়েছেন। শনিবার উপজেলার জয়দেবপুর-শিরগ্রাম সড়কের ঈদগাহ এলাকায় সে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আব্দুল্লাহ ফকির বোয়ালমারী উপজেলার গুনবহা ইউনিয়নের ধোপাপাড়া গ্রামের মৃত আমিনুল ইসলাম ফকিরের ছেলে। সে আলফাডাঙ্গার বানা ইউনিয়নের শিরগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। এদিকে মধুখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বিক্রয় প্রতিনিধি তুহিন বিশ্বাস নিহত হয়েছেন। শুক্রবার উপজেলার বোয়ালিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তুহিন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের আফজাল বিশ্বাসের ছেলে।

**লৌহজং (মুন্সীগঞ্জ) :** পদ্মা সেতুর মুন্সীগঞ্জ প্রান্তে বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম রাকিব জমাদ্দার। তিনি খুলনা সদরের বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে সেতুর ২ নম্বর পিলারের পাশে মাওয়ামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**ঝালকাঠি ও রাজাপুর :** ঝালকাঠির রাজাপুর বাস-পিকআপ সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন পিকআপচালক মশিউর রহমান ও সহকারী মুয়াজ নিহত হন। শনিবার দুপুরে বরিশাল ভান্ডারিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের রাজাপুর-পাকাপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মশিউরের বাড়ি মাগুরায় আর মায়াজের বাড়ি ফরিদপুরে।

**কুষ্টিয়া ও কুমারখালী :** মিরপুরে অ?্যাম্বুলেন্স-ট্রলির সংঘর্ষে যুবক অনিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের সদরপুর সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার সাম?নে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তি?নি মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়নের চারুলিয়া এলাকার হাফিজুর রহমানের ছেলে। এছাড়া খোকসায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক ইমন হোসেন নিহত হয়েছেন। শনিবার কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের মোড়াগাছা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইমন রাজবাড়ী জেলার কালুখালীর রতনদিয়া ইউনিয়নের টেংড়াপাড়া গ্রামের আক্কার হোসেনের ছেলে।

**মধুপুর (টাঙ্গাইল) :** মধুপুরে গাছে ট্রাকের ধাক্কায় চালক জিয়াউল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কের বনাঞ্চল এলাকা মুনারবাইদে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জিয়াউল ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার পাইকাসিমোড় গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে।

**পুঠিয়া (রাজশাহী) :** পুঠিয়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ভ্যান আরোহী গৃহবধূ সঞ্চিতার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ঢাকা-রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের গাওপাড়া ঢালান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সঞ্চিতা নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার কালিকাপুর গ্রামের শ্যামল কর্মকারের স্ত্রী।

**চাঁদপুর :** মতলব দক্ষিণ উপজেলায় বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আরোহী মুরাদ হোসেন প্রাণ হারিয়েছেন। রোববার সকালে বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই সড়কের বরদিয়া সরকার বাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুরাদের বাড়ি লক্ষীপুরের রায়পুর উপজেলার মধুপুর গ্রামে।

বণিকবার্তা রোববার, জুন ১৫, ২০২৫

# দিনাজপুরে পাঁচজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় ঝরল ১৭ প্রাণ

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে গতকাল দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুমড়ে-মুচড়ে যায় যাত্রীবাহী বাসের সামনের অংশ ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দিনাজপুর দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বাসের পাঁচ যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রাম, মুন্সিগঞ্জ, ঝালকাঠি, ফরিদপুর, কুমিল্লা, পিরোজপুর, কুষ্টিয়া ও চাঁদপুরে আরো ১২ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৫৮ জন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**দিনাজপুর :** জেলার ঘোড়াঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। গতকাল ভোরে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের নূরজাহানপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন বাসের সুপারভাইজার আমিনুল ইসলাম (৪৭)। তিনি নওগাঁ সদর উপজেলার পারশিকারপুর গ্রামের মৃত আক্কাস আলীর ছেলে। এছাড়া ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার কেকেবাড়ি গ্রামের হাশের আলীর মেয়ে তামান্না আকতার (২৫), একই জেলার ভুল্লি থানার বড়বালিয়া গ্রামের তারিকুল ইসলামের ছেলে আরিফ ইসলাম (২৫), পঞ্চগড়ের বোদা থানার টুনিরহাট গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে এরশাদ হোসেন (২৫) ও ঢাকার আমিনবাজার এলাকার রাহাত (৩৫)। তারা সবাই বাসের যাত্রী ছিলেন।

হাকিমপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আ ন ম নিয়ামত উল্লাহ জানান, শুক্রবার রাতে উপজেলার নূরজাহানপুরে একটি ট্রাক উল্টে যায়। এছাড়া একই স্থানে বালিবাহী কটি ট্রাক বিকল অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ ও স্থানীয়রা দুর্ঘটনাকবলিত আমবোঝাই ট্রাকটি উদ্ধার করছি। ভোর সাড়ে ৩টার দিকে পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী নাবিল পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এরপর পাশে থাকা বালিবাহী ট্রাকের সঙ্গে বাসের ধাক্কা লাগে। এতে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনজন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে আরো দুজন মারা যান।

**চট্টগ্রাম :** জেলার মিরসরাইয়ে ট্রাকচাপা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় থাকা মা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বাবা ও মেয়ে। গতকাল দুপুরে উপজেলার বারইয়ারহাট-রামগড় সড়কের চিনকিরহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কাটাছরা ইউনিয়নের বামনসুন্দর এলাকার অটোরিকশাচালক জিয়া উদ্দিন বাবলুর স্ত্রী সুমি আক্তার (২৫), তার ছেলে মানারুল (২) ও ভাতিজা শাহীন আহম্মদ (১৪)। জোরারগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক মো. মোস্তাকিন হোসেন জানান, প্রথমে শাহীন নামে এক কিশোর ঘটনাস্থলে মারা যান। আহত চারজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে আরো দুজন মারা গেছেন বলে জানতে পেরেছেন তিনি।

**মুন্সিগঞ্জ :** পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সেতুর মাওয়া প্রান্তের ২ নম্বর পিলারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত একজনের নাম রাকিব সমাদ্দার। তার বাড়ি খুলনায়। আরেকজনের পরিচয় জানা যায়নি।

**ঝালকাঠি :** জেলার রাজাপুরে হানিফ পরিবহনের একটি বাস ও পিকআপের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে রাজাপুর-ভাণ্ডারিয়া আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মাগুরা জেলার পারনান্দুয়ালী গ্রামের মৃত মজিদ বিশ্বাসের ছেলে মশিউর রহমান বিশ্বাস (৬৫) ও ফরিদপুরের কামারখালী এলাকার আব্দুল আজিজ বিশ্বাসের ছেলে সুয়াজ বিশ্বাস (৪৫)। তারা দুজনই পিকআপে ছিলেন।

**ফরিদপুর :** বোয়ালমারী উপজেলার সোতাশীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বোরহান উদ্দিন নামে এক এসআই নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বোরহান উদ্দিন মাগুরার মোহাম্মদপুর থানায় কর্মরত ছিলেন। তার বাড়ি যশোর জেলার অভয়নগর থানায়।

**কুমিল্লা :** দাউদকান্দিতে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে শিল্পী বেগম (২৭) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কমপক্ষে ৩০ যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল ভোর ৫টার দিকে উপজেলার শহীদনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ওসি রাশেদ খান চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

**পিরোজপুর :** বাসের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল পিরোজপুর-পাড়েরহাট সড়কের বড়পুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সিহাব খলিফা (২৫) ইন্দুরকানি উপজেলার পাড়েরহাট ইউনিয়নের হোগলাবুনিয়া গ্রামের বাদশা খলিফার ছেলে।

**কুষ্টিয়া :** জেলার মিরপুরে অ্যাম্বুলেন্স ও ইটবোঝাই ট্রলির সংঘর্ষে অনিক (১৮) নামে অ্যাম্বুলেন্সের এক হেলপার নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিনজন। অ্যাম্বুলেন্সচালক ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলেন। হেলপারকে দিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল সকাল ৭টার দিকে উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের সদরপুর সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অনিক মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়নের চারুলিয়া এলাকার হাফিজুর রহমানের ছেলে।

**চাঁদপুর :** জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলায় ঢাকাগামী যাত্রীবাহী বাসের চাপায় মো. মুরাদ (৩৫) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার বরদিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুরাদ লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ঢাকার উচ্চ আদালতে কর্মচারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। ছুটি শেষে ফেরার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Sunday 15 June 2025

# ৪ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯, আহত ২৮

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

৪ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ৯ জন নিহত হয়েছেন। দিনাজপুরের হিলিতে ৫, মুন্সীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে ২,ফরিদপুরের মধুখালীতে ১ এবং কুষ্টিয়ার মিরপুরে ১জন নিহত হয়েছেন। আমাদের প্রতিনিধিদের প্রতিবেদনে বিস্তারিত–

## ফরিদপুর

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার বোয়ালিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ট্রলির পেছনে পিকআপের ধাক্কায় মো. তুহিন বিশ্বাস (৩৫) নামে এক বিক্রয় প্রতিনিধি নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বরিশাল থেকে ঝিনাইদহগামী একটি ম্যাটাডোর কোম্পানির পিকআপ (রেজিঃ ঢাকা মেট্রো-অ-১১-৫২৩১) মধুখালীর বোয়ালিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌছালে মহাসড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রলিকে ধাক্কা দেয়। রাস্তার পাইলিং এর কাজে ব্যবহৃত পেলেসাইকিং বোঝাই ওই ট্রলিটি মহাসড়কে কাজ করা একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত ছিল এবং টায়ার ফেটে যাওয়ায় সড়কের পাশে দাঁড় করানো ছিল। ধাক্কার ফলে পিকআপে থাকা ম্যাটাডোর কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি মো. তুহিন বিশ্বাস ট্রলি ও পিকআপের মধ্যে আটকা পড়ে যান। মধুখালী ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত তুহিন বিশ্বাস ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের মো. আফজাল বিশ্বাসের ছেলে।

## কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার মিরপুরে এম্বুলেন্স ও ইট বোঝায় ট্রলির সংঘর্ষে অনিক (১৮) নামের এ্যাম্বুলেন্সের এক হেলপারের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় এ্যাম্বুলেন্স চালক গাড়ীর ভেতরে ঘুমিয়ে হেলপারকে দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো তিনজন।

গত শনিবার সকাল ৭টার সময় কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কের মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের সদরপুর সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার সন্নিকটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত অনিক মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়নের চারুলিয়া এলাকার হাফিজুর রহমানের ছেলে। তিনি কুষ্টিয়ার একটি বেসরকারী এ্যাম্বুলেন্সের হেলপার হিসাবে কাজ করতেন। কাকিলাদহ পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই নাসির উদ্দিন জানান, সকাল ৭টার সময় কুষ্টিয়া থেকে মেহেরপুরগামী একটি এ্যাম্বুলেন্স উক্ত স্থানে পৌছালে সামনের চাকা ফেটে বিপরীত দিক থেকে আসা ইট বোঝায় ট্রলিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই অনিকের মৃত্যু হয়। তবে এ্যাম্বুলেন্সে চালক ছাড়া অন্য কোন যাত্রি ছিলো না।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি আরো জানান, মূলত নিহত অনিক এ্যাম্বুলেন্সটির হেলপার ছিলেন। চালক ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলেন। হেলপার অনিক গাড়ী চালিয়ে মেহেরপুর যাচ্ছিলেন।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোমিনুল ইসলাম জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। সেই সাথে দুর্ঘটনাকবলীত গাড়ী দুটিকেও উদ্ধার করেছে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ১৬ জুন ২০২৫,

# ৬ জেলায় ৭ জন নিহত

বিজয়নগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে মাইক্রোবাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে মাইক্রোবাস চালকের মৃত্যু হয়েছে। তাৎক্ষণিক নিহতের পরিচয় পাওয়া যায়নি। গতকাল দুপুর ১২টার উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বুধন্তি ইউনিয়নের শশুই ডাক্তারবাড়ি নামকস্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**শেরপুর :** শেরপুর সদরে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা বাসে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। গতকাল দুপুরে শেরপুর-ঢাকা মহাসড়কের বাঁশতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোটরসাইকেল আরোহীর নাম মজনু মিয়া (৫০)। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৩ আষাঢ় ১৪৩২, ১৭ জুন ২০২৫

# নন্দীগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্মীর মৃত্যু

■ নন্দীগ্রাম (বগুড়া) সংবাদদাতা

নন্দীগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্মী মোরশেদুল বারীর (৩০) মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকাল ৮টায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে শনিবার উপজেলার কৈডালা এলাকায় বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নন্দীগ্রাম উপজেলা শাখার সক্রিয় কর্মী ছিলেন বলে নিশ্চিত করেছেন উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুর রহমান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোরশেদুল বারী শনিবার সকালে বাড়ি থেকে অটোভ্যান চালিয়ে রনবাঘা বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। কৈডালা এলাকায় পৌছালে নাটোরগামী প্রাইভেট কার পেছন থেকে তার অটোভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। পরে স্থানীয়রা তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। দুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সোমবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার ওসি নির্মল চন্দ্র জানান, দুর্ঘটনার পর প্রাইভেট কারটি জব্দ করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৭ জুন ২০২৫,

তালা

# বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

সাতক্ষীরার তালায় বজ্রপাতে এক জেলে নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার বিকেল চারটার দিকে তালা উপজেলার খলিলনগর ইউনিয়নের কাঠবুনিয়া গ্রামে মাছের ঘেরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তি হলেন তালা উপজেলার কাঠবুনিয়া গ্রামের বাঞ্ছারাম মন্ডলের ছেলে ললিত মন্ডল (৫০)। কাঠবুনিয়া গ্রামের অন্য একটি মাছের ঘেরে থাকা উজ্জল মন্ডল জানান, ললিত মন্ডল কাঠবুনিয়া গ্রামে নিজ ঘেরে মাছ ধরার জাল ঠিক করছিলেন। বিকেল পৌনে চারটার দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে থাকে। বিকেল চারটার দিকে হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত ঘটে। ধারণা করা হচ্ছে, এতে ঘটনাস্থলে ললিত মন্ডল মারা যান। তারপরও তাঁরা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত তালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা রাজিব সরদার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ শাহিনুর রহমান মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাতক্ষীরা

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৭ জুন ২০২৫

# মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাটে পা পিছলে নদীতে পড়ে রাজমিস্ত্রি নিখোঁজ

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাটে পা পিছলে লঞ্চ থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন মো. লোকমান হোসেন নামের এক রাজমিস্ত্রি। তিনি ভোলা জেলার তজুমউদ্দিন উপজেলার দেওয়ানপুর গ্রামের বাসিন্দা। তার পিতার নাম মৃত রফিকুল ইসলাম। গত রবিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, 'ফারহান-৩' নামের মনপুরা থেকে ঢাকাগামী একটি লঞ্চে লোকমান হোসেন তার স্ত্রী রিপা আক্তার, চাচাতো ভাই শিহাদ ও সোহেলসহ ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন। পথে মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাটে লঞ্চটি থামলে সফরসঙ্গী সোহেলকে নামিয়ে দিতে গিয়ে পা পিছলে নদীতে পড়ে যান লোকমান।

খবর পেয়ে, ফায়ার সার্ভিস, বিআইডব্লিউটিএ এবং নৌ-পুলিশ গতকাল সোমবার ভোর থেকে অভিযান শুরু করে। সকাল ১১টা পর্যন্ত তাকে খুঁজে না পাওয়ায় স্বজনদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৬ আষাঢ় ১৪৩২, ২০ জুন ২০২৫

# কোম্পানীগঞ্জে ভবন থেকে পড়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

■ কোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ভবনে নির্মাণকাজ করার সময় নিচে পড়ে আলা উদ্দিন (৩২) নামে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে বসুরহাট পৌরসভার হাসপাতাল গেট এলাকার নাহার টাওয়ারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলা উদ্দিন কবিরহাট উপজেলার বাটইয়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর গাজীরবাগ বড় বাড়ির মোহাম্মদ আলীর ছেলে। স্থানীয়রা জানান, ভবনটির ৫ম তলায় নির্মাণকাজ করার সময় নিচে পড়ে যান আলা উদ্দিন। গুরুতর অবস্থায় তাকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক আলা উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করেন।

NEW AGE MONDAY, JUNE 16, 2025,

# 10 killed, 36 hurt in road accidents

Staff Correspondent

AT LEAST 10 people were killed and 36 others injured in road accidents in eight districts, namely Gopalganj, Madaripur, Barishal, Sylhet, Bogura, Narsingdi, Nilphamari and Sherpur, on Sunday.

In Gopalganj, a traffic police officer and a bus driver's assistant were killed and at least 25 others injured in a chain of road accidents involving six vehicles on the Dhaka-Khulna highway, reports the United News of Bangladesh.

The deceased were identified as Rafiquzzman, assistant traffic sub-inspector of Bhatiapara Highway Police, and Selim Hossain Bepari, a bus driver's assistant from Khulna city.

All the injured have been admitted to Gopalganj 250-bed General Hospital.

Gopalganj Sadar police officer-in-charge Mir Md Sajedur Rahman said that a Khulna-bound bus of Baleshwar Paribahan, coming from Dhaka's Jatrabari, rammed into a parked truck from behind in Gopinath area around 4:00am.

Moments later, three more buses, including one from Arman Paribahan, and a microbus ploughed into the accident-hit bus from behind, leading to further damage and casualties.

In Madaripur, Bangladesh Sangbad Sangstha reported that two motorcyclists were killed in separate road accidents in Shibchar and Kalkini upazilas.

One of the deceased was identified as Imran Siddique, 25, of Chumurdi in Bhanga upazila of Faridpur. The identity of the other could not be known immediately.

Imran died on the spot when his bike hit a roadside railing as he lost control over it at Bamankanda of Shibchar upazila on Dhaka-Bhanga Highway, said Shibchar Highway Police sub-Inspector Abdus Salam.

In the other incident, an unidentified man died on the spot when a bus hit his motorbike from opposite direction near Bhurghata bus stand on the Dhaka-Barishal highway in Kalkini upazila.

In Barishal, motorcyclist Zahid Hasan, 29, died on the spot after his motorbike was hit by a Dhaka-bound Hanif Paribahan bus in Gournadi upazila, New Age correspondent in Barishal reports.

Deceased Zahid was from Talukdarkandi village in Shibchar. His body was handed over to his family without a post-mortem examination as requested by the family, said Gournadi Highway Police officer-in-charge Aminur Rahman.

In Sylhet, a motorcyclist was killed and another injured when a CNG-run auto-rickshaw collided head-on with their vehicle on Goainghat-Bangabir Road at Goainghat upazila, New Age staff correspondent in Sylhet reports.

Deceased Nazim Uddin, 25, was from Manaur village of Goainghat, and the injured was Layek Ahmed, 23, said Goainghat police officer-in-charge Sarker Tofayel Ahmed.

In Bogura, a truck driver was killed in a head-on collision with another truck in Chakkanu Bazar area of Haripur in Shibganj upazila, BSS reports.

Deceased Jamir Uddin, 45, was from Jhargram in Jhenaidah district.

In Narsingdi, a teenage girl was killed and at least 10 others injured when a bus collided head-on with a CNG-run auto-rickshaw and after that crashed into a microbus at Chaksal crossing on the Panchdona-Ghorashal regional highway in Sadar upazila, BSS reports.

Deceased Trisha Akhter, 13, was daughter of Selim Mia of Bashgari in Raipura upazila of Narsingdi.

In Nilphamari, Azizul Islam, 25, a resident of Barogharia village in Kundapukur union, was killed when a motorcycle hit a battery-run rickshaw van he was riding on at a spot in Sadar upazila on Nilphamari-Saidpur Road, BSS reports.

In Sherpur, Majnu Mia, a retired army man, was killed when a bus hit his motorbike in Howrah area of Bhatshala union in Sadar upazila, according to BSS reports.

NEW AGE TUESDAY, JUNE 17, 2025,

# 8 killed in road accidents

Staff Correspondent

AT LEAST eight people were killed and 17 other injured in road accidents in Cox's Bazar, Kushtia, Jaipurhat, Narail and Bogura on Monday.

New Age correspondent in Cox's Bazar reported that three people were killed and 10 other injured in a head-on collision between a bus and a covered-van at Rashidnagar Jetighat under Ramu in Cox's Bazar.

The deceased were Habibullah, 55, and his son Mohammad Riyad, 22, both residents of South Patali under Cox's Bazar Sadar, and Rimjhim Barua, 23, daughter of Himangshu Barua of East Rajarkul under Ramu.

Crossing highway police station officer-in-charge Md Nasir Uddin said that the bodies were sent to Cox's Bazar Sadar Hospital morgue for post-mortem examinations and legal procedures were under way.

New Age correspondent in Kushtia reported that a student of Islamic University was killed in a road accident at Bittipara area under sadar upazila in Kushtia

The deceased, Rashedul Islam, was a master's student of Arabic language and literature department of the university.

According to people of the area, Rashedul was returning to the campus sitting on the engine cover of a bus belonging to Shyamoli Paribahan.

The bus, at one point, collided head-on with a speedy truck, resulting in Rashedul falling off the bus, and injured him critically on the spot.

Later, the doctors of Kushtia General Hospital pronounced him dead upon arrival.

The Bangladesh Sangbad Sangstha reported that a man was killed and five others were injured when a tractor collided with an auto-rickshaw on the Jaipurhat-Naogaon road at Khanjanpur Mission area of sadar upazila in Jaipurhat.

The deceased, Idris Ali, 41, driver of the auto-rickshaw, was a resident of Adarshpara Mohalla in the upazila.

Sadar police station OC Khandaker Farid Hossain said that the injured were taken to Jaipurhat 250-bed General Hospital.

Among the injured, Masud Hossain, Shamim Hossain and his wife Minu Akhter were shifted to Shaheed Ziaur Rahman Medical College Hospital in Bogura in critical condition.

Meanwhile, the BSS reported that a Saudi Arabia expatriate was killed as a trolley hit his motorbike in Jainagar area under Kalia in Narail.

The deceased was Azizur Rahman, 30, a resident of Panipara village of the upazila.

Naragati police station OC Ashiqur Rahman said that Azizur got married at Kamshiya village of the upazila in the past Friday and was returning home from his in-laws' house.

The BSS also reported that two people were killed and two others injured in separate road accidents in Sherpur and Nandigram in Bogura.

The victims were Momin Fakir, 38, a resident of Siraj Kandi village under Bhuapur in Tangail, and Morshedul Bari, 30.

According to highway police, a stationary truck undergoing repairs on the roadside was hit from behind by another speeding truck on the Bogura-Dhaka highway, killing driver Momin Fakir on the spot.

In another incident, van driver Morshedul Bari succumbed to his injuries while undergoing treatment at the same hospital on Monday morning.

যুগান্তর | বুধবার ১৮ জুন ২০২৫
৪ আষাঢ় ১৪৩২

# কাপাসিয়ায় সড়কে মা ছেলেসহ নিহত ৩

**যুগান্তর ডেস্ক**

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা-ছেলেসহ তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার পৌনে ৩টার দিকে কাপাসিয়ার সদর ইউনিয়নের জামিরারচর এলাকার পল্লী বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন এলাকায় গাজীপুর-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া নয় স্থানে দুর্ঘটনায় ঝরেছে আরও ১২ প্রাণ। তাদের মধ্যে দিনাজপুরে তিনজন, পাবনায় ট্রাকচালকসহ দুজন, গাইবান্ধায় শিক্ষার্থী, মাদারীপুরে ব্যবসায়ী, নড়াইলে প্রবাসী, কক্সবাজারে শ্রমিক, নওগাঁয় শিশু এবং রংপুর ও কুড়িগ্রামে দুজন রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**পাবনা ও চাটমোহর :** বাস-ট্রাক সংঘর্ষে চালক সেলিম হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় বাসের হেলপার গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের লস্করপুর বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সেলিম মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি থানার মৃত আব্দুল গনির ছেলে। ঢাকা ফেরত পাবনা এক্সপ্রেস টার্মিনালে যাত্রী নামিয়ে হেলপার আলামিন বেপরোয়া গতিতে আসার পথে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের বাইপাস ইয়াকুব ফিলিং স্টেশনের সামনে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে বাস ও ট্রাকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই সেলিম নিহত হন। এদিকে চাটমোহরে গাছে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় স্কুলছাত্র আরাফাত হোসেন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে জোনাইলের লেদ মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সে উপজেলার ডিবিগ্রাম ইউনিয়নের খৈরাশ গ্রামের স্বর্ণ ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেনের ছেলে ও স্থানীয় ডিকে উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র।

**গাইবান্ধা :** গোবিন্দগঞ্জে ট্রাক চাপায় শিক্ষার্থী তাওহিদ ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের রাজা মিয়ার ছেলে এবং গোবিন্দগঞ্জ সরকারি কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র। মঙ্গলবার গোবিন্দগঞ্জ-মহিমাগঞ্জ সড়কের কোচাশহর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**টেকনাফ (কক্সবাজার) :** টেকনাফে ভ্যানগাড়ি উলটে চালক আব্দুর রহিম নিহত হয়েছেন। তিনি হ্নীলা ২নং ওয়ার্ডের মৌলভীবাজারের বাসিন্দা কালা মিয়ার ছেলে। মঙ্গলবার সকালে পূর্ব সিকদার পাড়ার (উত্তরের বিল) এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন।

যুগান্তর | মঙ্গলবার, ১৭ জুন ২০২৫
৩ আষাঢ় ১৪৩২

# রামুতে সড়কে বাবা ছেলেসহ নিহত ৩

## ইবি শিক্ষার্থীসহ পাঁচ জেলায় আরও ৬ প্রাণহানি

**যুগান্তর ডেস্ক**

কক্সবাজারের রামুতে বাস ও কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় আরও পাঁচ জেলায় ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে জয়পুরহাটে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন, কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বরিশালের আগৈলঝাড়ায় ব্যবসায়ী, ঈশ্বরদীতে যুবক এবং গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মোটরসাইকেলচালক রয়েছেন। রোববার রাতে ও সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

**জয়পুরহাট :** ট্রাক, ট্রাক্টর ও অটোরিকশার ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত অটোরিকশাচালক ইদ্রিস আলী জয়পুরহাট পৌর শহরের আদর্শপাড়া মহল্লার একরাম আলীর ছেলে। জয়পুরহাট পৌর এলাকার খঞ্জনপুর মিশন মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এছাড়া মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিহত হোসাইন আলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারী হিসাবে কাজ করতেন। জেলার আক্কেলপুর উপজেলার আক্কেলপুর-জয়পুরহাট সড়কের ভালকী ব্রিজ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক | প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
বুধবার
৪ আষাঢ় ১৪৩২, ১৮ জুন ২০২৫

# পৃথক স্থানে সড়কে ঝরল সাত প্রাণ

## আহত তিন জন

**■ ইত্তেফাক ডেস্ক**

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ও সোমবার রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

**পাবনা প্রতিনিধি :** পাবনায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ট্রাক চালকের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরো দুজন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার ভোররাত ৪টায় পাবনা বাইপাস মহাসড়কের ইয়াকুব ফিলিং স্টেশনের সামনে দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালক সেলিম হোসেন (৩৮) মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের মৃত আব্দুল গনির ছেলে। পাবনা সদর থানার ওসি আব্দুস সালাম জানান, ট্রাক চালক সেলিম সুনামগঞ্জ থেকে পাথর ভর্তি করে মাওয়া যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে পাবনা এক্সপ্রেস বাসটি ঢাকা থেকে পাবনা বাস টার্মিনালে যাত্রী নামিয়ে হেলপার আলামিন গাড়ি গ্যারেজ করার জন্য দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে ইয়াকুব প্লিজ ফিলিং স্টেশনের সামনে পৌঁছালে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পাবনা সদর থানার ওসি আব্দুস সালাম জানান, লাশ উদ্ধার করে সদর থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও বাস জব্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**টেকেরহাট (মাদারীপুর) সংবাদদাতা :** মাদারীপুরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক কাঁচামাল ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সরজ আলী (৪৫)। দুর্ঘটনায় আহত ভ্যানচালক বোরহান হাওলাদারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকাল ৬টায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ওসি মিজানুর রহমান দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

**নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) সংবাদদাতা :** নবাবগঞ্জে সোমবার রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আলম ওরফে আলামিন (২৮)। গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর মহাসড়কে উপজেলার বাজিতপুর নামক স্থানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে দিনাজপুর অভিমুখে যাওয়া অন্য একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে নিয়ন্ত্রণ হারানো ট্রাকের চালক আলম ওরফে আলামিন ঘটনাস্থলেই মারা যান। নবাবগঞ্জ থানার ওসি আব্দুল মতিন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বণিক বার্তা
শনিবার, জুন ২১, ২০২৫

# আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৯

বণিক বার্তা ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় দেশের আট জেলায় ১৯ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে ময়মনসিংহে নয়জন, নাটোরে দুজন, লালমনিরহাটে দুজন, গাজীপুরে দুজন, মানিকগঞ্জ, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ ও নওগাঁয় একজন করে নিহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। বৃহস্পতিবার মাঝরাত থেকে শুক্রবার রাত ১০টা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**ময়মনসিংহ:** জেলার ফুলপুর ও তারাকান্দায় পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জন নিহত হয়েছেন। গতকাল রাত পৌনে ৯টার দিকে ময়মনসিংহ-হালুয়াঘাট সড়কের ফুলপুর পৌরসভার ইন্দিরাপাড় এলাকায় বাস ও মাহিন্দ্রার মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হন। এর আগে বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে তারাকান্দায় ময়মনসিংহ-হালুয়াঘাট সড়কে হালুয়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সরকারি অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে তিনজন নিহত হন। ফুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হাদি দুর্ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তারাকান্দা থানার ওসি মোহাম্মদ টিপু সুলতান বলেন, 'অ্যাম্বুলেন্স ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন অটোরিকশাচালক।'

**মানিকগঞ্জ:** জেলার মানিকগঞ্জ-সিংগাইর সড়কের কাশিমনগর এলাকায় বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. বিল্লাল (২৯) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। এতে ট্রাকের হেলপার ও বাসের চার যাত্রীসহ পাঁচজন আহত হন।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল কাশিমনগর এলাকায় শুকতারা পরিবহন নামের একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ট্রাকচালক বিল্লাল ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এতে ট্রাকের হেলপার ও বাসের যাত্রীসহ পাঁচজন আহত হন। সিংগাইর থানার ওসি তৌফিক আজম জানান, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

**নাটোর:** জেলার বনবেলঘড়িয়া এলাকায় বাস ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকালের ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন।

নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবুর রহমান জানান, রাব্বী পরিবহন নামের একটি যাত্রীবাহী বাস সিরাজগঞ্জ থেকে রাজশাহী যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজির সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সিএনজিচালক বাবু নামে আরো একজনের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে দুজনকে নাটোর সদর এবং একজনকে রামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

**গাজীপুর:** জেলার শ্রীপুর উপজেলার সাতখামাইর বাজার এলাকায় গাড়ি থামিয়ে ডাকাতির সময় সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কায় এক ডাকাত সদস্য এবং পরে ডাকাতদের হামলায় সিএনজিচালক আবুল কালাম (৪০) নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত ৩টার দিকে সড়কের সাতখামাইর বাজার মাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

শ্রীপুর থানার ওসি মো. আব্দুল বারিক জানান, এলাকাবাসীর সহায়তায় চার ডাকাত সদস্যকে আটক করা হয়েছে। নিহত ডাকাত দলের সদস্যের নাম মো. আরিফ হোসেন (২২)।

**বাগেরহাট:** জেলার মোল্লাহাট উপজেলার কাহালপুর এলাকায় গরুবোঝাই ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে কাবিল মিয়া (২৮) নামে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ট্রাকচালক, হেলপার ও গরুর রাখালসহ তিনজন।

মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার ওসি শেখ নুরুজ্জামান বলেন, 'দুর্ঘটনার পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।'

**লালমনিরহাট:** জেলার পাটগ্রাম পৌরসভার মির্জারকোট এলাকায় পিকআপ ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু মেরাজুল ইসলাম (২৫) ও অনিক মিয়া (২৪) নিহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জুমার নামাজ পড়তে মোটরসাইকেল নিয়ে পাটগ্রাম শহরের দিকে যাচ্ছিলেন মেরাজুল ও অনিক। পথে মির্জারকোট এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপভ্যান তাদের মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মেরাজুলের মৃত্যু হয় এবং গুরুতর আহত হন অনিক। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকালে তার মৃত্যু হয়।

বড়খাতা হাইওয়ে থানার ওসি আবু সাঈদ চৌধুরী জানান, এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

**নওগাঁ:** জেলার পত্নীতলার খিরসিন এলাকায় পিকআপ ও ভটভটির সংঘর্ষে পিকআপচালক মো. জসিম (৩৭) নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ভটভটি চালক ও হেলপার।

পুলিশ জানায়, সকালে বৃষ্টির সময় নজিপুর অভিমুখী একটি পিকআপের সঙ্গে বদলগাছী অভিমুখী ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে পিকআপচালক নিহত হন। এ ঘটনায় ভটভটিচালক ও তার সহযোগী আহত হলে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে পত্নীতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

পত্নীতলা থানার ওসি শাহ মোহাম্মদ এনায়েতুর রহমান জানান, প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা শেষে মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

**সিরাজগঞ্জ:** জেলার কাজিপুরে যাত্রীবাহী বাস উল্টে আইনুল হক (৬০) নামে একজন নিহত হয়েছেন। গতকালের দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন।

কাজিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নুর আলম জানান, কাজিপুর থেকে ঢাকাগামী জেনিন পরিবহনের একটি বাস বেপরোয়া গতিতে চালিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই বাসের এক যাত্রী নিহত হন। হতাহতদের উদ্ধার করে কাজিপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১৯ জুন ২০২৫

# পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার ও মঙ্গলবার রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

**সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা:** সৈয়দপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন—নুর ইসলাম (৪৮) ও মাসুদ হোসেন (২৫)। গতকাল বুধবার সকালে ইটভাটার কাজ শেষ করে মোটরসাইকেলে ফেরার সময় বাসের ধাক্কায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বাসটি আটক করা হয়েছে।

**হরিণাকুণ্ডু (ঝিনাইদহ) সংবাদদাতা:** হরিণাকুণ্ডুতে ইঞ্জিনচালিত লাটা হাম্বা গাড়ির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলেন মোটরসাইকেলচালক নাজমুল হুদা। বুধবার সকালে উপজেলার ভায়না-বাগআঁচড়া মাঠের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাজমুল হুদা ভবানীপুর গ্রামের ইসাহাক আলীর ছেলে। তিনি একটি বেসরকারি কোম্পানির এসআর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার দুর্ঘটনায় নিহতের খবর নিশ্চিত করে জানান, কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখে এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**খুলনা অফিস:** খুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে নগরীর খালিশপুর কাস্টমস অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে ইঞ্জিনচালিত একটি রিকশা দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় হঠাৎ একপাশের চাকা ভেঙে যায়। এ সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত পৌনে ১০টার দিকে তিনি মারা যান। খালিশপুর থানার ওসি মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, নিহত রিকশাচালকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। লাশ খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরিচয় পাওয়ার পর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সমকাল
সোমবার ॥ ২৩ জুন ২০২৫

# ভটভটি উল্টে ইপিজেডের ৩৫ শ্রমিক আহত

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি

পাবনার ঈশ্বরদীতে গাড়ি গর্তে পড়ে ঈশ্বরদী ইপিজেডের ৩৫ জন নারী শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকালে উপজেলার সাঁড়াগোপালপুর তালতলা মোড়ের টিপু সুলতান রোডে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তালতলা মোড়ের টিপু সুলতান রোডটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। বেশকিছু জায়গায় বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সকালে একটি ইঞ্জিনচালিত ভটভটি গর্তে পড়ে উল্টে যায়। এ সময় গাড়িতে থাকা ইপিজেডের ৩৫ জন নারী শ্রমিক আহত হন। তারা স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। বাকিদের বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত জাহানারা খাতুন বলেন, ভটভটিতে করে ইপিজেডে যাচ্ছিলাম। পথে গাড়িটি গর্তে পড়ে উল্টে যায়। এতে গাড়িতে থাকা সবাই কমবেশি আহত হয়েছেন।

প্রথম আলো • রোববার, ২২ জুন ২০২৫,

# বাস ও ইজিবাইক সংঘর্ষে নিহত ৩

**সড়ক দুর্ঘটনা**

পটুয়াখালী ছাড়াও গতকাল ভোর থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আরও চার জেলায় সড়কে চারজন নিহত হয়েছেন।

**প্রথম আলো ডেস্ক**

গলাচিপা থেকে নবজাতকের চিকিৎসা করাতে ইজিবাইকে করে পটুয়াখালী যাচ্ছিলেন মা মোসাদ্দেকা বেগম (২৪), নানা আজিজুল হক (৬৫) ও দাদি খালেদা বেগম (৫০)। গতকাল শনিবার দুপুরে আমতলী-পটুয়াখালী মহাসড়কের কেওয়াবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছালে ইজিবাইকটির সঙ্গে একটি বাসের সংঘর্ষ হয়। মুহূর্তের মধ্যে ইজিবাইকটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান আজিজুল হক ও খালেদা বেগম। আহত অবস্থায় মোসাদ্দেকাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নবজাতকটিসহ ওই পরিবারের আরও দুজন সদস্য ও ইজিবাইক চালক আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহত মোসাদ্দেকার স্বামী আহত জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'নবজাতক মেয়েকে নিয়ে পটুয়াখালীতে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে স্ত্রী, শ্বশুর, দাদি ও ফুফা ছিল। বেপরোয়া ইকরা পরিবহনের গাড়িটি আমাদের ইজিবাইকের ওপরে

মুখোমুখি সংঘর্ষের পর সড়কের পাশে পড়ে থাকা বাস ও ইজিবাইক। ছবি : সংগৃহীত

তুলে দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই আমার দাদি ও শ্বশুর মারা যান। পরে স্থানীয় লোকজন আমাদের উদ্ধার করে পটুয়াখালী হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ওই হাসপাতালে আমার স্ত্রী মারা যান। আমার শিশুকন্যাও আহত। তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।'

আমতলী থানার ওসি মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। গাড়িটি জব্দ করা হয়েছে। চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন।

পটুয়াখালীর এ ঘটনা ছাড়াও গতকাল ভোর থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দেশের আরও চার জেলায় সড়কে চারজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ট্রাক্টরের চাপায় এক নির্মাণশ্রমিক নিহত হয়েছে। গতকাল সকালে শহরের চন্ডিবের মধ্যপাড়া এলাকায় নিহত ওই ব্যক্তির নাম রামিম মিয়া (২৩)।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ট্রাকচাপায় আকতারুল ইসলাম নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার কানসাট সোলেমান ডিগ্রি কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় তারা মিয়া (৩৬) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের চরখণ্ড গোলড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মাদারীপুরের শিবচরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে দত্তপাড়া ইউনিয়নের বাবলাতলা এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এ ঘটনাগুলো ছাড়াও ময়মনসিংহের ফুলপুরে বাস ও মাহিন্দ্রা অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে আটজনে দাঁড়িয়েছে। গত শুক্রবার রাত পৌনে নয়টার দিকে ময়মনসিংহ-হালুয়াঘাট সড়কের ফুলপুর পৌরসভার কাজিয়াকান্দা ইন্দিরাপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনাস্থলে পাঁচজন, ফুলপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজন মারা যান। এই আটজনের মধ্যে একজন নারী ও বাকিরা পুরুষ।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) শফিক উদ্দিন জানান, ফুলপুরে ওই সড়ক দুর্ঘটনায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সর্বশেষ শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে একজনের মৃত্যু হয়।

ইত্তেফাক | সোমবার ৯ আষাঢ় ১৪৩২, ২৩ জুন ২০২৫

প্রথম আলো • সোমবার, ২৩ জুন ২০২৫,

# পাঁচ জেলায় ৯ জন নিহত

**সড়ক দুর্ঘটনা**

গোপালগঞ্জে পৃথক তিনটি দুর্ঘটনায় বৃদ্ধসহ তিনজন নিহত। আহত হয়েছেন আরও ১০ জন।

**প্রথম আলো ডেস্ক**

দেশের পাঁচ জেলা গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও কুমিল্লায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত হয়েছেন। গত শনিবার দিবাগত রাত তিনটা থেকে গতকাল রোববার সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জে পৃথক তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ১০ জন।

গতকাল বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার টুকু বাজার ও ভোররাত সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপীনাথপুরে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন কাশিয়ানী উপজেলার ওড়াকান্দি ইউনিয়নের ওড়াকান্দি গ্রামের সরোয়ার খাঁ (৭০), কাশিয়ানী উপজেলার মানিক লাল পালের ছেলে বিপুল পাল (৪০) ও সোহাগ পরিবহনের চালকের সহকারী খুলনার দৌলতপুরের মো. রাজা শেখের ছেলে শাওন শেখ (৩০)।

ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের এসআই রোমান মোল্যা জানান, কাশিয়ানী উপজেলার রাতইল ইউনিয়নের টুকু বাজারের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিজ বাড়ি ওড়াকান্দি যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ সরোয়ার খাঁ। এ সময় টুকু বাজার এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক পার হওয়ার সময় হাসান ট্রাভেলের একটি যাত্রীবাহী বাসচাপায় তিনি নিহত হন।

অপর দিকে গোপালগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা একটি নছিমন গোপীনাথপুর এলাকায় পৌঁছালে ঢাকাগামী একটি কাভার্ড ভ্যান পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে নছিমনের যাত্রী বিপুল পাল মারা যান। অন্যদিকে একই স্থানে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাক মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা সোহাগ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গেলে বাসচালকের সহকারী শাওন ঘটনাস্থলে নিহত ও অপর ১০ জন আহত হন।

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে লোহার অ্যাঙ্গেলবাহী লরির পেছনে স্ক্র্যাপবাহী একটি ট্রাকের ধাক্কায় চালক ফারুক হোসেন (৩৯) ও তাঁর সহকারী রবিউল ইসলাম (৩৫) নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ছয়টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাই উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের ঠাকুরদীঘি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ময়মনসিংহের তারাকান্দায় যাত্রীবাহী বাস, পিকআপ ভ্যান ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় জানা যায়নি।

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় সিএনজি ও ইজিবাইকের মধ্যে সংঘর্ষে রাহেলা বেগম (৫৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার মাইজপাড়া গ্রামের কাছে ঢাকাগামী বাসের চাপায় মারা গেছেন নূরে আলম (৩৩) নামের এক ব্যক্তি। গতকাল বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।

# মাছ চুরি ঠেকাতে পুকুরে বিদ্যুৎসংযোগ প্রাণ গেল কৃষকের

■ দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) সংবাদদাতা

দামুড়হুদায় মাছ চুরি ঠেকাতে পুকুরে দেওয়া বিদ্যুতে স্পৃষ্ট হয়ে চান মিয়া (৩০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকালে উপজেলার ঝাঝড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

দর্শনা থানার ওসি মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর জানান, একই এলাকার রজব আলীর ছেলে আব্বাস আলী ঝাঝড়ি গ্রামে একটি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করতেন। মাছ চুরি ও প্রাণীতে মাছ খেতে না পারে, সেজন্য আব্বাস আলী পুকুরের চারপাশ জিআই তারের সঙ্গে বিদ্যুৎ দিয়ে রাখে। সকালে চান মিয়া সেই পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত জিআই তারে হাত দিলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

## শিবচরে ইজিবাইক চালকের মৃত্যু

শিবচর (মাদারীপুর) সংবাদদাতা জানান, শিবচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. রবি মাদবর (৪৫) নামে এক ইজিবাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ভোর পাঁচটার দিকে উপজেলার দ্বিতীয়খণ্ড ইউনিয়নের শিকদারহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রবি মাদবর শিবচর উপজেলা দ্বিতীয়খণ্ড ইউনিয়ন মুজাফফরপুর গ্রাম শিকদারহাট এলাকার মো. আনহার মাদবরের ছেলে।

এলাকাবাসী জানায়, ভোরে বাড়িতে বসে রবি মাদবর তার নিজের ইজিবাইকে চার্জ দিতে বিদ্যুৎ সংযোগ লাগানোর সময় মাটিতে পড়ে যায়। স্বজনরা তাকে পার্শ্ববর্তী শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শিবচর থানার ওসি রতন শেখ বলেন, পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৩ জুন ২০২৫

# সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় নিহত ১১

প্রতিদিন ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় গতকাল ১১ জন নিহত হয়েছেন। ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

**ময়মনসিংহ :** ময়মনসিংহের তারাকান্দায় চারটি গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারানো বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। গতকাল দুপুরে উপজেলার ময়মনসিংহ হালুয়াঘাট আঞ্চলিক সড়কের বাগুন্দা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন অটোরিকশা চালক আবিদুল হালিম (৪০) ও যাত্রী রেজওয়ান (২৫)। অপর একজনের নাম-ঠিকানা জানা যায়নি। **চট্টগ্রাম :** ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাইয়ের ঠাকুরদীঘি এলাকায় গতকাল সকালে লরির সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিহত হয়েছেন ড্রাম্পট্রাকের চালক ফারুক হোসেন (৩৯) ও সহকারী রবিউল ইসলাম (৩৫)। এদিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের বৈলতলী এলাকায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ট্রাকচালক মোহাম্মদ মোরশেদ (২৪)। ফটিকছড়ি উপজেলার হেয়াকো ইউনিয়নের বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল চালক রাজু। **গোপালগঞ্জ :** কাশিয়ানীতে রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসচাপায় নিহত হয়েছেন সোরয়ার খাঁ (৪০) নামে এক পথচারী। এর আগে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপীনাথপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে পৃথক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। তাদের একজন হলেন বিপুল পাল (৪০)। নিহত অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি। **টাঙ্গাইল :** মির্জাপুরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় সুজন খান (৪৮) নামে একজন নিহত হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৩ আষাঢ় ১৪৩২, ২৭ জুন ২০২৫

# সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জেলায় নিহত তিন

■ যশোর অফিস

যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুই জন। বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের সদর উপজেলার নতুনহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মাসুদুর রহমান মিলন ও জুই। আহতরা হলেন- মামুন ও মাসুদ। যশোর কোতোয়ালি থানার ওসি আবুল হাসনাত জানান, হতাহতরা একটি প্রাইভেটকারযোগে যশোর শহর থেকে বেনাপোলের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নতুনহাট এলাকায় পৌঁছালে প্রাইভেটকারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি রেন্ট্রি গাছের সঙ্গে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান জুই ও মিলন নামে দুই জন।

ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) সংবাদদাতা জানান, ঘোড়াঘাটে সড়কের পাশে আম বোঝাই বিকল ট্রাকের পিছনে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ইব্রাহিম ইসলাম নামে এক ট্রাক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় শিমুল মিয়া নামে মিস্ত্রির সহকারী আহত হয়েছেন। বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করে ঘোড়াঘাট থানার ওসি নাজমুল হক বলেন, ট্রাক দুটি পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

যুগান্তর
রোববার ২২ জুন ২০২৫
৮ আষাঢ় ১৪৩২

# আমতলীতে বাস-অটো সংঘর্ষে একই পরিবারের নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

বরগুনার আমতলীতে বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে একই পরিবারের তিনজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় নবজাতক কন্যাশিশু। শনিবার দুপুরে ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কের আমতলীর কেওয়াবুনীয়া আটঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় তিন স্থানে প্রাণ হারিয়েছেন আরও চারজন। তাদের মধ্যে নাটোরে এনজিও কর্মী, কিশোরগঞ্জে শ্রমিক এবং মানিকগঞ্জে মোটরসাইকেল আরোহীসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার

**ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) :** ভৈরবে রাস্তা পারের সময় ট্রাক্টর চাপায় নির্মাণ শ্রমিক লামিম নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার চন্ডিবের গ্রামের আব্দুর রহিম বেপারীর বাড়ির শাহজাহান মিয়ার ছেলে। শনিবার পৌর এলাকার চন্ডিবের মধ্যপাড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর
সোমবার ২৩ জুন ২০২৫
৯ আষাঢ় ১৪৩২

# তারাকান্দায় ৬ গাড়ির সংঘর্ষে ঝরল দুই প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলায় ছয় গাড়ির সংঘর্ষে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। রোববার উপজেলার বাগুন্দা মোড় এলাকায় ময়মনসিংহ-শেরপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় নিহত হয়েছেন আরও দশজন। তাদের মধ্যে গোপালগঞ্জে বৃদ্ধসহ তিনজন, নেত্রকোনায় বৃদ্ধা, নাটোরে ভ্যানচালক, কুড়িগ্রামে পথচারী, টাঙ্গাইলে গৃহবধূ এবং চট্টগ্রামে যুবকসহ তিনজন রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**ময়মনসিংহ ও ফুলপুর :** নিহত দুজনের মধ্যে একজনের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম আব্দুল কাদের হালিম। অটোচালক হালিম তারাকান্দার পানিহারি ইউনিয়নের খরিচাপাড়া গ্রামের আব্দু কুদ্দুছের ছেলে। আর একজন অজ্ঞাতনামা যুবক রয়েছেন। ঢাকাগামী বাস ও ময়মনসিংহগামী কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা দুই অটোরিকশা, পিকআপ এবং ট্রলির সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই দুজন নিহত হন। দুর্ঘটনায় আহত হন অন্তত আরও ১৫ জন। আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

**নাটোর :** নাটোরে পিকআপের ধাক্কায় ভ্যানচালক বৃদ্ধ সুরুত আলীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার নাটোর সদর উপজেলায় নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

**ফটিকছড়ি ও মীরসরাই (চট্টগ্রাম) :** বাসচাপায় মোটরবাইক আরোহী যুবক রাজুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার ফটিকছড়ির ঢাকা-খাগড়াছড়ি মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাজু দাঁতমারা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাগানপাড়া এলাকার সাইদুল হক ওরফে লাকির ছেলে। এছাড়া মীরসরাইয়ে লরির পেছনে ড্রাম্পট্রাকের ধাক্কায় চালক ফারুক হোসেন ও সহকারী রবিউল ইসলাম নিহত হয়েছেন। ট্রাকচালক ফারুক খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার বসু মিয়া পাড়ার আব্দুল মান্নানের ছেলে আর রবিউল টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার চকতৈল এলাকার আনোয়ারুল ইসলামের ছেলে। রোববার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই উপজেলার ঠাকুরদিঘি বাজার এলাকায় ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে মীরসরাই সদর এলাকায় তেলের গাড়ি খাদে পড়ে আগুন ধরে যায়।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুন ২৩, ২০২৫ ■ আষাঢ় ৯, ১৪৩২

## বজ্রপাতে মৃত্যু

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে বজ্রপাতে মোহাম্মদ আলী (৪২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মশিউর রহমান (৩৫) ও তার ছেলে সাব্বির আহমেদ (১৩)। গতকাল বিকালে ধান রোপণের সময় বজ্রপাত হয়। বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি শওকত আলী সরকার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, ঠাকুরগাঁও

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৫ জুন ২০২৫

# লিবিয়ায় অগ্নিদগ্ধে তিন বাংলাদেশির মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিতে অগ্নিদগ্ধে তিন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া ঐ তিন বাংলাদেশি হলেন গোলজার হোসেন, মোতালেব ও মো. নাজমুল। গতকাল মঙ্গলবার লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস এ তথ্য জানিয়েছে।

দূতাবাস জানায়, চলতি বছরের ১৯ জুন লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলির জা মা সাগা এলাকায় বাংলাদেশিদের একটি আবাসস্থলে রাতে গ্যাস স্টোভ বিস্ফোরিত হয়। ভয়াবহ এ দুর্ঘটনার সময় রুমে অবস্থানকারী চার বাংলাদেশি মারাত্মকভাবে দগ্ধ হলে তাদের দ্রুত দূতাবাসের সহযোগিতায় ত্রিপোলির বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পর দিন ২০ জুন দূতাবাসের মিনিস্টার (শ্রম) গাজী মো. আসাদুজ্জামান কবির গ্যাস স্টোভ বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ বাংলাদেশি নাগরিকদের ত্রিপোলির বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতালে দেখতে যান। পরিদর্শনকালে কর্তব্যরত ডাক্তার জানান, আহতদের তিন জনের শরীর ৯৫-১০০ শতাংশ বার্ন হওয়ায় তাদের অবস্থা গুরুতর ও আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়।

ত্রিপোলিতে গ্যাস স্টোভ বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে বাংলাদেশিদের হতাহতের ঘটনায় দূতাবাস গভীরভাবে শোকাহত। দূতাবাস ইতিমধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাংলাদেশিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছে এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, জুন ২৬, ২০২৫

# সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আটজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আটজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় মেহেরপুর, রাজধানীর পল্টন, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও জয়পুরহাটে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**সিলেট:** ট্রাকের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকাল ৪টার দিকে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার হরিপুরের করিছেরপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আনোয়ার হোসেনের (৪০) বাড়ি বরিশাল জেলায়। তিনি সিলেটে এসিআই কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

**বরিশাল:** জেলার বানারীপাড়া বাসটার্মিনালে নিজের বাসের চাপায় হৃদয় (১৮) নামে এক হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বরিশাল জেলা বাস মালিক গ্রুপের লাইন সম্পাদক জগলু হাওলাদার।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বানারীপাড়া টার্মিনালে পার্ক করছিল। বাসের হেলপার হৃদয় বাস থেকে নেমে পার্কিংয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করছিলেন। এ সময় চালকের ভুলে বাসের নিচে চাপা পড়েন হৃদয়। পরে তাকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৬ জুন ২০২৫
১২ আষাঢ় ১৪৩২

# পাত্র দেখে ফেরার পথে প্রাণ হারালেন বাবা

যুগান্তর ডেস্ক

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে মেয়ের জন্য পাত্র দেখে ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় বাবা দেলোয়ার হোসেন নিহত হয়েছেন। বুধবার বিকালে চাঁদপুর-ফরিদগঞ্জ-রায়পুর সড়কের লাইফ জেনারেল হাসপাতাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় দশ স্থানে ঝরেছে আরও ১১ প্রাণ। তাদের মধ্যে রাজধানীতে বৃদ্ধা, নারায়ণগঞ্জে শিক্ষার্থী, সিলেট ও সুনামগঞ্জে দুই আরোহী, কুমিল্লায় যুবক, বরিশালে হেলপার, মেহেরপুরে প্রকৌশলীসহ দুজন এবং নোয়াখালীতে যাত্রী, পাবনা ও জয়পুরহাটে দুই গৃহবধূ রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) :** দেলোয়ার উপজেলা রূপসা উত্তর ইউনিয়নের পশ্চিম রূপসা গ্রামের আলী রাজা হাজী বাড়ির আব্দুল লতিফের ছেলে। প্রবাস জীবন শেষে কয়েক বছর আগে দেশে এসে কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা দেলোয়ার তার বিয়ে যোগ্য বড় মেয়ের জন্য বুধবার উপজেলার গোবিন্দপুর উত্তর ইউনিয়নের নয়াহাট এলাকায় পাত্রের বাড়িঘর দেখতে যান। ভাগনে সোহেলের মোটরসাইকেলে বিকালে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় মারাত্মক আহত হন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

**বরিশাল ও বানারীপাড়া :** বানারীপাড়া বাস টার্মিনালে নিজের বাসের চাপায় হেলপার হৃদয় নিহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বরিশাল-বানারীপাড়া-নেছারাবাদ রুটের স্বর্ণা পরিবহণ বানারীপাড়া টার্মিনালে এসে পার্কিং করছিল। তখন সেই বাসের হেলপার হৃদয় বাস থেকে নেমে পার্কিংয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করছিলেন। এ সময় চালক ভুলবশত হৃদয়ের ওপর বাস উঠিয়ে দিলে গুরুতর আহত হন হৃদয়। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে হৃদয় মারা যান।

যুগান্তর | শুক্রবার ২৭ জুন ২০২৫
১৩ আষাঢ় ১৪৩২

# পাঁচ নারীসহ সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় দশজন প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে বরিশালে দুই নারী, দিনাজপুরে মিস্ত্রি, জয়পুরহাটে যাত্রী, ময়মনসিংহে শ্রমিক, নেত্রকোনায় বৃদ্ধ, যশোরে গৃহবধূসহ দুজন এবং মাদারীপুরে পথচারীসহ দুজন রয়েছেন। বৃহস্পতিবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**হাকিমপুর (দিনাজপুর) :** ঘোড়াঘাটে বিকল ট্রাকের পেছনে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মিস্ত্রি ইপাহিম ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার মধ্যরাতে পৌর শহরের ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইপাহিম পৌর শহরের ১নং ওয়ার্ডের আ. রহিম মিয়ার ছেলে।

**কালাই (জয়পুরহাট) :** কালাইয়ে বাসের ধাক্কায় ইজিবাইক যাত্রী হেলাল মিয়া নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে উপজেলার পুনট বাঁশের ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার কিচক পাতাইল গ্রামের ইসমাইলের ছেলে।

**ভালুকা (ময়মনসিংহ) :** ভালুকায় ট্রাক চাপায় শ্রমিক আসমা আক্তার নিহত হয়েছেন। তিনি ত্রিশাল উপজেলার বিলবোকা কাঠাল গ্রামের নুরুল ইসলামের মেয়ে। দুর্ঘটনাটি বুধবার রাতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সিডস্টোর এলাকায় ঘটে।

বণিক বার্তা
শনিবার, জুন ২৮, ২০২৫

# চার স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে তিনটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ছয়জন। এছাড়া রাজধানীর টেকনিক্যাল মোড়সহ আরো তিন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**মুন্সিগঞ্জ :** সিরাজদিখানের কুচিয়ামোড়া এলাকায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনে পণ্যবোঝাই পিকআপের সঙ্গে একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান মোটরসাইকেলচালক। গুরুতর আহত হন আরো তিন আরোহী। গতকাল ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম রাকিব হোসেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এর আগে রাত সাড়ে ৩টার দিকে একই কুচিয়ামোড়া সেতুর ঢালের ঢাকামুখী লেনে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে উঠে যায়। এ সময় আহত হন ট্রাকচালক ও হেলপার। এছাড়া সকাল ১০টায় এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর পুরান ফেরিঘাট এলাকায় সড়কে থেমে থাকা পিকআপের পেছনে ধাক্কা দেয় একটি গাড়ি। এ সময় পিকআপে আটকা পড়েন চালক শুভ। পরে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা তাকে উদ্ধার করেন।

হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি আব্দুল কাদের জিলানী জানান, মাত্রাতিরিক্ত গতির কারণেই এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন সরিয়ে নেয়া হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় এক্সপ্রেসওয়েতে।

**ঢাকা :** রাজধানীর টেকনিক্যাল মোড়ে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের ওপর উঠে যায়। বাসচাপায় এক পথচারী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো একজন। নিহত ব্যক্তির নাম আনিসুজ্জামান (১৮)। তিনি পেশায় দিনমজুর। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

**পিরোজপুর :** বৌভাতের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে বাসের সঙ্গে ইজিবাইকের ধাক্কা লেগে আব্দুল হান্নান হাওলাদার (৫৫) নামে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৩৬ জন। গতকাল বিকাল ৫টার দিকে সদর উপজেলার ব্রাহ্মণকাঠি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল হান্নান হাওলাদার পিরোজপুর সদরের মূলগ্রাম এলাকার আব্দুল কাদের হাওলাদারের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বৌভাতের অনুষ্ঠান শেষে মেয়ে পক্ষের স্বজনরা বাসে দুর্গাপুর চুঙ্গাপাশায় তাদের বাড়িতে ফিরছিলেন। এ সময় সদর উপজেলার ব্রাহ্মণকাঠি এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইকের সঙ্গে বাসটির ধাক্কা লাগে। এতে বাসটি রাস্তার ওপর উল্টে যায়। তখন ইজিবাইকটি দুমড়েমুচড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে নেয়।

পিরোজপুর জেলা সিভিল সার্জন মতিউর রহমান জানান, একজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারা ২৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। আটজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চারজনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

**লালমনিরহাট :** ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের এক আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্য দুই আরোহী। গতকাল দুপুরে লালমনিরহাট সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের গীদালের তাপতি নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত গোলাম জাকারিয়া প্লাবন কালীগঞ্জ উপজেলার চামটা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, জুন ২৭, ২০২৫

# দুই জেলায় সড়কে নিহত তিনজন

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বরিশাল ও ভালুকা

দুই জেলায় সড়কে তিনজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে বরিশালের উজিরপুর উপজেলায় দুজন ও ময়মনসিংহের ভালুকায় একজন মারা গেছেন।

বরিশালের দুর্ঘটনাটি ঘটে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের উজিরপুর উপজেলার বামরাইল নামক এলাকায়। গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. বিপুল হোসেন জানান, গতকাল বিকালে বেদে সম্প্রদায়ের লোকজনদের নিয়ে বরিশালের উদ্দেশে যাওয়া একটি ট্রাক উল্টে পুকুরে পড়ে গেলে দুজন নিহত ও কমপক্ষে ২১ জন আহত হন। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উল্টে পড়া ট্রাকের যাত্রী বেদে সম্প্রদায়ের ২৩ জনকে উদ্ধার করে উজিরপুর উপজেলা হাসপাতালে পাঠান। বিপুল হোসেন আরো বলেন, হাসপাতালে পাঠানো ২৩ জনের মধ্যে চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে ময়মনসিংহের ভালুকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ট্রাকচাপায় আসমা আক্তার (৩১) নামের এক নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার রাতে সিডস্টোর রেঞ্জ অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আসমা আক্তার ত্রিশাল উপজেলার বিলবোকা কাঁঠাল গ্রামের নুরুল ইসলামের মেয়ে। তিনি সিডস্টোরে ভাড়া বাসায় থেকে স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের সিডস্টোর রেঞ্জ অফিসের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি অজ্ঞাত সিএনজিচালিত অটোরিকশা দুই নারী শ্রমিককে ধাক্কা দেয়। এতে তারা ছিটকে পড়েন। তখনই পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক আসমা আক্তারকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান। এ সময় গুরুতর আহত হন অন্য এক নারী শ্রমিক। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম জানান, ঢাকামুখী একটি অজ্ঞাত ট্রাকের চাপায় আসমা আক্তারের মৃত্যু হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। আহত নারীর পরিচয় এখনো জানা যায়নি। পুলিশ ট্রাকটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

দেশ রূপান্তর শনিবার, ২৮ জুন ২০২৫,

# সড়কে ঝরল তিন প্রাণ

মুন্সীগঞ্জ, লালমনিরহাট ও শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জের সিরাজদীখানে পিকআপের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বাইক চালক মো. রাকিব (২৪) নিহত ও আরোহী সজল মিয়া আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে জেলার সিরাজদীখান উপজেলার কুচিয়ামোড়া এলাকার এক্সপ্রেসওয়েতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাইক চালক রাকিব রাজধানীর ধোপখোলা এলাকার মো. খলিলের ছেলে। জেলার শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ইনচার্জ দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, ঢাকা থেকে মাওয়ার দিকে যাচ্ছিল মোটরসাইকেলটি। পথিমধ্যে কুচিয়ামোড়া এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা পিকআপকে সজোরে ধাক্কা দিলে রাকিব এক্সপ্রেসওয়েতে ছিটকে পড়লে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ দুর্ঘটনায় আহত বাইক আরোহী সজলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে, বগুড়ার শেরপুরে কোচের ধাক্কায় মারুফ হাসান (১৯) নামের এক ট্রাক হেলপার নিহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মারুফ উপজেলার শাহ বন্দেগী ইউনিয়নের হামছায়াপুর এলাকার ফায়েজ আলীর পুত্র। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলার কৃষ্ণপুর এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি গাড়ি সার্ভিসিংয়ের কাজ করছিলেন মারুফ। এ সময় মহাসড়কে সংস্কারকাজ চলার কারণে পূর্ব পাশের লেনটি বন্ধ থাকায় উভয় দিকের যানবাহন পশ্চিম পাশের এক লেনে চলছিল। একপর্যায়ে একটি দ্রুতগতির কোচ ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা মারুফকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, লালমনিরহাট সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নে মোটরসাইকেল ও ড্রাম ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গোলাম জাকারিয়া প্লাবন (২৪) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই যুবক। গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে গীদালের তেপতি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন লালমনিরহাট সদর থানার এসআই রওশন। নিহত প্লাবন জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার মদাতী ইউনিয়নের মৌজা শাখাতি গ্রামের গোলাম রহমান বাদশার ছেলে। আহত দুজন হলেন, হাতীবান্ধা উপজেলার কেটকিবাড়ী গ্রামের মাহাথির মোহাম্মদ ফুয়াদ (২২) এবং পাটগ্রাম উপজেলার খাড়িজা জোংড়া গ্রামের আতিকুর রহমান রিজু (৩২)। রওশন বলেন, এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৯ জুন ২০২৫

# বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোরের গুরুদাসপুরে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে নজির ইসলাম (৪৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার রানীনগর গ্রামের একটি পুকুরপাড় থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নজির উপজেলার দেবোত্তর গরিলা গ্রামের ফজের আলীর ছেলে। জানা যায়, শুক্রবার বিকালে গবাদি পশুর জন্য ঘাস কাটার উদ্দেশ্যে বের হয়ে রাতে বাড়ি ফেরেননি নজির। গতকাল একটি পুকুরপাড়ে তার লাশ বৈদ্যুতিক তারে জড়ানো অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা।

দেশ রূপান্তর শনিবার, ২৮ জুন ২০২৫, ১৪

## নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে বাস, দিনমজুর নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুরের টেকনিক্যাল মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে উঠে যায় এসবি সুপার ডিলাক্সের একটি বাস। এ সময় চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান আনিসুজ্জামান (১৮) নামে এক দিনমজুর। আহত হয়েছেন সরকারি বাঙলা কলেজের এক শিক্ষার্থী। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বাস ও এর চালক বিল্লাল হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, নিহত আনিসুজ্জামান পাবনা সদর উপজেলার চরশিবরামপুরের আবদুর রাজ্জাকের ছেলে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আবু নাসিম (পথচারী) বলেন, ভিআইপি মুভমেন্টের কারণে তখন রাস্তায় সিগন্যাল চলছিল। আমরা কয়েকজন হেঁটে রাস্তা পার হচ্ছিলাম। হুট করে বাসটি দ্রুতগতিতে এসে ডিভাইডারের ওপরে তুলে দেয়। আমি খুব কাছেই ছিলাম। যিনি একদম ডিভাইডারের ওপরে ছিলেন তার ওপর বাসটি উঠে যায় এবং বাসচাপায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। আরেকজন মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন। ভিআইপি মুভমেন্ট থাকায় ঘটনার সময় সেখানে অনেক পুলিশ সদস্যও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

মিরপুর মডেল থানার ওসি মো. সাজ্জাদ হোসেন জানান, মিরপুর বাঙলা কলেজের দিক থেকে এসবি সুপার ডিলাক্স পরিবহনের একটি বাস টেকনিক্যাল মোড়ের দিকে দ্রুত গতিতে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারের ওপর উঠে যায়। এ সময় ডিভাইডারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পথচারী আনিসুজ্জামানকে চাপা দেয় বাসটি। এতে আনিসুজ্জামান ঘটনাস্থলে নিহত হন। দুর্ঘটনায় আরেকজন আহত হন। গুরুতর অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান পথচারীরা। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ এসবি সুপার ডিলাক্স বাস ও চালক বিল্লাল হোসেনকে আটক করেছে।

বণিক বার্তা রোববার, জুন ২৯, ২০২৫

## ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ৪

### আরো চার জেলায় পাঁচজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে দুই চিকিৎসকসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরো অন্তত ১৪ জন। তাদের বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। শুক্রবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনের হাঁসাড়া ব্রিজের ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হতাহতরা সবাই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কর্মী। মহাসমাবেশে যোগ দিতে ঢাকায় আসছিলেন তারা। এছাড়া মানিকগঞ্জ, জামালপুর, কুষ্টিয়া ও মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরো পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

মাগুরা: প্রাইভেট কারের ধাক্কায় তৈয়ব আলী (৬০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে মাগুরা সদর উপজেলার আলমখালীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে ভ্যানে করে ছেলের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়র জন্য পোশাক কিনতে গোপালপুর বাজারে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনায় আহত তার স্ত্রী এবং ভ্যানচালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সংবাদ শনিবার ১৪ আষাঢ় ১৪৩২ : Saturday 28 June 2025

## নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ইটবোঝাই ট্রাক উল্টে হেলপার নিহত, আহত ৩

প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ, ( নীলফামারী)

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ইট বোঝাই ট্রাক উল্টে হেলপার নিহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত দেড়টা দিকে সদর ইউনিয়নের মুশা ভেরভেরি শ্মশান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলা হতে ইট বোঝাই ট্রাক ডেলিভারি দেয়ার জন্য কিশোরগঞ্জ বাজার অভিমুখে যাওয়ার পথে মুশা ভেরভেরি শ্মশান এলাকায় বালু বোঝাই ট্রাক কে সাইড দিতে গিয়ে ট্রাকটি উল্টে যায়। এতে ট্রাকের ভিতরের ক্যাবিনে ঘুমন্ত হেলপার আশীষ রায় (৩০) চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে কিশোরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মরদেহ উদ্ধার করেছে।

সোমবার, জুন ৩০, ২০২৫ ■ আষাঢ় ১৬, ১৪৩২ বণিক বার্তা

## তিন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

বগুড়া: জেলার কাহালুতে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে আলতাফ হোসেন (৪৮) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বিপরীতমুখী ট্রাকের চালক আজমল হোসেন (৩৫) ও হেলপার রাসেদ (১৫)। গতকাল সকালে উপজেলার বিবিরপুকুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলতাফ হোসেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার হেইন নগর গ্রামের নুসুম উদ্দিন ব্যাপারীর ছেলে।

অন্যদিকে গতকাল বেলা দেড়টায় সোনাতলা উপজেলার উত্তর বয়রা চরপাড়ায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মঞ্জিলা বেগম নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। বাড়ির সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় তিনি এ দুর্ঘটনার শিকার হন।

দেশ রূপান্তর সোমবার, ৩০ জুন ২০২৫

## পানির ট্যাংকি পরিষ্কারের সময় বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর হাজারীবাগ ট্যানারিমোড় এলাকায় একটি বাসার পানির ট্যাংকি পরিষ্কার করার সময় বিস্ফোরণে শিশুসহ চারজন দগ্ধ হয়েছে। গত শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হয়। দগ্ধরা হলো- চামড়া ব্যবসায়ী জিয়া উদ্দিন (৪৫), তার দুই মেয়ে ফারিয়া সুলতানা (৩) ও নাজিয়া সুলতানা রাফিয়া (৮) এবং দিনমজুর বেলাল হোসেন (৩০)।

দগ্ধ জিয়া উদ্দিনের ভাগ্নে এইচ এম শাহপরান জানান, ট্যানারিমোড় এলাকায় নিজের দোতলা বাড়ি জিয়াউরের। ওই বাড়িতে ভাড়া থাকেন বেলাল হোসেন। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, বেলালের শরীরের ১৭ শতাংশ, জিয়ার ৪, ফারিয়ার ৫ ও রাফিয়ার ৬ শতাংশ পুড়ে গেছে। তবে বেলাল বাদে বাকি ৩ জনকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের অবস্থা ভালো আছে। বেলালকে ভর্তি রাখা হচ্ছে।

সংবাদ ঢাকা : সোমবার ১৬ আষাঢ় ১৪৩২ Dhaka : Monday 30 June 2025

## নবীগঞ্জে গাড়িচাপায় বাস হেলপারের মৃত্যু

প্রতিনিধি, নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ)

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দ্রুতগতির একটি যানবাহনের চাপায় এক বাস হেলপার মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। গত শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার দিকে আউশকান্দি মনিম ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, নিহত ব্যক্তি রাস্তা পার হচ্ছিলেন, এমন সময় দ্রুতগামী একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তির নাম শামিম (৩০)। তিনি চুনারুঘাট উপজেলার বাসিন্দা এবং সিলেট-হবিগঞ্জ রুটের একটি বিরতিহীন বাসে হেলপার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মর্মান্তিক এই ঘটনার পর মহাসড়কের উভয়পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা।

NEW AGE
SUNDAY, JUNE 29, 2025,

# 6 killed in road accidents in three districts

**Staff Correspondent**

AT LEAST six people, including a child, were killed and 17 others injured in separate road accidents in Munshiganj, Magura and Manikganj on Saturday.

New Age Correspondent in Munshiganj reported that four people, including three leaders and activists of Islami Andolan Bangladesh, were killed and at least 15 others injured as a bus collided with a mini truck on the Dhaka-Mawa Expressway in Sreenagar area of the district early Saturday.

The diseased are Jashore's Noapara Union IAB president Md Jalal, 65, the party's activists Jillur Rahman, 65, and Abdul Alim, 55, and bus helper Md Ashik, 32.

Hashara highway police station officer-in-charge Abdul Quader Jilani said that the IAB followers were on the way to attend the party's grand rally in the Dhaka's Suhrawardy Udyan.

The accident left Jalal and Jillur dead on the spot while Alim and Ashik died to their injuries in Dhaka Medical College Hospital.

OC Jilani said that police recovered the bodies and sent 15-16 injured to the DMCH for treatment.

Police seized both vehicles but the drivers fled the scene.

In Magura, a man was killed and two others were injured as a private car collided head-on with a rickshaw in Alomkhali area of Sadar upazila, reported Bangladesh Sangbad Sangstha.

The deceased is rickshaw driver Tayab Ali, 60.

The accident took place at around 2.30pm, leaving Tayab and two passengers injured, said Magura highway police station OC Alamgir Kabir.

Locals rescued and sent them to Magura 250-bed hospital where the on-duty doctors declared Tayab dead.

Meanwhile, a third-grade student of Quince School was killed in a road accident in Manikganj, another BSS report said.

The deceased is Al-Din, 9.

Manikganj Sadar police station sub-inspector Shahinur Islam said that the accident occurred at noon when a truck hit the boy, leaving him critically injured.

The child was rushed to Manikganj Sadar Hospital where the on-duty doctors declared him dead, the SI added.

যুগান্তর | সোমবার ৩০ জুন ২০২৫
১৬ আষাঢ় ১৪৩২

# বাসের অপেক্ষায় থাকা তিন জনের ওপর উঠে গেল ট্রাক

## বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল আরও ১৪ প্রাণ

**যুগান্তর ডেস্ক**

রাজধানীর উত্তরার আজমপুর বাসস্ট্যান্ডে শনিবার রাতে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তিন ব্যক্তি। এ সময় বেপরোয়া গতির একটি ট্রাক তাদের চাপা দিয়ে দ্রুত চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলে দুজন ও হাসপাতালে অপরজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া শনি ও রোববার রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও ১৪ জন সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন। মৃতদের মধ্যে রাজধানীতে আটজন, হবিগঞ্জে দিনমজুর, কুমিল্লায় শিক্ষার্থী, বগুড়ায় গৃহবধূসহ তিনজন, যশোরে ব্যবসায়ী, মুন্সীগঞ্জে বৃদ্ধ এবং কুড়িগ্রামে কিশোর ও কক্সবাজারে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) :** ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি এলাকায় গাড়িচাপায় পথচারী দিনমজুর শামীম মিয়া নিহত হয়েছেন। শনিবার রাতে আউশকান্দি মুনিম ফিলিংস্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি হবিগঞ্জের চুনারুঘাট থানার উবাহাটা গ্রামের বাসিন্দা।

**বগুড়া :** কাহালু ও সোনাতলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক আলতাফ হোসেন এবং গৃহবধূ মঞ্জিলা বেগম মারা গেছেন। রোববার সকালে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আলতাফ টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার হেইনগর গ্রামের নুসুম উদ্দিন বেপারীর ছেলে। আর বগুড়ার সোনাতলার উত্তর বয়রা চরপাড়া গ্রামের সাত্তার আলীর স্ত্রী মঞ্জিলা। এদিকে নন্দীগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে পল্লী পশু চিকিৎসক আকরাম হোসেন নিহত হয়েছেন। আকরাম নন্দীগ্রাম উপজেলার থালতা মাঝগ্রাম ইউনিয়নের নিশিন্দারা গ্রামের মাজেদ আলীর ছেলে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার দেওয়াম এলাকায় ওমরপুর-তালোড়া আঞ্চলিক সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১৩ জুন ২০২৫

# আশুলিয়ায় পোশাক শ্রমিক হত্যায় ছিনতাইকারী গ্রেফতার

## হত্যায় ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় ছুরিকাঘাতে খোকন মিয়া (২৮) নামে এক পোশাক শ্রমিককে হত্যার ঘটনায় মাসুদ নামে এক ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় তার কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরিটি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি খোকনকে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে এ তথ্য জানান ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশসুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আরাফাতুল ইসলাম। গত ১০ জুন রাতে আশুলিয়ার বগাবাড়ী এলাকায় ছিনতাইকারীর হাতে খুন হন পোশাক শ্রমিক খোকন মিয়া।

নিহত খোকন মিয়া রংপুরের মিঠাপুকুর থানার বালুয়া ভাটপাড়া গ্রামের আকমল হোসেনের ছেলে। তিনি আশুলিয়ার জিরাবো মাদবরবাড়ী এলাকায় স্ত্রীকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থেকে স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

অন্যদিকে গ্রেফতারকৃত ছিনতাইকারী মাসুদ ওরফে জামাই মাসুদ ওরফে রানা (৩৭) নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা থানার জামধলা গ্রামের সোলেমান মিয়ার ছেলে। তিনি আশুলিয়ার বাইপাইলসহ বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাই করতেন।

পুলিশ জানায়, গত ১০ জুন রাতে রংপুর থেকে বাসযোগে আশুলিয়ার বাইপাইলে আসেন পোশাকশ্রমিক খোকন ও তার স্ত্রী জাহিদা খাতুন। পরে তারা হেঁটে বাইপাইল বগাবাড়ী এলাকায় পৌঁছালে তাদের গতিরোধ করেন ছিনতাইকারী মাসুদ। এক পর্যায়ে তাদের সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিতে গেলে মাসুদকে জাপটে ধরেন খোকন। এ সময় মাসুদ ছুরি দিয়ে খোকনকে আঘাত করে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যান। পরে গুরুতর আহত খোকনকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর দিন নিহতের স্ত্রী জাহিদা খাতুন ওরফে বন্যা বাদী হয়ে আশুলিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। পরে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকা থেকে ছিনতাইকারী মাসুদকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যমতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরিটি উদ্ধার করা হয়।

আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুপুরে মাসুদকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ২ জুন ২০২৫,

# বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

প্রতিনিধি, জুড়ী, মৌলভীবাজার

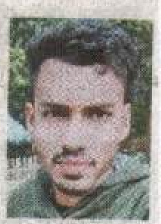
প্রদীপ বৈদ্য

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে প্রদীপ বৈদ্য (২২) নামের বাংলাদেশি এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গত শনিবার রাতে দত্তগ্রাম সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। গতকাল রোববার সকালে বিষয়টি জানাজানি হয়।

প্রদীপ বৈদ্য দত্তগ্রামের বাসিন্দা শৈলেন্দ্র বৈদ্যর ছেলে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রদীপ দিনমজুরি করতেন। শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে তাঁর খোঁজ পাচ্ছিল না পরিবার। পরে গতকাল সকালে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর পাওয়া যায়, বিএসএফ প্রদীপকে গুলি করে হত্যা করেছে। এরপর বিষয়টি বিজিবির দত্তগ্রাম ক্যাম্পে জানায় পরিবার। বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয় বিজিবি।

বিজিবির ৪৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এস এম জাকারিয়া বলেন, বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে লাশ ফেরত আনার চেষ্টা চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ৪ জুন ২০২৫

# শ্রীপুরে শ্রমিক নিহতের ঘটনায় কারখানায় তুলকালাম

■ শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের শ্রীপুরে কারখানা কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অপমানে আটতলা ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় শ্রমিক বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কারখানা এলাকায় রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও শ্রমিকদের মধ্যে কয়েক দফা ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে পুলিশসহ শতাধিক শ্রমিক আহত হয়েছে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা শিল্প পুলিশের এপিসি গাড়ি ও কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। সামাল দিতে গিয়ে পুলিশ টিয়ারগ্যাস, ফাঁকা গুলি ও লাঠি চার্জ করে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় ২৩ শ্রমিককে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে নিহত শ্রমিকের লেখা চিরকুট।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ধনুয়া গ্রামের নতুন বাজার এলাকার জিন্নাত নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিক জাকির হোসেন (২৫) নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার বাদেচিরাম গ্রামের মোক্তার উদ্দিনের ছেলে। তিনি জিন্নাত নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানায় কাজ করতেন।

কারখানার শ্রমিক রাজিবুল ইসলাম বলেন, জাকির হোসেন অসুস্থতার জন্য এক দিনের ছুটি নিয়েছিলেন। এরপর ছুটি শেষে সোমবার কারখানার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে ডেকে সকল শ্রমিকের সামনে কান ধরে ওঠ-বস করান। এ অপমানে সে কারখানার আটতলা ভবন থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এর প্রতিবাদে আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু করলে পুলিশ প্রথমে আমাদের ওপর লাঠি চার্জ শুরু করে। এরপর আমাদের লক্ষ্য করে টিয়ারগ্যাস, রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে পুলিশ বিনা উসকানিতে গুলি চালায়। এতে আমাদের শতাধিক শ্রমিক আহত হয়। সীমানা প্রাচীর টপকে পালিয়ে যাওয়ার সময় অনেক শ্রমিক আহত হয় এবং পুলিশ বেধড়ক লাঠিপেটা করে।

নারী শ্রমিক লিপি আক্তার বলেন, পুলিশের টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপের পর অনেক শ্রমিক আহত হয়। অর্ধশতাধিক শ্রমিক পিটিয়ে আটক করে।

কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা জুবায়ের এম বাশার বলেন, শ্রমিকের মৃত্যুর জেরে শ্রমিক বিক্ষোভ হয়। কারখানা ভাঙচুরের পরপরই কর্তৃপক্ষ ৪ জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত কারখানা ছুটি ঘোষণা করেছে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের ইন্সপেক্টর আব্দুল লতিফ বলেন, ১১ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। পুলিশের এপিসি গাড়ি ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 4 June 2025

# বৃদ্ধ শ্রমিকের দাঁত ভেঙে দিল হোটেল মালিক

প্রতিনিধি, সাদুল্লাপুর (গাইবান্ধা)

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে মিষ্টান্ন ভান্ডার হোটেলে কারিগর হিসেবে ভবেশ চন্দ্র সরকার (৭২) নামে এক ব্যক্তি কাজ করেন। এরই মধ্যে হোটেলে ফ্রিজের তার ইঁদুরে কাটাকে দায়ি করে তাকে পিটিয়ে দাঁত ভেঙে দেওয়াসহ শারিরীক যখম করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে হোটেল মালিক আবু তালেব মিয়ার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আহত হয়ে গত সোমবার পর্যন্ত সাদুল্লাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আছেন ভবেশ চন্দ্র সরকার। সেখানে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তিনি। জানা যায়, উপজেলার দামোদরপুর ইউনিয়নের জামডাঙ্গা গ্রামের মৃত ভরত চন্দ্র সরকারের ছেলে বৃদ্ধ ভবেশ চন্দ্র সরকার সাদুল্লাপুর শহরের মিষ্টান্ন ভান্ডার নামের হোটেলে কারিগর হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৩১ মে সকাল সাড়ে ১১টায় হোটেলে মিষ্টি তৈরি কাজ করছিলেন। এ সময় হোটেল মালিক আবু তালেব মিয়া তাকে ডেকে নেয়। হোটেলের ফ্রিজের তার ইঁদুরে কাটার বিষয়টি না জানানোর কারণে ভবেশ চন্দ্রকে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করেন। এরই একপর্যায়ে আবু তালেব মিয়া উত্তেজিত হয়ে তাকে গাছের খরি দিয়ে মারধরসহ কিলঘুসি দেয়।

প্রথম আলো • বুধবার, ১১ জুন ২০২৫,

## মাদ্রাসার নৈশপ্রহরীকে কুপিয়ে হত্যা

পাবনার ভাঙ্গুড়ায় ওসমান গনি মোল্লা (৫৮) নামের এক নৈশপ্রহরীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত সোমবার রাতে তাঁকে কুপিয়ে আহত করার পর বগুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল সকালে তিনি মারা যান। ওসমান গনি ভাঙ্গুড়া উপজেলার খানমরিচ ইউনিয়নের সিকেবি রুস্তমিয়া আলিম মাদ্রাসার নৈশপ্রহরী ছিলেন। তাঁর বাড়ি ইউনিয়নের চণ্ডীপুর গ্রামে। এই ঘটনায় ওসমান গনির পরিবার ও স্বজনেরা ক্ষুব্ধ হয়ে হয়ে গতকাল দুপুরে গ্রামের শাহাদত হোসেন (৪৫) ও তাঁর স্বজনের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ভাঙ্গুড়া থানার ওসি মো. শরিফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পূর্ববিরোধের জের ধরে পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত শাহাদত হোসেনকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি, *পাবনা*

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

রবিবার ॥ ১৫ জুন ২০২৫ ॥

## পোশাক শ্রমিককে ধর্ষণের পর হত্যা

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

সাভার উপজেলার একটি বাসা থেকে লতা আক্তার (২০) নামে এক পোশাক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে 'ধর্ষণের' পর হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি স্বজনদের। এ ঘটনায় নিহতের শ্বশুরকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল দুপুরে উপজেলার তেঁতুলঝোড়া এলাকার সোলেমান মিয়ার ভাড়া বাড়ি থেকে ওই শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত লতা ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার আবদুস সালামের মেয়ে। তিনি স্বামী সেলিম মিয়াকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থেকে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। আটক মাসুদ মিয়া (৪৮) লতার শ্বশুর। সাভার মডেল থানার ট্যানারি পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম সবুজ বলেন, লাশ উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। লাশের শরীরের বিভিন্ন স্থানে নখের আঁচড়ের দাগ রয়েছে। হত্যার আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল কি না তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন না আসা পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ১৭ জুন ২০২৫
৩ আষাঢ় ১৪৩২

## শ্রীপুরে এটিএম বুথে পোশাক শ্রমিককে ধর্ষণ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বেশি বেতনের চাকরি দেওয়ার কথা বলে ব্যাংকের এটিএম বুথে ডেকে নিয়ে এক পোশাক শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ওই বুথের নিরাপত্তাকর্মী পলাতক রয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ভুক্তভোগী কিশোরীকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

রোববার সকালে উপজেলার মুলাইদ গ্রামের এমসি বাজার এলাকায় তালহা স্পিনিং মিল সংলগ্ন ডাচ বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথে এ ঘটনা ঘটে। শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ভুক্তভোগীর বাবা থানায় লিখিত অভিযোগ করলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়। আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

আসামি লিটন মুলাইদ গ্রামে ভাড়া বাসায় থেকে ওই বুথের নিরাপত্তা কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করত। তিনি ময়মনসিংহের পাগলা থানার ডুবাইল গ্রামের বাসিন্দা।

মামলা থেকে জানা গেছে, ভুক্তভোগী ওই এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলার জন্য নিয়মিত যাতায়াত করত। এক পর্যায়ে নিরাপত্তাকর্মী লিটনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ওই কিশোরী স্থানীয় একটি কারখানায় ছয় হাজার টাকা বেতনে চাকরি করত।

রোববার সকাল ৬টায় তালহা স্পিনিং মিলে ১২ হাজার টাকা বেতনের চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েটিকে ডেকে নেয় লিটন। কারখানার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আসবেন বলে সে মেয়েটিকে বুথের ভেতরে থাকা ছোট্ট একটি কক্ষে নিয়ে বসায়। সকাল ১০টার দিকে এটিএম বুথে ভেতরে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে লিটন। এ বিষয়ে জানতে লিটনের নিয়োগকর্তা ফাস্ট সলিউশন লিমিটেডের সুপারভাইজার হানিফের মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ধরেননি।

যুগান্তর

বুধবার ১৮ জুন ২০২৫
৪ আষাঢ় ১৪৩২

## নারায়ণগঞ্জে ড্রেনে গার্মেন্টকর্মীর বস্তাবন্দি লাশ

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার পূর্ব শিয়াচর লালখা এলাকার ড্রেন মঙ্গলবার সকালে গার্মেন্টকর্মীর হাত-পা বাঁধা বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার নাম জনি সরকার (২৫)। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় গার্মেন্টকর্মীরা সকালে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ড্রেনে পড়ে থাকা একটি বস্তা থেকে মানবদেহের পা বের হওয়া অবস্থায় দেখতে পান। তারা বিষয়টি কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হান্নানুর রফিক রঞ্জুকে অবহিত করেন। খবর পেয়ে ফতুল্লা মডেল থানা পুলিশ বস্তাটি উদ্ধার করে।

জনি সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ থানার বিষ্টপুর গ্রামের করুনা সরকারের ছেলে। জনি পরিবারের সঙ্গে ফতুল্লার লালখা দুলাল মিয়ার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। জনির বাবা নারায়ণগঞ্জ শহীদ রিয়া গোপ (খান সাহেব ওসমান আলী) ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নৈশপ্রহরীর কাজ করেন। জনির বাবা করুনা সরকার জানান, জনি গার্মেন্টে কাজ করত। সোমবার রাত ৯টায় সে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। সকালে খবর পেয়ে লাশ শনাক্ত করেন। তিনি জানান, এলাকার মাদকাসক্ত ছেলেদের সঙ্গে তার চলাফেরা ছিল। ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

যুগান্তর

সোমবার ২ জুন ২০২৫
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

## কেরানীগঞ্জে অটো রিকশা চালকের হাত পা বাঁধা লাশ উদ্ধার

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কেরানীগঞ্জে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সিদ্দিক মোল্লা (৫০) নামে এক অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে শুভাড্যা চিতাখোলা রতনের খামার এলাকায় রাস্তার পাশের ঝোপের ভেতর লাশটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা ৯৯৯ ফোন দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। নিহত সিদ্দিক মোল্লা পিরোজপুর নাজিরপুর রঘুনাথপুর এলাকার মহব্বত আলী মোল্লার ছেলে। তিনি চড়াইল দারুস সালাম রোড এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার এসআই পিযুষ সরকার জানান, খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, অটোরিকশাটি ছিনতাই করতে হাত-পা বেঁধে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন।

কালের কণ্ঠ

সোমবার। ১৬ জুন ২০২৫।

## ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে দোকান কর্মচারী আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর আরামবাগে মুজাহিদুল ইসলাম (২৫) নামের এক দোকান কর্মচারীকে ছুরিকাঘাত করে তাঁর সঙ্গে থাকা টাকা নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। গতকাল রবিবার ভোরে এই ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। ঢামেক ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মুজাহিদ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার মধ্যম রামপুর কালাচাঁদপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি ঢাকার চকবাজারের একটি ব্যাগের দোকানে কাজ করেন। তাঁর সহকর্মী মোবারক হোসেন জানান, ঈদের ছুটি শেষে রবিবার ভোরে আরামবাগ বাস কাউন্টারে নামেন মুজাহিদ। সেখান থেকে চকবাজার যাওয়ার পথে চার-পাঁচ জন ছিনতাইকারী তাঁকে ছুরিকাঘাত করে সঙ্গে থাকা টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

শুক্রবার ॥ ২৭ জুন ২০২৫ ॥

## শীতলক্ষ্যায় নারী শ্রমিকের লাশ

জেলার কালীগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদী থেকে অনিতা কর্মকার (৪০) নামে এক নারী শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল উপজেলার মূলগাঁও থেকে লাশটি উদ্ধার করে টঙ্গী নৌপুলিশ। অনিতা কর্মকার নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার আড়াল গ্রামের সুবল কর্মকারের মেয়ে এবং টাঙ্গাইলের অসীম কর্মকারের স্ত্রী। তিনি পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের প্রাণের কৃষি বিপণন কারখানায় কাজ করতেন এবং খীলপাড়া গ্রামে ভাড়া বাসায় স্বামীর সঙ্গে বাস করতেন। স্বজনরা জানান, অনিতা কর্মকার ২৪ জুন থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরদিন নরসিংদীর পলাশ থানায় জিডি করা হয়। এসআই মাহমুদুর রহমান জানান, লাশটি কয়েক দিন পানিতে পড়ে ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।—গাজীপুর প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১২ জুন, ২০২৫

## কেরানীগঞ্জে অটোরিকশা চালকের কব্জিকাটা মৃতদেহ উদ্ধার

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে গলায় গামছা পেঁচানো ও ডান হাতের কব্জি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এক অটোরিকশা চালকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন শাক্তা ইউনিয়নের নরুন্ডি এলাকায় কিংস্টার হাউজিং প্রকল্পের ঝোঁপের ভেতর থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তির নাম জাকির ভূঁইয়া (২৫)। তিনি মাদারীপুর সদর থানার পানিছত্র গ্রামের আব্দুল জলিল ভূঁইয়ার ছেলে। পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন শাক্তা ইউনিয়নের নরুন্ডি এলাকায় বসবাস করতেন।

নিহতের বাবা জলিল ভূঁইয়া জানান, মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে বাসা থেকে বের হন জাকির। এরপর থেকে সে নিখোঁজ ছিল। বুধবার দুপুরে তিনি লোকমুখে জানতে পারেন, তার ছেলের লাশ পাওয়া গেছে।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমানুল হক ডাবলু জানান, মৃতদেহের সুরতহাল শেষে ময়না তদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

যুগান্তর
শনিবার ২১ জুন ২০২৫
৭ আষাঢ় ১৪৩২

শ্রীপুরে সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতি

## গাড়ির আঘাতে ডাকাতের মৃত্যু হামলায় অটোচালক নিহত

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে আঞ্চলিক সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির সময় গাড়ির আঘাতে ডাকাত দলের একজন সদস্য নিহত হয়েছে। এছাড়া ডাকাত দলের হামলায় আহত এক সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালককে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা গেছেন। এ ঘটনায় চার ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার সাতখামাইর-বরমী আঞ্চলিক সড়কের চেরাগ আলী মাজারের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নিহত ডাকাত সদস্য আরিফ হোসেন কুমিল্লার হাবিবুর রহমানের ছেলে। তার বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত পৌনে ৩টার দিকে তার মৃত্যু হয়। অপরদিকে নিহত অটোরিকশা চালক শ্রীপুর উপজেলার টেপিরবাড়ি গ্রামের গিয়াস উদ্দিনের ছেলে। ঘটনার সময় তিনি ওই সড়ক হয়ে মাওনা চৌরাস্তার দিকে যাচ্ছিলেন।

পিকআপ চালক শফিকুল ইসলাম জানান, তিনি সঙ্গীদের নিয়ে শ্রীপুরের এমসি বাজার থেকে বরমী যাচ্ছিলেন। মাজার এলাকায় পৌঁছালে ১০-১২ জনের ডাকাত দল তাদের গাড়ি থামিয়ে দেশিয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে টাকা ও মোবাইল নিয়ে নেয়। এসময় আরও কয়েকটি গাড়ি থামিয়ে ডাকাতি করছিল তারা। ভুক্তভোগীরা এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ করে। এসময় গাড়ির আঘাতে ডাকাত আরিফ গুরুতর আহত হয়। অপরদিকে ডাকাত দলের হামলায় অটোরিকশাচালক গুরুতর আহত হন। পুলিশ গিয়ে ডাকাত দলের ৪ সদস্যকে গ্রেফতার করে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারিক বলেন, ডাকাতির ঘটনায় মামলা হয়েছে। আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। বাকি ডাকাতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ১২ আষাঢ় ১
Thursday 26 June 2025

## দৌলতদিয়ায় যৌনকর্মীর মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী)

দৌলতদিয়া যৌনপল্লী সংলগ্ন একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই দৌলতদিয়া যৌনপল্লী থেকে যৌনকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া যৌনপল্লীতে তানিয়া আক্তার (৩০) নামে এক যৌনকর্মীর নিজ কক্ষের ওয়ারড্রব এর ভিতর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। নিহত তানিয়া বরিশাল জেলার বন্দর থানার বাসিন্দা।

গত মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৬টার দিকে দৌলতদিয়া যৌনপল্লী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে থানা পুলিশ।

যৌনকর্মীরা জানান, তানিয়ার সঙ্গে আমরা সকাল ৭টার দিকে কথা হয়েছে। পরে তাকে আমরা সারাদিন দেখতে না পেয়ে। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছি। এরপর তার বাড়ির মালিক সরোয়ার মন্ডলকে খবর দিলে তিনি এসে তাকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে এক পর্যায়ে তানিয়ার ঘরে থাকা ওয়ারড্রব তালাটি ভেঙ্গে ফেলে দেখি ওয়ারড্রবের মধ্যে তার মরদেহটি পড়ে রয়েছে। এ সময় গোয়ালন্দ ঘাট থানা পুলিশকে খবর দিলে তারা এসে লাশটি উদ্ধার করে।

যৌনকর্মীরা আরও বলেন, একদিন আগে আমাদের যৌনপল্লী সংলগ্ন একজনকে কুপিয়ে হত্যা করেছে, এরপর একদিন যেতে না যেতেই একজন যৌনকর্মীকে দিনের বেলা মেরে তার নিজের রুমের ওয়ারড্রব ভিতর ভরে রেখেছে এতে আমরা চরম আতঙ্কিত।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১২ জুন ২০২৫

## সোনারগাঁওয়ে লক্ষাধিক টাকাসহ অটোরিকশা ছিনতাই

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

সোনারগাঁওয়ে চালককে আহত করে ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকাসহ একটি অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের ঋষিপাড়া নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী অটোচালক রেজাউর রহমান সোনারগাঁও থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

থানায় দায়ের করা অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ইউনিয়নের কাবিলগঞ্জ গ্রামের ইমান আলীর ছেলে রেজাউল একই গ্রামের শামীম নামে এক সুতা ব্যবসায়ীর ব্যবসার টাকা আনা-নেওয়ার কাজ করতেন। ব্যবসায়ী শামীম সোমবার সকাল ৮টার দিকে তাকে ফোন করে রেজাউলকে বন্দর থানার লক্ষণখোলা এলাকা থেকে অপর ব্যবসায়ী রুহুল আমিনের কাছ থেকে টাকা আনতে বলেন। রেজাউল রুহুল আমিনের কাছ থেকে শামীমকে দেওয়া ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় সোনারগাঁও থানার ঋষিপাড়া ব্রিজের পশ্চিম পাশে পৌঁছানো মাত্রই তবলপাড়া এলাকার হোসেনের ছেলে রাজিব, আনিছ, নজরুল, জাকির এবং অজ্ঞাত আরো তিন থেকে চার জন রামদা, চাপাতি, ছুরিসহ দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার অটোরিকশার গতিরোধ করে। এরপর তাকে জোর করে গাড়ি থেকে নামিয়ে তার সঙ্গে থাকা নগদ ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। রেজাউল বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে ছিনতাইকারীরা ছুরি দিয়ে তার মুখে আঘাত করে। এতে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর ছিনতাইকারীরা টাকা ও অটোরিকশা নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তিনি সোনারগাঁও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৪ জুন ২০২৫ ॥

## শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে সংঘর্ষ আহত অর্ধশতাধিক

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

জেলার শ্রীপুরে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ১১ পুলিশ সদস্যসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়েছেন।

গতকাল সকালে উপজেলার নয়নপুর নতুন বাজার এলাকায় জিন্নাত নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হলে পুলিশ টিয়ার শেল ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। পরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা শিল্পপুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করেন।

শ্রমিকরা জানান, সোমবার তাদের সহকর্মী জাকির হোসেন (৩০) হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছুটি চাইতে গেলে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। পরে সন্ধ্যায় তিনি কারখানার আট তলা ভবনের ছাদ থেকে লাফ দেন। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে রাত ৯টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। জাকির নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার বাদেচিরাম গ্রামের মোক্তার উদ্দিনের ছেলে। তবে কারখানার এজিএম জুবায়ের বাসার জানান, ওই শ্রমিক ছুটি চাইতে ... যাননি। তিনি পারিবারিক কলহের কারণে হতাশায় ভুগছিলেন। হতাশা থেকেই লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

শিল্পপুলিশের শ্রীপুর সাবজোনের ইনচার্জ মো. আবদুল লতিফ বলেন, 'শ্রমিকরা আমাদের একটি গাড়ি ভাঙচুর করেন। পরে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছি।'

ইত্তেফাক
সোমবার
১৬ আষাঢ় ১৪৩২, ৩০ জুন ২০২৫

## নির্মাণাধীন ভবন থেকে রাজমিস্ত্রির হাত-পা ও মুখ বাঁধা লাশ উদ্ধার

■ তিতাস (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

তিতাসে নির্মাণাধীন ভবন থেকে হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় এক নির্মাণশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার জগতপুর ইউনিয়নের ভাটিপাড়া গ্রামের পশ্চিমপাড়ার দ্বীন ইসলামের নির্মাণাধীন বাড়ির দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তি মো. মোস্তফা মিয়া (৪৬) পেশায় রাজমিস্ত্রি। তার সঙ্গে থাকা অন্য দুই শ্রমিক ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে।

ভাটিপাড়া গ্রামের নির্মাণাধীন ভবনের মালিক দ্বীন ইসলাম জানান, 'মানবিক কারণে মোস্তফা মিয়াকে আমি থাকতে দিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে তার সঙ্গে কারা থাকত আমি বলতে পারব না।'

তিতাস থানার ওসি মো. শহিদ উল্যাহ জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের হাত-পা ও মুখ বাঁধা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশটি কম্বল দিয়ে মোড়ানো ছিল। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৬ আষাঢ় ১৪৩২, ৩০ জুন ২০২৫

# সাভারে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে এক যুবককে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহতের নাম রুহুল আমিন (২৬)। গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর রুহুল আমিনকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায় তার বন্ধু শামীম। শনিবার রাতে সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রুহুল আমিন মারা যান। গতকাল রবিবার সকালে পুলিশ হাসপাতাল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে।

নিহত রুহুল সাভার পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের বিনোদবাইদ মহল্লার ডেনমার্কেট এলাকার বাসিন্দা টুকু মিয়ার ছেলে। তিনি রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অন্যদিকে, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্ত শামীম হোসেন (২৫) একই এলাকার গেদা বাবুর্চির ছেলে এবং নিহত রুহুল আমিনের বন্ধু। ঘটনার পর থেকে শামীম পলাতক রয়েছে। পুলিশ ও নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর রুহুল আমিনকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায় তার বন্ধু শামীম। পরে স্থানীয় কামাল গার্মেন্টস রোডের কাঠপট্টিতে গিয়ে রুহুলের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো ছুরি দিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে যায় শামীম। এ সময় স্থানীয়রা রুহুল আমিনকে উদ্ধার করে সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার রাতে মারা যান রুহুল আমিন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৪ আষাঢ় ১৪৩২, ২৮ জুন ২০২৫

# ফতুল্লায় চোর সন্দেহে গৃহকর্মীকে বর্বর নির্যাতনের অভিযোগ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় চোর সন্দেহে খাদিজা নামে এক কিশোরী গৃহপরিচারিকাকে বর্বর নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে লিজা আক্তার নামে এক গৃহিণীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার গৃহপরিচারিকা খাদিজা আক্তার নিজে থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ এ ঘটনায় কালক্ষেপণ করছে বলে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে বলা হয়, পুলিশকে 'ম্যানেজ' করে গৃহিণী লিজা গৃহপরিচারিকা খাদিজা ও তার পরিবারকে গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জ চলে যেতে বাধ্য করেছেন। শুক্রবার রূপায়ণ টাউনে ঘটনাটি জানাজানি হলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। খাজিদাকে লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে আইনি সহযোগিতা দিয়ে লিজার বিচারের দাবি জানান এলাকাবাসী। নির্যাতনের শিকার খাদিজা হবিগঞ্জ জেলার লাকাই থানার মুরাকুরি গ্রামের মোহাম্মদ জাফর আলীর মেয়ে।

খাজিদার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, তার মা ভূঁইগড় রূপায়ণ টাউনের ভেতরে ক্লিনারের কাজ করেন। লিজা আক্তারের ফ্ল্যাটে তার মা তাকে মাসিক ৫ হাজার টাকা বেতনে গৃহপরিচারিকার কাজে দেন। গত মঙ্গলবার রাতে একটি স্বর্ণের চেইন ও এক জোড়া কানের দুল চুরির অপবাদ দিয়ে খাদিজাকে প্রথমে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। এরপর চোখে মরিচের গুঁড়া দিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে মাথার চুল কেটে দেয়। বুধবার সন্ধ্যায় খাজিদার শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে তার পরিবারের লোকজনদের ডেকে এনে তাদের কাছে তাকে তুলে দেন লিজা। বৃহস্পতিবার ঘটনা জেনে এলাকার মানুষ তাদের থানায় পাঠান। খাদিজা বলেন, থানায় অভিযোগ করেছি কিন্তু আমরা একেবারেই গরিব। মামলার পেছনে কোনো টাকা খরচ করতে পারব না।

অভিযোগের বিষয়ে গৃহবধূ লিজা আক্তার বলেন, স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসা করেছি। এখন খাদিজা বা তার পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই। তারা গ্রামের বাড়ি চলে গেছে।

ফতুল্লা মডেল থানার ওসি শরিফুল ইসলাম বলেন, খাজিদার অভিযোগ পেয়েছি। একজন পুলিশ অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৩ আষাঢ় ১৪৩২, ২৭ জুন ২০২৫

# আড়াইহাজারে ডাকাতের হামলায় আহত নৈশপ্রহরীর মৃত্যু

■ আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

আড়াইহাজার পৌরসভায় শিবপুর ব্রিজের কাছে গত মঙ্গলবার রাতে ডাকাতের হামলায় আহত নৈশপ্রহরী সোহাগ (৪২) মারা গেছেন। হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বুধবার রাতে তার মৃত্যু হয়। নিহত সোহাগ ভোলা জেলার দৌলতপুর থানার চর খলিফা গ্রামের মো. কাসেমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোহাগ শিবপুর এলাকায় নির্মাণ সামগ্রী পাহারা দেওয়ার জন্য রাতে ডিউটি করছিল। এ সময় কয়েক জন ডাকাত তাকে পিটিয়ে জখম করে প্রায় ৪ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে ভোর ৬টার দিকে এলাকাবাসীসহ শ্রমিকরা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করলে সেখানে নিয়ে তাকে চিকিৎসা করানো হয়। চিকিৎসা শেষে গত বুধবার তার বাড়ি ভোলার উদ্দেশ্যে রওনা দিলে চাঁদপুর লঞ্চে বুধবার রাতে তিনি মারা যান।

আড়াইহাজার থানার ওসি খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং দোষীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ২৪ জুন ২০২৫।

# রাজধানীতে ৪ ঘণ্টায় ৩ খুন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

মাত্র চার ঘণ্টার ব্যবধানে রাজধানীতে তিনজন খুন হয়েছেন। নিহতরা হলেন–পল্লবীর স্কুলছাত্র সিফাত, কামরাঙ্গীরচরের দিনমজুর মো. রকি এবং খিলগাঁওয়ের যুবক সাগর। গত রোববার রাত সাড়ে ১০টা থেকে রাত আড়াইটার মধ্যে পৃথক ঘটনা তিনটি ঘটে। ময়নাতদন্তের জন্য নিহতদের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে সংশ্লিষ্ট থানাপুলিশ।

গত রোববার রাত ১২টার দিকে মিরপুর-১১ বেনারসি পল্লী এলাকায় বন্ধুর ছুরিকাঘাতে নিহত হয় সিফাত। এর আগে রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহতাবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করলে রাত ১২টার দিকে সে মারা যায়।

সিফাতের বাবা মো. শাহিন জানান, কথা-কাটাকাটির জেরে একপর্যায়ে সিফাতের পেটের বাঁ-পাশে ছুরিকাঘাত করে বন্ধু আসিফ। অন্য বন্ধুরা মিলে সিফাতকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাকে ঢামেকে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১২টার দিকে সিফাত মারা যায়। তিনি জানান, সিফাত এ বছর ইউনিক গ্রামার স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তারা মিরপুর ১১ নম্বর সেকশনের বেনারসি পল্লী এলাকায় থাকেন। তাদের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার লালপুর গ্রামে। তবে কী বিষয় নিয়ে সিফাতকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে তা তিনি জানাতে পারেননি।

পূর্বশত্রুতার জেরে রোববার রাত সোয়া ১২টার দিকে কামরাঙ্গীরচর মাদবরবাজার-সংলগ্ন ওয়ালটন গলিতে খুনের শিকার হন রকি। তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী রুবেল জানান, রোববার রাত ১২টার দিকে রকি মোটরসাইকেলে বাসায় ফিরছিলেন। পথে পলাশ, আবুবক্কর ও স্থানীয় একজন মেম্বারসহ ৫-৬ জন তাকে ঘিরে ফেলে। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তারা রকিকে মারধর করে এবং বুকে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা রকিকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত ১টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রুবেল আরও জানান, নিহত রকি দিনমজুর ছিলেন। এলাকায় অসহায়দের পাশে দাঁড়াতেন এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। দিনে এ নিয়ে একবার অভিযুক্তদের বকাঝকা করেন রকি। সম্ভবত তারই প্রতিশোধ নিতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। খিলগাঁও জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে পিটিয়ে হত্যা করা হয় সাগরকে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন।

সংবাদ
মঙ্গলবার ১০ আষাঢ় ১৪
Tuesday 24 June 2025

# রামুতে দুই দিন পর খালে মিলল নিখোঁজ কৃষকের মরদেহ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, কক্সবাজার

কক্সবাজারের রামু উপজেলার সোনাইছড়ি খালে পানির স্রোতে ভেসে যাওয়া এক কৃষকের মরদেহ দুই দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে। গত রোববার বিকেল ৩টার দিকে উপজেলার জোয়ারিয়ানালা এলাকা থেকে মরদেহটি ভেসে ওঠে। নিহত কৃষকের নাম শামসুল আলম (৫০)। তিনি রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা বাঁচা মিয়ার ছেলে।

জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল শামসুদ্দিন আহমেদ প্রিন্স জানান, শুক্রবার বিকেলে গরু নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সোনাইছড়ি খাল পার হওয়ার সময় হঠাৎ প্রবল স্রোতে ভেসে যান শামসুল আলম। খবর পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

পরদিন শনিবার সকালে রামু ফায়ার সার্ভিস ও বিকেলে চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের একটি বিশেষ ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান চালায়। তবে তারা কোনো সাফল্য পাননি। দুই দিন পর রোববার বিকেলে স্থানীয়রা খালে মরদেহ ভেসে থাকতে দেখে স্বজনদের খবর দেন। পরে স্বজনেরা মরদেহটি উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সমকাল ■ মঙ্গলবার। ৩ জুন ২০২৫

বকেয়া বেতনের দাবিতে সোমবার বসুন্ধরা পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন। কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও জলকামান ব্যবহার করে তাদের সরিয়ে দেয় পুলিশ ● সমকাল

# মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

**বকেয়া বেতন দাবি**

▶ কাঁদানে গ্যাস, জলকামান দিয়ে ছত্রভঙ্গ করল পুলিশ

❝ সেনাবাহিনী কয়েকবার মালিককে কারখানায় এনে বেতন দেওয়ার তারিখ ঘোষণা করালেও দেয়নি

**সুমন মিয়া,** শ্রমিক

■ **নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার**

সাভারে বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার সকালে বসুন্ধরা পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক প্রায় দুই ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ বিক্ষোভ চলাকালে মহাসড়কের উভয় পাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এতে যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকরা ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েন। পরে শ্রমিকদের সরিয়ে দিতে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। এর আগে রোববার হেমায়েতপুর-সিংগাইর মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা।

অবরোধকারীরা জানান, হেমায়েতপুর ঋষিপাড়া এলাকার বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা এপ্রিল ও মে মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পাননি। এ জন্য প্রথমে তারা গত রোববার কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন। পরে সোমবারের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনুরোধে তারা সরে যান। সোমবারও কর্মস্থলে গিয়ে তারা কোনো সুখবর পাননি। পরে মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

অবরোধের খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। এ সময় তারা সড়ক না ছাড়ার ঘোষণা দেন। পরে পুলিশ জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কারখানা শ্রমিক শিল্পী আক্তার বলেন, আমরা এপ্রিল ও মে মাসের বেতন পাব। কারখানা মালিক বারবার বেতনের তারিখ দিলেও পরিশোধ না করে গা-ঢাকা দিয়েছেন।

শ্রমিক সুমন মিয়া বলেন, বারবার তারিখ দিয়েও মালিকপক্ষ দুই মাসের বকেয়া বেতন দিচ্ছে না। সেনাবাহিনী কয়েকবার মালিককে কারখানায় এনে বেতন দেওয়ার তারিখ ঘোষণা করালেও নির্ধারিত তারিখে বেতন দেয়নি। সামনে ঈদ। বেতন-বোনাস না পেলে কী করব?

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাভার থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কবির হোসেন বলেন, ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস না দিলে তারা চলবে কীভাবে, ঈদ করবে কীভাবে? দুই মাসের বেতন পাবে শ্রমিকরা। কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ থাকবে, তারা যেন দ্রুত শ্রমিকদের পাওনা টাকা পরিশোধ করেন।

বেতন পরিশোধের বিষয়ে জানতে কারখানাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শহিদুল্লাহর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা বন্ধ পাওয়া যায়।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। আমরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। পরে পুলিশ বাধ্য হয়ে টিয়ার গ্যাসের শেল ছোড়ে ও জলকামান ব্যবহার করে অবরোধকারী শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বসুন্ধরা পোশাক কারখানা কর্তৃপক্ষ গত ১৭ মে এক নোটিশে পরদিন ১৮ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত কারখানা লে-অফ ঘোষণা করে। নোটিশে শ্রমিকদের এপ্রিল মাসের বকেয়া বেতন ২৫ মে পরিশোধ করা হবে বলে জানানো হয়। ওই দিন দুপুরে শ্রমিকরা বকেয়া বেতন নিতে কারখানায় আসেন। তবে কারখানার মালিকপক্ষ বা কর্মকর্তাদের কেউ না আসায় ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রমিকরা বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে কারখানাসংলগ্ন হেমায়েতপুর-সিংগাইর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে সাড়ে ৪টার দিকে পুলিশ ও সেনাসদস্যদের উপস্থিতিতে ২৯ তারিখ বকেয়া বেতন পরিশোধের সময় দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। এর পরই মালিক মোবাইল ফোন বন্ধ করে আত্মগোপনে চলে যান।

DHAKA SUNDAY JUNE 1, 2025
JAISHTHA 18, 1432 BS
The Daily Star

# Workers block road in Gazipur demanding arrears

**OUR CORRESPONDENT,** *Gazipur*

Workers from a footwear factory staged a demonstration in Gazipur's Sreepur upazila yesterday, demanding payment of their unpaid salaries for April and May.

According to witnesses, workers of MK Footwear Limited began protesting inside the factory in Chakpara village around 10:00am.

They later moved outside and blocked the Maona-Shailat regional road, halting traffic – particularly small vehicles – for nearly two hours. Traffic flow resumed around noon.

Abdul Latif Khan, inspector of the Gazipur Industrial Police (Sreepur Zone), said the protest erupted after factory authorities failed to clear the dues as promised earlier.

"The workers dispersed and returned home following an assurance that their wages would be paid," he said.

Mizanur Rahman, administrative manager of MK Footwear, said discussions with senior management were ongoing. "All dues will be cleared," he added.

যুগান্তর
সোমবার ২ জুন ২০২৫
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

# কালিয়াকৈরে শ্রমিক আন্দোলন কারখানা ছুটি

**কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি**

কালিয়াকৈর উপজেলার সূত্রাপুর ইউনিয়নের সূত্রাপুর বোর্ডঘর এলাকায় জিএমএস একটি পোশাক তৈরি কারখানায় শ্রমিক আন্দোলনের পর দুদিনের ছুটি ঘোষণা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। শনিবার রাতে জিএমএস টেক্সটাইল লিমিটেড কারখানার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম গোলাম মোস্তফা দুই দিনের বন্ধের একটি নোটিশ দেন। এছাড়া তিনি নোটিশে শ্রমিকদের ১২টি দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। জানা যায়, উপজেলার সূত্রাপুর এলাকার জিএমএস টেক্সটাইল লিমিটেড নামের একটি কারখানার শ্রমিকরা শনিবার বিকালে ছুটির সময় মহাসড়ক পারাপার হচ্ছিলেন। এ সময়ে ঢাকাগামী একটি বাসের চাপায় সাগর কুমার (৪৫) ও মরিয়ম বেগম(২৫) নামের দুই শ্রমিক গুরুতর আহত হন। এ সময় তাদের সহকর্মী শ্রমিকরা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পরে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। এতে ওই মহাসড়কের উভয়দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়েন ওই মহাসড়কে চলাচলকারী। এ সময়ে শ্রমিকরা ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণসহ বেশ কিছু দাবি জানান। রাত ৯টায় কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নিলে সাড়ে ৯টার দিকে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ৩ জুন ২০২৫,

# বেতন-ভাতা না দিয়ে পালালেন মালিক শ্রমিকের ভাগ্যে লাঠিপেটা-টিয়ার শেল

**সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি**

সাভারের হেমায়েতপুরে বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেড নামক একটি কারখানার শ্রমিকরা। কয়েক দফায় আশ্বাস দিয়েও তা বাস্তবায়ন না করায় গতকাল সোমবার সকালে হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই অবরোধের ফলে মহাসড়কের উভয় দিকে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ভোগান্তি পোহাতে হয় ওই মহাসড়কের সাধারণ যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকদের। প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধের পর পুলিশ টিয়ার শেল ও জলকামান ব্যবহার করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

শ্রমিকরা জানান, এপ্রিল ও মে মাসের বেতন এবং ঈদ বোনাস বকেয়া থাকায় গত রবিবার তারা কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনুরোধে সেদিন বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে সোমবারের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের সময়সীমা দেওয়া হয়। কিন্তু সোমবার কারখানায় গিয়ে কোনো সুরাহা না পেয়ে শ্রমিকরা প্রথমে কারখানার ভেতরে এবং পরে মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। তবে বেতন ও বোনাস পরিশোধের নির্দিষ্ট আশ্বাস না পাওয়ায় শ্রমিকরা সড়ক ছাড়তে অস্বীকৃতি জানান। পরে পুলিশ টিয়ার শেল, জলকামান ও লাঠিপেটা করে শ্রমিকদের সরিয়ে দেয়। হাজেরা আক্তার নামের এক শ্রমিক বলেন, 'মালিকপক্ষ বারবার বেতনের তারিখ দিয়েও টাকা পরিশোধ করছে না। সড়কে অবস্থান নেওয়ায় পুলিশ টিয়ার শেল ছুড়েছে, লাঠিপেটা করেছে, পানি ছিটিয়েছে। অনেকে হাত-পায়ে আঘাত পেয়েছেন।'

অন্য এক শ্রমিক আলী হোসেন বলেন, 'দুই মাসের বেতন বকেয়া। সেনাবাহিনী মালিককে এনে বেতনের তারিখ ঘোষণা করলেও তা দেওয়া হয়নি। ঈদের আগে বেতন-বোনাস না পেলে আমরা কী করব?'

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাভার থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কবির হোসেন বলেন, 'ঈদের আগে বেতন-বোনাস না পেলে শ্রমিকরা কীভাবে চলবে? কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, দ্রুত বকেয়া পরিশোধ করা হোক।'

কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শহিদুল্লাহর মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, 'শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বাধ্য হয়ে টিয়ার শেল ও জলকামান ব্যবহার করা হয়। এতে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।' গত ১৭ মে বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেড ১৮ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত কারখানা লে-অফ ঘোষণা করে এবং ২৫ মে এপ্রিলের বেতন পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে বেতন না দেওয়ায় শ্রমিকরা বিক্ষোভে নামেন। ২৯ মে বেতন পরিশোধের আরেকটি সময়সীমা দেওয়া হলেও তা পালন করা হয়নি। রবিবার বকেয়া পরিশোধের কথা থাকলেও মালিক আত্মগোপনে চলে যান।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ১৫ জুন ২০২৫,

# শ্রীপুরে পুলিশ পোশাক শ্রমিক সংঘর্ষ, আটক ৪৩

**শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি**

গাজীপুরের শ্রীপুরে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের জেরে প্রধান ফটক তালাবদ্ধ করে হামলা-ভাঙচুর ও কর্মকর্তাদের মারধর করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। ওই কর্মকর্তাদের উদ্ধারের পর পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। এরপর সেনাবাহিনী ও শিল্পপুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। পুলিশ লাঠিচার্জ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ ও ৪৩ শ্রমিককে আটক করে।

গতকাল শনিবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেড়াইদেরচালা এলাকার ডিজাইনটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেড পোশাক কারখানার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের জের ধরেই বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার মূলফটকে তালা দিয়ে বিভিন্ন বিভাগের ছোট-বড় অন্তত ৪০ কর্মকর্তাকে মারধর করেন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তালা ভেঙে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে কর্মকর্তাদের উদ্ধার করেন। সেখান থেকে ৪৩ শ্রমিককে আটক করা হয়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, কারখানার এক কর্মকর্তাকে অপসারণের দাবি ছিল তাদের পক্ষ থেকে। সেই দাবি মেনে ওই কর্মকর্তাকে অপসারণ করা হয়েছিল। এ আন্দোলনে যারা জড়িত তাদের কোনো শাস্তি বা ছাঁটাই করা হবে না বলে আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। তবে ঈদের পর ছুটি কাটিয়ে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন অনেকেরই চাকরি চলে গেছে। এর জের ধরে শ্রমিকরা কারখানা গেটে তালা মেরে দেয়।

**ছাঁটাইয়ের জের**

**প্রধান ফটকে তালা আটকে হামলা-ভাঙচুর ও কর্মকর্তাদের মারধর করেন শ্রমিকরা**

ডিজাইনটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ইলিয়াস হোসাইন বলেন, সব ধরনের বিধি মেনে তারা শ্রমিক ছাঁটাই করেছেন। শ্রমিকরা অহেতুক উত্তেজিত হয়ে তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এতে কারখানার মানবসম্পদ কর্মকর্তা ইলিয়াস হোসাইন, হেলাল উদ্দিন, আরিফুর রহমান, জলিলসহ ১০ থেকে ১৫ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। পুলিশ এসে তাদের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে।

শ্রীপুর মডেল থানার ওসি মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে প্রথমে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরিস্থিতি বেশি খারাপ হতে থাকলে শিল্পপুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরাও আসেন। কারখানার প্রধান ফটকের তালা ভেঙে অবরুদ্ধ কর্মকর্তা কর্মচারীদের উদ্ধার করেছি। এ ঘটনায় ৪৩ শ্রমিককে আটক করা হয়েছে।

সময়ের আলো
রোববার। ১৫ জুন ২০২৫।

# সিলেটে দুই উপদেষ্টার গাড়িবহর আটকে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট**

সিলেটের জাফলংয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের দুই উপদেষ্টার গাড়িবহর আটকে দিয়ে বিক্ষোভ করেছেন পাথর শ্রমিকরা। ওই দুই উপদেষ্টা হলেন–বন ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।

এর আগে শনিবার দুপুরে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং ইসিএ এলাকা পরিদর্শন শেষে দুই উপদেষ্ট সাংবাদিকদের বলেন, পরিবেশ ধ্বংস, অবৈধ উত্তোলন ও লুটপাট বন্ধে সরকার জাফলংসহ সিলেট অঞ্চলের পাঁচটি পাথর কোয়ারি বন্ধ করে দিচ্ছে এবং এগুলোর আর কোনো ইজারা দেওয়া হবে না। পাথর শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তারা।

ব্যারিস্টার সৈয়দা রিজওয়ানা জানান, জাফলংকে পরিকল্পিত গড়ে তোলা হবে, যাতে শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান হয়। জাফলং ইসিএ এলাকায় পরিবেশ ধ্বংস করে কোনোভাবেই বালু-পাথর উত্তোলন করতে দেওয়া যাবে না। পর্যটকবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সিলেটের কোনো পাথর কোয়ারি লিজ দেওয়া হবে না। পর্যটনের মাধ্যমে শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, অবৈধভাবে বালু-পাথর উত্তোলনের মাধ্যমে এ এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। আপাতত এ এলাকা থেকে পাথর উত্তোলন করতে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়ত এখানে যে ক্রাশার মেশিন আছে সেগুলো সরাতে হবে। এ জন্য বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন করা হবে। সিলেটের যে পর্যটন কেন্দ্রগুলো আছে এগুলো ডেভেলপমেন্ট করলে সিলেটে যে লন্ডন থেকে টাকা আসে তার থেকে বেশি টাকা আসবে।

যুগান্তর

বুধবার ৪ জুন ২০২৫

শ্রমিকের আত্মহত্যা

## শ্রীপুরে শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষে শতাধিক আহত

**শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি**

গাজীপুরের শ্রীপুরে গার্মেন্ট শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় শ্রমিকরা পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর লাঠিপেটা ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। সাউন্ড গ্রেনেডও ফাটানো হয়। এতে শতাধিক শ্রমিক এবং ১১ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ধনুয়া গ্রামের নতুনবাজার এলাকার জিন্নাত নিটওয়্যার লিমিটেড নামক কারখানায় সামনে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, কারখানার শ্রমিক জাকির হোসেন অসুস্থতার কারণে একদিনের ছুটি নেন। ছুটি শেষে কারখানায় এলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সোমবার সন্ধ্যায় তাকে সহকর্মীদের সামনে কান ধরে ওঠবস করান। এই অপমান সইতে না পেরে কারখানার আটতলা থেকে লাফ দেন জাকির। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত ৯টার দিকে তার মৃত্যু হয়। জাকির নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার বাদেচিরাম গ্রামের মোক্তার উদ্দিনের ছেলে। তিনি জিন্নাত নিটওয়্যার লিমিটেডের কারখানায় কাজ করতেন।

এই ঘটনা ওই কারখানার শ্রমিকদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে তারা কারখানার সামনে অবস্থান নেন। একপর্যায়ে কারখানা ঘেরাও করে ভাঙচুরের চেষ্টা চালান। যদিও এর আগেই সোমবার রাত থেকে সেখানে পুলিশ সদস্যরা অবস্থান করছিলেন। পুলিশ শ্রমিকদের নিবৃত করার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশের একটি গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়। এরপরই শুরু হয় ধাওয়া-পালটাধাওয়া। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এগিয়ে আসেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার

১ আষাঢ় ১৪৩২, ১৫ জুন ২০২৫

## শ্রীপুরে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অভিযোগে ভাঙচুর, গ্রেফতার ৪৩

**শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা**

গাজীপুরের শ্রীপুরে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কারখানার প্রধান ফটক তালাবদ্ধ করে কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন ঐ কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় বেশ কয়েক জন কর্মকর্তাকেও মারধর করা হয়। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুর চালান। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে মূলফটক ভেঙে কর্মকর্তাদের উদ্ধার করেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়ে। এতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বেশ কয়েক জন সদস্যও আহত হন।

বিভিন্ন সূত্রে জানাযায় ১৪ জুন সকাল থেকেই দুপুর পর্যন্ত শ্রীপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বেড়াইদেরচালা গ্রামের ডিজাইনটেক্স নীট ওয়্যার লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের অভিযোগে কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে।

কারখানার শ্রমিক রিফাত হোসেন বলেন, ঈদের পূর্বে কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা মনির হোসেনকে অপসারণের জন্য আমরা দাবি জানাই। সে মোতাবেক আন্দোলনও হয় এবং মনির হোসেনকে অপসারণ করা হয়। তখন শ্রমিকরা আরো দাবি করে যাতে তাদের কোন শ্রমিককে ছাঁটাই বা চাকরিচ্যুত করা না হয়। কিন্তু ঈদের ছুটি শেষ হলে ১৪ জুন শনিবার কর্মস্থলে এসে শ্রমিকরা জানতে পারেন তাদের অনেকেরই চাকরি নেই। এই ক্ষোভে আমরা শ্রমিকেরা কারখানার মূল ফটকে তালাবদ্ধ করে রাখি। এরপর পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা মূল ফটক ভেঙে ভেতরে আসেন। হঠাৎ করে পুলিশ শ্রমিকদের লাঠিপেটা করে। এই ক্ষোভে শ্রমিকরা ভাঙচুর চালায়। এলোপাতাড়ি ভাবে লাঠিচার্জ করায় শ্রমিকরাও মারধরের শিকার হয়। এসময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরাও ইটপাটকেল ছুড়ে।

কারখানার সুপারভাইজার হামজা মিয়া বলেন, সকাল ৮টা থেকে কর্মকর্তা ও শ্রমিকরা কারখানায় এসে কাজে যোগদান করেন। ৮টার পরপরই শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে কারখানার মূল ফটক তালাবদ্ধ করে দেন। আমাদের কর্মকর্তাদের মারধর শুরু করেন। এতে কারখানার মানবসম্পদ কর্মকর্তা ইলিয়াস হোসাইন, হেলাল উদ্দিন, আরিফুর রহমান, জলিলসহ ১০ থেকে ১৫ জন কর্মকর্তা আহত হন। সকাল ১০টার কিছু সময় পর পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা এলেও শ্রমিকরা কারখানার ফটক খোলেননি। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন কারখানার মেইনগেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে কর্মকর্তাদের উদ্ধার করেন।

দেশ রূপান্তর

রবিবার, ১৫ জুন ২০২৫,

## শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ১১ দফা দাবিতে কর্মবিরতি

**শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি**

গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (তার/কেব্‌ল) তৈরি কারখানার শ্রমিকরা ঈদ ছুটি শেষে কর্মে যোগ দিয়েই আন্দোলন শুরু করেছেন। আন্দোলনরত শ্রমিকরা ১১ দফা দাবি জানিয়ে সকাল থেকেই কর্মবিরতি ঘোষণা করেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে। তবে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কোনো ধরনের ভাঙচুর চালায়নি। শান্তিপূর্ণভাবেই তারা কর্মবিরতি পালন ও আন্দোলন করছেন।

গতকাল শনিবার সকাল থেকেই তেলিহাটি ইউনিয়নের তেলিহাটি মোড় (নয়নপুর) এলাকায় বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনকারী বিবিএস কেবলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা ১১ দফা দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন। ওই কারখানার তিন শতাধিক শ্রমিক কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন করতে থাকেন। তারা সেখানে শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিয়ে নিজেদের দাবি-দাওয়া কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করেন। আন্দালোনরত শ্রমিকরা জানান, গত ঈদুল ফিতরের পর (রোজার ঈদ) ১৮ জন ও ঈদুল আজহার পর ১২ জন শ্রমিককে বিনা নোটিসে ছাঁটাই করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। ঈদের ছুটিতে থ াকার সময় তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

তারা অভিযোগ করে বলেন, দেশের শ্রম আইন লঙ্ঘন করে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে সব শ্রমিক একাট্টা হয়ে প্রতিবাদ করে আন্দোলনে নামেন। চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে সবাই কর্মবিরতি পালন করছেন। শ্রমিকরা আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে তারা এই কারখানায় চাকরি করছেন। তাদের বেতন বাড়ানোর জন্য কর্তৃপক্ষকে কয়েক দফা অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নেননি। পরে তারা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেন। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন– যারা বেতন বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করেন তাদের কারখানা কর্তৃপক্ষ কৌশলে চুপচাপ ছাঁটাই করে দেন। এ খবর জানার পর অন্য শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে নিয়ে অন্দোলনে নামেন। এ আন্দোলন থেকে শ্রমিকরা ১১ দফা দাবি উত্থাপন করেন কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে। তারা অনতিবিলম্বে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে সমাধান চান।

বিবিএস কেবল্‌স লিমিটেড কারখানার জিএম (প্লান্ট) মো. আমিনুর রহমানের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

শ্রীপুর মডেল থানার ওসি মহম্মদ আবদুল বারিক জানান, 'সকাল থেকেই শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন শুরু করেন। ঈদের ছুটি শেষে কাজে যোগ দিয়েই তারা তাদের নানা দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামেন।

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে। দুই পক্ষের আলোচনার পর বিষয়টি ক্লিয়ার করা যাবে। আপাতত শান্ত রয়েছে কারখানা এলাকা। পুলিশ মোতায়েন আছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৬ জুন ২০২৫,

জুড়ী

## বকেয়া মজুরি পরিশোধ করার দাবি শ্রমিকদের

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার ফুলতলা ইউনিয়নের ফুলতলা চা-বাগানের শ্রমিকেরা মজুরি পরিশোধের দাবিতে গতকাল রোববার প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাগানের ব্যবস্থাপকসহ অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে চা-শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। বাগান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সূত্রে জানা গেছে, প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর চা-বোর্ড ও প্রশাসনের উদ্যোগে ১ জুন বাগানের কার্যক্রম চালু হয়। চা-বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ২ জুন শ্রমিকদের এক সপ্তাহের অগ্রিম মজুরি প্রদান করা হয়। ঈদুল আজহার ছুটির কারণে ব্যাংক বন্ধ থাকায় নির্ধারিত সময়ে দ্বিতীয় সপ্তাহের মজুরি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। গতকাল ব্যাংক খোলায় মজুরি দেওয়া হবে বলে ভেবেছিলেন শ্রমিকেরা। কিন্তু খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, মজুরি প্রদানের কোনো সম্ভাবনা নেই। এ পরিস্থিতিতে বেলা ১০টার দিকে ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা মজুরির দাবিতে কাজ বন্ধ রেখে বাগানের প্রশাসনিক কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা কার্যালয়ের ভেতরে থাকা বাগানের ব্যবস্থাপকসহ অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবরুদ্ধ করে রাখেন।

**প্রতিনিধি**, *জুড়ী, মৌলভীবাজার*

NEW AGE
MONDAY, JUNE 16, 2025,

Bangladesh Nari Sramik Kendra holds a meeting to mark the International Domestic Workers' Day at the National Press Club in Dhaka on Sunday.
— Focus Bangla photo

মঙ্গলবার
১৭ জুন ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

# শ্রম ভবনের সামনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিক্ষোভ

## বকেয়া বেতনের দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছে দুই গার্মেন্টসের হাজারের বেশি শ্রমিক। গতকাল সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন দাবিসংবলিত ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শ্রম ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীরা গাজীপুরের সিজন্স ড্রেসেস লিমিটেড ও তারাটেক্স ফ্যাশন নামে দুইটি গার্মেন্টসে কর্মরত রয়েছেন। এদের মধ্যে তারাটেক্স ফ্যাশনের কর্মীরা গতকাল সকালে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নেন। আর গত রবিবার থেকে সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন সিজন্স ড্রেসেসের কর্মীরা।

আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, সিজন্স ড্রেসেসের ১ হাজার ২০০ শ্রমিক দুই মাস ধরে বেতন পাননি। আরেক মাসও শেষ পর্যায়ে। গত দুইটি ঈদের বোনাসও বকেয়া। অন্যদিকে পাশাপাশি এলাকায় অবস্থিত আরেক কারখানা তারাটেক্স ফ্যাশনের ১ হাজার ২০০ শ্রমিকও দুই মাসের বেতন এবং একটি ঈদ বোনাসের টাকা পাননি। দুই প্রতিষ্ঠানেরই বকেয়া বেতন পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে মালিকপক্ষ কোনো ধরনের আশ্বাসও দেয়নি। জানা গেছে, ঈদের আগেও ওই শ্রমিকরা আন্দোলনে ছিলেন। তখন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, ঈদের পর বিষয়টি সমাধান করা হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে তারা আন্দোলন থেকে সরে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ করেনি সরকার বা মালিকপক্ষ। সিজন্স ড্রেসেসের এক কর্মী বলেন, 'ঈদের আগেই আমরা আন্দোলনে নেমেছিলাম। তখন মালিকপক্ষ বলেছিল, ঈদের পরের সপ্তাহে বকেয়া পরিশোধ করা হবে। অথচ এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।' তারাটেক্স ফ্যাশনের শ্রমিক নেতা আদিবুল ইসলাম বলেন, 'বেতন না পেলেও এতদিন আমরা কাজ করেছি। কিন্তু এখন আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে আবারও রাজপথে নেমেছি।' দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রম ভবনের সামনে থেকে সরবেন না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি।

যুগান্তর
বুধবার ২৫ জুন ২০২৫
১১ আষাঢ় ১৪৩২

## বকেয়া বেতন দাবিতে

# কাঁচপুরে মালেক জুট মিলের শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

যুগান্তর প্রতিবেদন, *সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)*

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে সোনারগাঁর কাঁচপুরে মঙ্গলবার শ্রমিকরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এ সময় মহাসড়কের মদনপুর এলাকা থেকে শিমরাইল এলাকা পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী এ যানজটের কবলে পড়ে শত শত পরিবহণ যাত্রী চরম দুর্ভোগ পোহান। খবর পেয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মালেক জুটমিলের শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বস্ত করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। মালেক জুটমিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক মাকসুদুর রহমান বলেন, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা খুবই কম সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এ কারণে তারা তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৭ আষাঢ় ১৪৩২, ২১ জুন ২০২৫

# নৌযান শ্রমিকদের ওপর হামলা মারধরের প্রতিবাদে মুন্সীগঞ্জে মানববন্ধন

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

নৌযান শ্রমিকদের ওপর হামলা মারধরের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন। শুক্রবার সকালে শহরের লঞ্চঘাট পন্টুনে এসব কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় তারা গত বৃহস্পতিবার মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার আধারা ইউনিয়নের আব্দুল্লাহপুর গ্রামে বালু মহলে শ্রমিকদের ওপর হামলা মারধরের ঘটনার বিচার দাবি করেন। শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতেরও দাবি জানান তারা। একই সঙ্গে দেশের কোথাও শ্রমিক নির্যাতন করা হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দেন সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ।

এ সময় বক্তারা দেশের সব নদীপথে বাল্কহেড শ্রমিকদের ওপরে হামলা, বিভিন্ন নামে বেনামে চাঁদাবাজি-ডাকাতি বন্ধ করে নৌ-নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানানোর পাশাপাশি দাবি আদায় না হলে বাল্কহেড ড্রেজার চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও জানান।

বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের মুন্সীগঞ্জ জেলা সভাপতি মো. তাজুল ইসলাম বাদশার সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাহাজী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. সবুজ শিকদার, সাবেক জেলা সাধারণ সম্পাদক মো. কাজী মাসুদ, শ্রমিক নেতা শরিফ মাহমুদসহ বিভিন্ন জাহাজ শ্রমিকরা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৬ জুন ২০২৫

# বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের অবরোধ বিক্ষোভ

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ বন্দরের লাঙ্গলবন্দে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল দুপুরে টোটাল ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

এতে মহাসড়কের মোগরাপাড়া থেকে মদনপুর পর্যন্ত যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগ পোহাতে হয় যাত্রী ও পরিবহন চালকদের। পরে কাঁচপুর হাইওয়ে ও শিল্পাঞ্চল পুলিশের আশ্বাসে আন্দোলনকারীরা সড়ক ছাড়লে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, কয়েক বছরের সার্ভিস চার্জসহ তাদের ২ থেকে ৩ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। বেতন না দিয়েই মালিক কর্তৃপক্ষ তাড়াহুড়ো করে ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। টোটাল ফ্যাশন লিমিটেডের ম্যানেজার কবির হোসেন বলেন, কারখানা বন্ধের কথাটি সত্য নয়। আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করব। কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী ওয়াহিদ মোর্শেদ বলেন, মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের আশ্বস্ত করার পর তারা সড়ক ছাড়েন।

বণিক বার্তা
রোববার, জুন ২২, ২০২৫ ■ আষাঢ় ৮, ১৪৩২

# ন্যায্য মজুরির দাবিতে হিলি স্থলবন্দর শ্রমিকদের কর্মবিরতি

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ হিলি

কাজের ন্যায্য মজুরি না পাওয়ার প্রতিবাদে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে কর্মবিরতি পালন করছেন বন্দরের শ্রমিকরা। শ্রমিকদের কর্মবিরতির ফলে গতকাল সকাল থেকে বন্ধ হয়ে যায় স্থলবন্দরের ভেতরে পণ্য লোড-আনলোডসহ সব কার্যক্রম। ফলে বিপাকে পড়েন আমদানিকারক ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা।

শ্রমিকদের অভিযোগ, হিলি স্থলবন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান পানামা হিলি পোর্ট দীর্ঘদিন ধরে তাদের ন্যায্য মজুরি দিচ্ছে না। বন্দরের শ্রমিক হাফিজুর রহমান বলেন, 'শুরুর দিকে কিছুদিন ন্যায্য মজুরি পেলেও এর পর থেকেই আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। বারবার লেবার সর্দারদের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও বিষয়টির কোনো সমাধান হয়নি।'

আরেক শ্রমিক সেকেন্দার আলী বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও প্রতি টনে মাত্র ১৩ টাকা পাই। অথচ আমদানিকারকের কাছ থেকে বন্দর কর্তৃপক্ষ ৭৩ টাকা নেয়। বিশেষ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে বিল ডাবল হয়ে যায়। কেন এ বৈষম্য? কেউ কখনো এর সমাধান করেনি। ন্যায্য মজুরির দাবি আদায় হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের কর্মবিরতি চলবে।'

শ্রমিকদের কর্মবিরতির ফলে বন্দরসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা পড়েছেন বিপাকে। হিলি বন্দরে আসা পাইকার রামপ্রসাদ বলেন, 'আমি সকালে মসুর ডাল নিতে এসেছিলাম। কিন্তু শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে তা লোড করতে পারিনি। এতে আজ আমাকে ট্রাকের ড্যামারেজ হিসেবে অতিরিক্ত ৩ হাজার টাকা গুনতে হবে।'

এ বিষয়ে পানামা পোর্টের লেবার সর্দার আলম বলেন, 'শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে মজুরি বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু তা কার্যকর না হওয়ায় তারা কর্মবিরতিতে গেছেন। বিষয়টি পানামা পোর্টের এমডিকে জানানো হয়েছে। তিনি এসে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।'

পানামা পোর্টের অপারেশন ম্যানেজার অসিত কুমার শ্যানাল জানান, 'শ্রমিকদের কর্মবিরতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। পোর্টের এমডি শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৫ জুন ২০২৫

# বকেয়া দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বকেয়া বেতন দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের মালেক জুট মিলের শ্রমিকরা। গতকাল মহাসড়কের কাঁচপুর এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন তারা। এতে মহাসড়কের মদনপুর থেকে শিমরাইল পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। শ্রমিকরা বলছেন, আজকের মধ্যে সব বকেয়া পরিশোধ এবং নোটিস ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই করাসহ ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী দিয়ে মিল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিলে আবারও আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হব। কারখানার উপমহাব্যবস্থাপক মাকসুদুর রহমান জানান, বকেয়া পরিশোধ করা হবে। শ্রমিকরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেছে। কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ওসি ওয়াহিদ মোর্শেদ জানান, মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত করলে শ্রমিকরা তা মেনে মহাসড়ক থেকে সরে যান। পরে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।

যুগান্তর | রোববার ২৯ জুন ২০২৫
E-mail : sportsjugant

### শ্রমিক হত্যার গুজব

# গাজীপুরে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরের কোনাবাড়ী এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন শ্রমিকরা। শনিবার বিকাল ৪টার দিকে শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে কারখানার এক শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার গুজবে বিক্ষোভ শুরু করেন।

পুলিশ, কারখানার শ্রমিক ও এলাকাবাসী জানান, কোনাবাড়ী এলাকায় গ্রীনল্যান্ড গার্মেন্টস লিমিটেড কারখানার ভেতর রাত ৩টার দিকে এক যুবক প্রবেশ করে। এ সময় কারখানার লোকজন তাকে আটক করে হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সকালে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। পিটুনিতে আহত ওই যুবক গ্রীনল্যান্ড গার্মেন্টস লিমিটেড কারখানার শ্রমিক এবং তাকে পিটিয়ে হত্যা করার গুজব ছড়ায়। বিষয়টি শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে গ্রীনল্যান্ড গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে তারা কোনাবাড়ী বিসিক এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ করতে নামিয়ে নিয়ে আসে। এ ঘটনায় কয়েকটি কারখানার ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। পিটুনিতে আহত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি।

গাজীপুর মেট্রোপলিটনের কোনাবাড়ী থানার ওসি সালাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, চোর সন্দেহে এক যুবককে কারখানার লোকজন পিটিয়ে আহত করে। এ ঘটনার জেরে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৬ আষাঢ় ১৪৩২, ৩০ জুন ২০২৫

শ্রীমঙ্গলে চা-শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা —ইত্তেফাক

# চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা করার দাবি

## শ্রীমঙ্গলে চা-শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের জাতীয় সম্মেলন

■ শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেছেন, 'ইউনূস সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে যদি চা-শ্রমিকদের ভূমির অধিকার ও দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি নিশ্চিত না করা হয়, তবে এই নির্বাচন কোনোভাবেই অর্থবহ হবে না। একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে বৈষম্য, লাঞ্ছনা ও শোষণের মধ্যে রেখে সংস্কার সম্ভব নয়।' রবিবার দুপুরে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো 'চা-শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র'র প্রথম জাতীয় সম্মেলন প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সম্মেলনের মূল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক সবুজ তাঁতি এবং এস এম শুভ সঞ্চালনায় আলোচনায়সভায় প্রধান অতিথি সিপিবির সাবেক সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ছাড়াও বক্তব্য রাখেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজিয়া চৌধুরী, দৈনিক প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান, গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নেতা জলি তালুকদার, মাহবুব আলমসহ বিভিন্ন চা-বাগানের পঞ্চায়েত নেতা ও শ্রমিক প্রতিনিধি। এর আগে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কমরেড সেলিম। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তিনি এবং সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন আহ্বায়ক সবুজ তাঁতি। সম্মেলনের সূচনা হয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে, যেখানে চা-জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংগীত, আবৃত্তি, নাটক ও ইতিহাস তুলে ধরা হয়।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৬ জুন ২০২৫
১২ আষাঢ় ১৪৩২

# বন্দরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে চার মাসের বকেয়া বেতন ও সার্ভিস চার্জ পরিশোধ না করে শ্রমিক ছাঁটাই প্রতিবাদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে টোটাল ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকরা। বুধবার সকালে বন্দরের লাঙ্গলবন্দ এলাকায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা অবস্থান নেয়। এ সময় মহাসড়কের দুই পাশে প্রায় ৮ কিলোমিটার জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, বন্দরের কামতাল এলাকার টোটাল ফ্যাশন গার্মেন্ট কর্তৃপক্ষ চার মাসের বকেয়া বেতন ও ১১ থেকে ১৩ বছরের সার্ভিস চার্জ না দিয়ে শ্রমিকদের ছাঁটাই এবং গার্মেন্ট বন্ধ করে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। কর্তৃপক্ষের ঘোষণা শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তারা ডিউটি বন্ধ করে বাধ্য হয়ে মহাসড়কে অবরোধ করে। এক সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। গার্মেন্টের জিএম কবিরুল ইসলাম বলেন, বকেয়া বেতন পরিশোধ ও শ্রমিকদের সঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করা হবে।

রোববার । ২৯ জুন ২০২৫
সমকাল

# আওয়ামীপন্থি ট্যাগ দিয়ে বাধা, পণ্ড শ্রমিক সম্মেলন

■ ফরিদপুর অফিস

একাংশের নেতাকর্মীর বাধায় ফরিদপুরে পণ্ড হয়ে গেছে আন্তঃজেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন। এ সময় সম্মেলন আয়োজকদের 'আওয়ামী লীগপন্থি' আখ্যা দেন তারা। তবে আয়োজকদের ভাষ্য, তারা আওয়ামী লীগ-বিএনপি বুঝেন না, বুঝেন শ্রমিকদের কল্যাণ।

গতকাল শনিবার শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ পৌর অডিটোরিয়ামে সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। এ অংশের নেতৃত্বে আছেন ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল মান্নান শেখ মানা। তিনি জেলা শ্রমিক দলের একাংশের যুগ্ম সম্পাদক। বৃহস্পতিবার একই স্থানে 'প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ' সমাবেশের আবেদন করেন শ্রমিক ইউনিয়নের সহসভাপতি মো. আরিফ হাসান। ওই সভায় কেন্দ্রীয় মহিলা দলের যুগ্ম সম্পাদক চৌধুরী নায়াব ইউসুফের অংশ নেওয়ার কথাও জানান তিনি।

আব্দুল মান্নান শেখ মানার ভাষ্য, বিরোধ এড়াতে শুক্রবার রাতে চৌধুরী নায়াব ইউসুফের সঙ্গে দেখা করেন। নায়াব ইউসুফ তাঁকে সম্মেলন পিছিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। সব প্রস্তুতির কথা জানিয়ে তিনি বলেন, সীমিত পরিসরে করবেন।

শেখ মানা বলেন, 'শ্রমিকরা শনিবার সকালে জড়ো হলে আরিফ হাসানসহ কয়েকজন বাধা দিতে এলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের কাউকে মিলনায়তনে ঢুকতে দেয়নি।'

আরিফ হাসানের অভিযোগ, 'অধিকাংশ শ্রমিক নেতাকে না জানিয়ে আওয়ামী লীগের দোসরদের নিয়ে পকেট কমিটি করতে চেয়েছিল। তারা আওয়ামীপন্থি, আমরা বিএনপিপন্থি। ১৫ বছর তারা লুটপাট করে খেয়েছে। সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে তাদের প্রতিহত করেছি।'

এ বিষয়ে শেখ মানা বলেন, 'কিছুদিন আগে তো বিএনপি বলে কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না, এখন আওয়ামী লীগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আওয়ামী লীগ-বিএনপি বুঝি না, শ্রমিকদের কল্যাণ বুঝি।'

34 DHAKA SUNDAY JUNE 22, 2025
ASHAR 8, 1432 BS
The Daily Star

Syed Sultan Uddin Ahmed

# Workers left out of FY26 budget priorities

## Says Labour Reform Commission chairman

SUKANTA HALDER

The proposed budget for the fiscal year 2025-26 has drawn criticism from the government-appointed Labour Reform Commission, which had earlier called for formal recognition of workers and stronger financial and legal safeguards.

The commission says the budget has largely ignored the needs of the country's working population.

Despite rising living costs and repeated calls for fair wages and broader social protection, the budget offers no clear measures to support millions of workers, said Syed Sultan Uddin Ahmed, chairman of the commission.

Following the political changeover 1 August last year, the interim government appointed the Labour Reform Commission in November. The commission submitted its recommendations to Chief Adviser Muhammad Yunus in April this year.

Among its proposals, the commission urged the government to provide legal protection and formal recognition for all workers. This would cover those in both the formal and informal sectors, as well as migrant workers and self-employed individuals, under a comprehensive labour law.

It also recommended setting national minimum wages that would ensure a decent standard of living. The report suggested revising both national and sectoral wages every three years to reflect inflation and the cost of living.

In an interview with The Daily Star recently, Ahmed said, "We had hoped that the government would seriously consider our proposals, but in reality, that was not reflected."

He noted that although the budget speech outlined 11 priorities, not one focused on workers. "There are seven crore working people in Bangladesh who deserve attention."

Ahmed pointed out that the Bangladesh Labour Welfare Foundation, a state-backed body meant to support workers, has never received an allocation in the national budget.

"This is in no way expected," he added.

He said that 85 percent of workers are employed in the informal sector in Bangladesh, yet no social safety net exists for them. There is also no protection for people who are unemployed or seasonally jobless.

"Our expectation was that at least the government would call us and ask how much money it would initially cost. But that did not happen," commented Ahmed, who is also the executive director of the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS).

He said that their recommendations were not only for the ministry concerned but also for other bodies

### POLICY NEGLECT

FY26 budget ignores the needs of 7 crore workers

No allocation has ever been made for Workers' Welfare Foundation

Informal workers remain excluded from social safety schemes

No consultation was held with labour organisations on budget allocations

### Reforms

Reforms like re-skilling existing workers and building a national worker database are urgent needs

### Worker rights and social justice

Workers' livelihood tools, like rickshaws, must not be seized and destroyed for legal violations

A national minimum wage is both feasible and necessary to stabilise the labour market

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

such as the National Pension Authority.

The formation of such institutions, he said, should be shaped by discussions about social safety for domestic workers, rickshaw pullers, construction workers and others. So far, no such talks have taken place.

Regarding the commission report, he said the chief adviser, the labour adviser and the labour ministry all responded positively and welcomed the recommendations.

"The government, including the chief adviser, assured us that the report would be implemented word for word, which was very encouraging," he said.

While he acknowledged that the labour ministry is working on the matter, Ahmed insisted there should have been consultation and budget allocations before any review began.

"The public, workers and labour organisations want some visible steps," he said. "I am not saying the government is ignoring our report, but we expect proactiveness."

Ahmed noted that vulnerability among workers is rising by the day due to factory closures, political instability and international issues.

"We feel that while some of our recommendations require political consensus, most of them need administrative restructuring, change and reform," he said.

"Political consensus is the main priority, and discussions are now focused on election reform, constitutional reforms and related matters; people think other reports are being sidelined," Ahmed said.

"This is our main concern."

Referring to the July uprising in 2024, he said, "People's aspirations were not limited to political reform. They also demanded social reform and freedom from discrimination in society."

Ahmed said the government must take dynamic action, as it is a different kind of administration. "It is not traditional. It came to power through a movement and the sacrifice of many workers," he said.

He added that workers had hoped for at least a minimum guarantee of livelihood, employment, a society free from discrimination and fair treatment.

Their commission report, he said, mentioned that the means of livelihood of workers must not be destroyed.

For example, he said, "If my car violates traffic laws, they should fine me. They should not take away my car."

"But the reality is, police are seizing and destroying rickshaws. Is this acceptable in a civil society? If they violate the law, fine them, but you cannot destroy their means of livelihood," he said.

"We also propose some structural reforms. One is upskilling or reskilling training, especially for existing workers," said the top labour rights activist.

Normally, skill programmes target unemployed youth entering the labour market, but current workers are also at risk due to automation, political change and shifts in both international and national trade, he said.

Secondly, he called for the immediate creation of a comprehensive database of workers.

"This is vital for identity. During Covid-19, for example, the government failed to deliver much of its aid to the public because of the lack of a proper database," he said.

Ahmed pointed out that the true aim of austerity measures is to reduce unnecessary or luxury spending, not to harm the livelihoods of the most vulnerable.

"The things we propose are very basic and directly linked to livelihood and social safety nets for the unemployed. We want a very targeted social safety net programme for them," he said.

He also raised the matter of the national minimum wage. "I think it is both feasible and necessary," he said.

"There are many skilled private car drivers in Bangladesh. But who decides their salary? It is set by the neighbours. The market is unstable, so they do not get what they deserve," he added.

In his recommendations, Ahmed emphasised recognising workers as workers, ensuring safe workplaces and providing proper compensation for accidents.

"The question may now arise as to how such initiatives will be implemented. First, the process must begin," he concluded.

# সংবাদপত্রে বিলস

সময়ের আলো বুধবার। ৪ জুন ২০২৫।

বিলসের প্রতিক্রিয়া

## শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রস্তাবিত কর প্রত্যাহারের দাবি

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী প্রস্তাবিত বাজেটে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে করারোপের প্রস্তাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। তিনি বলেন, শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে প্রদেয় অর্থের ওপর এই কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ শ্রমিক কল্যাণ সংশ্লিষ্ট সব তহবিলের ওপর প্রস্তাবিত কর অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে সৈয়দ সুলতান বলেন, সরকার কখনোই এসব তহবিলে সরাসরি বাজেট বরাদ্দ দেয় না। বরং কোম্পানির লভ্যাংশের ৫ শতাংশ শ্রমিকদের প্রাপ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর ১০ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমা হয়। এই তহবিল মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত প্রান্তিক শ্রমিকদের চিকিৎসা, শিক্ষা ও মাতৃত্বকালীন সহায়তায় ব্যবহৃত হয়। এমন মানবিক খাতে করারোপ অত্যন্ত দুঃখজনক ও অগ্রহণযোগ্য।

সৈয়দ সুলতান আরও বলেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্যানসার বা শিশুচিকিৎসার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, সেখান থেকে কর কর্তনের প্রস্তাব শ্রমিকদের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর। এর আগে এই তহবিলের রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। শ্রম সংস্কার কমিশন এরই মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এই তহবিলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশের দাবি জানিয়েছে।

সৈয়দ সুলতানের দাবি, শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। সেই সঙ্গে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আলাদা বিশেষ তহবিল অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান তিনি।